সতীত্ব সরোজ।

প্রথম ভাগ

—o—

Oh ! 'tis not, ——, in the power
Of fancy's most terrific touch
To paint thy pangs in that dread hour—
Thy silent agony— 'twas such
As those who feel could paint too well,
But none e'er felt and lived to tell !

o o * o o

That spasm of terror, mute, intense,
That breathless, agonised suspense,
From whose hot throb, whose deadly aching
The heart hath no relief but breaking !

Moore.

যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়া কি মতে করিব অন্য কর্ম্ম॥
ধিক ধিক সে ছার সুখের অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ॥

কাশীদাস।

কলিকাতা।

শ্রীকেদার নাথ দাস দ্বারা

নং ৪ কলেজ স্কয়ের ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

উপহার

মাতৃ-চরণে!

পূজ্যতমা জননি!

আমার বহুকালের আশার ধন চারু কমলকে আপনার চরণ কমলে অর্পণ করিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন সতীত্ব রত্ন মণ্ডিত কুমারি কোহিনুর চারু কমল, যেন আর্য্য-বালা কুলে পবিত্র প্রভা বিকিরণ করিয়া নির্ম্মল সমাজের গৌরব সাধনে সক্ষম হয়।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩ সাল
কলিকাতা, ১০৩।১ বিডন্ ষ্ট্রীট

আপনার চিরবশানুগ
অপত্যস্য
মহামায়ায়াঃ

সতীত্ব-সরোজ।

—:০:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পল্লীগ্রাম, পূর্ব্ব স্মরণ।

বসন্ত বরষাকালে, পিকরব মেঘজালে
হেরিতে দামিনী লতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের, হেন রম্য ধাঁধা রে।

একখানি দ্বিতল বাটীর একটী সজ্জীভূত কক্ষে দুই জন প্রৌঢ় পুরুষ আর যৌবনোন্মুখী একটী বালিকা একখানি কারপেটের উপর বসিয়া আছেন। গৃহের এক পার্শ্বে সেজ জ্বলিতেছে; কক্ষটী ক্ষীণ আলোকে আলোকিত। নীরবতা সহকারে সকলেরই বদনে বিষাদচিহ্ন অঙ্কিত। পুরুষ দুটীর মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ,—বালিকাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "মা চারু-কমল! রাত্রি অধিক হইল, শয়ন কর গে।"

আদেশকর্ত্তার বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া বালিকা দুঃখিত অন্তঃকরণে ভিত্তি-সংলগ্ন ঘটিকার দিকে চাহিয়া নীরবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সস্নেহে সেই দিকে চাহিতে চাহিতে প্রথম বক্তা কহিলেন, "আহা! চারু আমার কি সুশীলা!—বাছার মুখে কখনও দ্বিরুক্তি শুনিতে পাইলাম না।"—আত্মগত এই কথা বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, "দেখ হরিশ!

তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। গত কয় বৎসর প্রচুর বৃষ্টি অভাবে আমাদের কৃষিকার্য্য একেবারে নিস্ফল হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমার প্রায় আট দশ সহস্র টাকা ঋণ হইয়াছে। ভদ্রাসন বাটী, বেলবাগান, ধান্যক্ষেত্র এবং অন্যান্য ফসলের জমী, সমস্ত বিক্রয় করিলেও তাহা পরিশোধ হইবে না। নরেশ ঘোষ এত হীন নয় যে, ইন্‌সল্‌বেণ্ট হইয়া লোকালয়ে বাস করিবে। বিশেষতঃ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া থাকিই বা কোথায়? খাইব বা কি?—এখন উপায় কি বল দেখি।"

হরিশ সদুঃখে বলিলেন, "দাদা! কায়স্থ জাতিতে উত্তমরূপ লেখাপড়া না শিখিলে তার অধিক আর দুঃখ নাই। আমি তাদৃশ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারি নাই যে, তোমাকে পরামর্শ দিতে সক্ষম হই। স্নেহময়ী জননীর আদরে এবং নিজের অযত্নে অমূল্য বিদ্যারত্নে বঞ্চিত হইয়াছি। পিতা মৃত্যুকালে আমাদের জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই। অপরিসীম পরিশ্রম ও যত্নে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বকৃত উপার্জ্জনে এই সুখময় বাসস্থান, বেলবাগান, জমীজেরাত যা কিছু করিয়াছ, সকলি তুমি নিজে করিয়াছ। কপালক্রমে আমার পুত্র দুটীও তাদৃশ লেখাপড়া শিখিতে পারিল না। এমন অবস্থায় আমি তোমার কি উপকার করিতে সমর্থ হইব? তবে কৃষিকার্য্যে যাহা কিছু সাহায্য করিতে পারি মাত্র।"

কথায় বাধা দিয়া নরেশ বলিলেন, "যাক্, ও সকল কথায় আর কাজ নাই। চারুকে যে জন্য যাইতে বলিলাম, তাহার কারণ শুন। আমাদের দেশ অপেক্ষা কাশ্মীরে শাল দোশালা অতি সুলভ। জান ত, সেইখানেই শালের জন্ম। যে সকল দ্রব্য এখানে সুলভ, সেখানে মহার্ঘ্য, তাহা আমি এখান হইতে সে দেশে লইয়া যাইব, আর এখানে শালরুমালাদি পাঠাইব, তাহা হইলে উত্তম ব্যবসা চলিবে। ঈশ্বর করেন ত আমাদের সন্তানসন্ততিগণের জন্যও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিব। আমার একজন অকৃত্রিম বন্ধু কাশ্মীরের রাজার প্রধান কর্ম্মচারী, তিনিও অতি বুদ্ধিমান। তাঁহাকে এ বিষয়ে পত্র লিখিব। তিনি যেরূপ উপদেশ দিবেন, সেই মত কার্য্য করিব।"

হরিশ বলিলেন, "আপনি এখানে কাহার নিকটে জিনিষপত্র পাঠাইবেন?

আমি ত এ কার্য্য ভাল বুঝি না। কলিকাতায় কুটী ভাড়া লইতেও অনেক টাকা চাই।” নরেশ বলিলেন, “আমি যখন চব্বিশ পরগণার মুন্সেফ ছিলাম, তখন যিনি আমার সহকারী ছিলেন, তাঁহারই নিকট জিনিষপত্র পাঠাইব। তিনিও একজন অংশী হইবেন। ব্যবহারেও তিনি পরম ধার্ম্মিক। কারবার করিয়া তিনি রীতিমত ধনবান হইয়াছেন। কলিকাতা, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে তাঁহার অনেক কুটী আছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী দিল্লীর কুটীতে থাকেন। তিনি নিজে কলিকাতায় আছেন; অন্যান্য স্থানে অনেক বিশ্বস্ত আত্মীয় লোক থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক উপকার পাইব। কিন্তু ভাই! এক্ষণে আমার যাইবার কথা চারু যেন না শোনে। কোমলা বালিকার অন্তরে আগে আমি ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না।” এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয় সহোদরে ছাড়াছাড়ি হইলেন। পরদিন প্রাতে নরেশ বাবু একখানি লিপিহস্তে শ্রীরামপুরের ডাকঘরে গমন করিলেন। হরিশ চিন্তাকুল অন্তরে জাহ্নবীতটস্থিত উদ্যানমধ্যে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া চিন্তাদেবীর উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। প্রথম চিন্তা, দাদা আমাদের জন্যই ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারই পোষ্য। তাঁহার পত্নী নাই। একমাত্র কন্যা। সামান্য ব্যয়েই সচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারেন। আহা! পাটনায় যাওয়াই তাঁহার বিপদের সূত্র। ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়তমা পত্নীকে আর দেখিতে পাইলেন না। পতিব্রতা সতী পতিবিরহে কাতর হইয়া এক বৎসরের শিশুকন্যা চারুকমলকে মাতৃহীনা করিয়া অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন! আহা! তাহাতেই দাদা কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন। দুরদৃষ্টক্রমে কয় বৎসর ফসল অজন্মা হওয়াতে আবার তাঁহাকে বিদেশে যাইতে হইল। যে চারুকমলের প্রতিপালনের জন্য কর্ম্মত্যাগ, এক্ষণে সেই চারুকে ফেলিয়া আবার বিদেশে যাইবেন। দ্বিতীয় ভাবনা, স্ত্রী বিয়োগাবধি দাদা যেরূপ চঞ্চলচিত্ত হইয়াছেন, তাহাতে যে কিরূপে সুচারুরূপে কারবার চালাইবেন, তাহাও বুঝা যায় না। তৃতীয় চিন্তা, চারুকমল। তাহাকে কিরূপে বুঝাইয়া রাখিব!—সরলা বালা পিতাগতপ্রাণা। কখনও কোন ক্লেশ সহিতে পারেন না। মা আমার সর্ব্ব গুণে গুণবতী। রূপে

যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী। সর্ব্ব বিদ্যাতে সুনিপুণা। গীতবাদ্য প্রভৃতিতে শিক্ষককেও লজ্জা দেন।—সততই চন্দ্রবদন প্রফুল্ল। সকলেরই স্নেহ ও আদরের আধার। যে যখন তাঁহাকে যে কথাটী বলে, তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লাননে বিনম্রভাবে তাহা প্রতিপালন করেন। বাছা আমার নম্রতা মাখানো, সারল্যের ছবি। দাদা যে আদর করিয়া বলেন, "মা আমার আশাকাননের পবিত্র প্রসূন।"—সে কথা অতি যথার্থ। মা পবিত্র প্রসূনই বটেন। দাদা সে দিন বাছাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন, যাকে যে দেখিল, সেই সুখ্যাতি করিল। জ্ঞান, বুদ্ধি, শীলতা, লজ্জা, সমস্তই যেন চারুর বশীভূত ভৃত্য। হায়! আমার ছেলেগুলো যেন চাষা। দাদা যে এত পরিশ্রম ও এত অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যা শিখাইবার আকিঞ্চন পাইয়াছেন, সমস্তই বিফল হইল। যাক্, আর ভাবিতে পারি না। যাই, স্নানাদি করি গে। ওঃ! এই যে দাদাও এলেন।

নরেশ বাবু সহোদরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "এক রকম্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চিঠি খানা ডাকে দিয়া আসিলাম।"—হরিশ বলিলেন, "বেলা অনেক হইয়াছে, এক্ষণে স্নান করিবেন চলুন।" উভয়ে একত্রে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

নরেশ ঘোষের বেলবাগান শ্রীরামপুরের গঙ্গার তটসমীপে। বাগান-সংলগ্ন যে গঙ্গার ঘাট আছে, সেই ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইখানি বেঞ্চ পাতা ছিল। বেঞ্চ দুইখানির নিকটে দুইটী বৃহৎ কামিনী-ফুলের বৃক্ষ। স্থানটী মনোহর, ছায়াময়। একদিন বসন্তকালের সায়াহ্নে নরেশ বাবু একাকী বেঞ্চে বসিয়া আছেন, নির্ম্মল দক্ষিণানিল তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতেছে, তিনি এক মনে জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় উদ্যানের গেট্ নড়িল। নরেশ চাহিয়া দেখিলেন, ডাক হরকরা। সে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিয়া প্রস্থান করিল। খামের উপর ডাকের মোহর দেখিয়া নরেশ জানিলেন, পত্র কাশ্মীরের। আবরণ মুক্ত করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখ ক্রমে বিষণ্ণ হইয়া আসিল। "শীঘ্রই যাইতে হইবে" এই কথাটী অস্পষ্টভাবে

তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল। নয়ন বারিপূরিত হইল। তনয়াবৎসল পিতা আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "চারুকে রাখিয়া যাওয়া মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আহা! মাতৃহীনা বালা জ্ঞানাবধি আমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। জননী নাই, জননীর স্নেহ কখনও অনুভব করেন নাই, কিরূপে আমায় না দেখিয়া গৃহে থাকিবেন! হয় ত কতই অযত্ন হইবে। এত ভাবনা সত্ত্বেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে সাহস করি না। পন্থা বিপদ-সঙ্কুল, যদি নিকট হইত, তা হলে আমার স্নেহময়ীকে ফেলে কদাচ যাইতাম না। কি করি, কেমন করিয়া আমার গমনের সংবাদ কোমলচিত্তাকে শ্রবণ করাই। চারুকমলের নির্ম্মল চারু মুখ না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে নরেশের নয়নদ্বয় দিয়া প্রবল বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সহসা বাটীর দিকে দরজার শব্দ হইল। নরেশ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে সেই দিকে ফিরিলেন। দেখিতে পাইলেন, তাঁহারই গৃহানন্দরূপিণী চারুকমল স্বর্গীয় প্রফুল্ল বদনে ধীরে ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পোষা হরিণীটীও তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে। নরেশ শীঘ্রহস্তে নয়নাশ্রু মোচন করিয়া মনোভাব গোপনমানসে জহ্নু-সুতার তরঙ্গলহরীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। চারু নিকটে আসিলে "এসো মা!" বলিয়া সাদরে চিবুক ধরিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। স্নেহ-প্রতিমার সরল আনন দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের যাতনা কতক লঘু হইয়া আসিল। বলিলেন, "চারু! দেখ দেখি মা! কেমন নির্ম্মল বাতাস!" চারু বসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা! কয় দিনের পর আজকে উত্তম বাতাস বইচে। দেখুন, গঙ্গায় কি সুন্দর লহরী খেলিছে। আহা! জগদীশ্বর কত ভাবেই আপনার অপার মহিমা মানবগণকে দেখান। উপরের নক্ষত্রমালার ছায়া যেন উজ্জ্বল হীরকাবলী স্বরূপ জলতলে নিহিত রহিয়াছে। আহা! সন্ধ্যাকালে গঙ্গায় কি শোভাই হয়! কিন্তু নির্ব্বোধ মানব এই সকল দেখিয়াও কদাচ জগৎপিতাকে স্মরণ করে না।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে চারুকমলের নয়ন অশ্রুপূরিত হইল। ধীর অথচ ভক্তিভাবে আকাশের পানে চাহিলেন। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শ্রীতে বদন মণ্ডল দ্বিগুণ প্রফুল্ল হইল। কন্যার পবিত্র মুখশ্রী দেখিতে

দেখিতে সানন্দ মনে নরেশবাবু বলিলেন, "মা! আমি পরম পিতার নিকট এই প্রার্থনা করি, এইরূপ অচলা ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি যেন তোমার চিরকাল অবিচলিত ভাবে থাকে। তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হও।" এই কথা বলিয়া পুনরায় সহাস্যমুখে বলিলেন, "দেখ মা! তোমার হরিণী এখনও তোমার বেঞ্চের পাশে দাঁড়াইয়া আছে।" চারু সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন, "সত্যি বাবা! আমি যেখানে যাই, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়। আমি ডাকিলে যেখানে থাক্‌না কেন, দৌড়িয়া আসে, আমায় বড় ভালবাসে।" নরেশ বলিলেন, "তোমায় কে না ভালবাসে মা? তোমার সুমিষ্ট স্বরে কাহার অন্তঃকরণ না দ্রব হয়? পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেই তোমার কোমলতাতে বশীভূত। তোমার অলৌকিক বাৎসল্য সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ করে।" চারুকমলের কমনীয় আনন সরলতামাখা হাস্যরেখায় অর্দ্ধ বিকসিত গোলাপের ন্যায় মনোহর শোভা পাইতে লাগিল। চারুকমল সহাস্যবদনে কহিলেন, "বাবা! আমি আপনার একমাত্র কন্যা বলিযাই আপনি আমারে এত ভালবাসেন। মনে করেন, সকলেই এইরূপ আমায় ভালবাসে। আমি এমন কিছুই ভাল কর্ম্ম করি না, যাহাতে সকলের উপকার হয়। তবে যাহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যাহা না করিলে পাপ হয়, সেইরূপ কর্ম্ম করিতে আমি সাধ্যানুসারে যত্ন করি।" নরেশ বাবু সন্তোষের সহিত বলিলেন, "চারু! তুমি যে এত বালিকাকালে এত উত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, এজন্য আমি ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করি। তিনি কৃপা করিয়া অনুগত সন্তানদিগকে সর্ব্বদা দয়া বিতরণ করেন।" একটু পরে আবার বলিলেন, "এসো মা! রাত্রি হইল, বাটীর ভিতরে যাই চল।" এই বলিয়া পিতাপুত্রীতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---:o:---

বিদেশ গমন।

ব্যথিত হৃদযে কত ধৈর্য্য সহি হায়।
ধরি পিতৃ পদ দুটী চাহিনু বিদায়॥
শীঘ্র শীঘ্র করো তুমি পুনরাগমন।
এই যেন হয় নাকো শেষ দরশন॥

কাশ্মীরের পত্র প্রাপ্তির পর দশ দিবস গত হইল, ইতিমধ্যে নরেশ বাবু আপনার পূর্ব্ব মহাজনদিগের নিকট বিংশতি সহস্র টাকা কর্জ্জ লইয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। তাঁহার সাবেক বন্ধু মুনশেফ প্যারী বাবুর সহকারে কাশ্মীরে ও দিল্লীতে যে যে মহার্ঘ্য দ্রব্য. তাঁহার সেই স্থানের বন্ধু ও প্যারী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, যিনি দিল্লীতে আছেন, তিনি লিখিয়াছিলেন, সেই সেই দ্রব্য খরিদ করিয়া সব দিল্লীগমনোপযোগী তরণীতে বোঝাই করিলেন। প্যারী বাবুকে বলিলেন, "আমার প্রায় দিন পাঁচেক দেরি হইবে, এ কয় দিন এই সকল দ্রব্যের হেঁপাজাত তুমি করাইও, ইহা বলা বাহুল্য; আমি যে কারবারে হস্তক্ষেপ করিলাম, সে কেবল তোমার আর যোগীন বাবুর ভরসায়; তুমি হেথায়, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনেন্দ্র দিল্লীতে ও যোগীন বাবু কাশ্মীরে; তিন স্থানেই আমি অকৃত্রিম সাহায্য পাইব।" প্যারী বাবু বলিলেন, "প্রিয় নরেশ! তোমায় সাহায্য করিতে আমার অন্তঃকরণ দশ গুণ উৎসাহযুক্ত হয়। তোমার মহৎ স্বভাবে যে তুমি ক্লেশ পাইবে, ইহা কাহার ইচ্ছা? তোমার সহিত ব্যবসায়ে আমারও উন্নতি হইবে। এখন

জগদীশ্বর তোমার কার্য্যে মঙ্গল করুন, তুমি সফলমনোরথ হও।" এইরূপ কথোপকথনের পর নরেশ বাবু বাটী যাইবার জন্য বিদায় হইলেন। তিনি যখন পান্‌সিতে উঠিলেন, তখন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীরাম পুর পৌছিতে অপরাহ্ন হইল। পান্‌সি বেলবাগানের ঘাটে পৌঁছিল, নরেশ বাবু তটে উঠিলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বেঞ্চের উপর চারুকমল আর তাঁহার পিস্‌তুতো ভগ্নীপতি নিমাই দাস্ বসিয়া আছেন। নরেশ বাবু সেই স্থানে গিয়া বসিলেন। চারুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চারু! যাবার দিন তোমার শিরঃপীড়ার মত দেখিয়া গিয়াছিলাম, এখন কেমন আছ মা?" চারু সহাস্য আননে বলিলেন, "ভাল আছি।" একটু পরে পুনরায় কহিলেন, "বাবা! আপনার জন্যে কিছু জলখাবার আনিব?" চারুকমলের পিতৃবাৎসল্যপূর্ণ স্নেহময় স্বরে নরেশের মন আর্দ্র হইল; চক্ষু অশ্রুপূরিত হইয়া আসিল। গঙ্গার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমার জন্য ও তোমার পিসে মহাশয়ের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসো।" চারুকমল ত্বরিত পদে চলিয়া গেলেন। নিমাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরেশ! এমন কি ঘটনা হইয়াছে, যাহাতে তোমার চক্ষু বারি-পূর্ণ হইল? চারুর কাছে ও ভাব গোপন করিলেই বা কেন?" নরেশ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভাই! দুর্ভাগ্য আমায় ত্যাগ করে না। আবার আমি বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছি।" নিমাই বুঝিলেন যে, নরেশের মনে পত্নীর গত স্মরণ উদয় হইয়াছে। বলিলেন, "না গেলে কি চলে না?" নরেশ আনু-পূর্ব্বিক দেনা পাওনার কথা সমুদায় বলিলেন। নিমাই শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া পরে বলিলেন, "কবে যাবে? চারুকে কি তোমার গমন-সংবাদ শুনাবে?" নরেশ বলিলেন, "যাব চার পাঁচ দিনের মধ্যে। কিন্তু চারুকে কিরূপে এ নির্ঘাত কথা শুনাব? না শুনাইলেও নয়।—কল্যই তারে শুনাতে হবে।" কথা হইতেছে, এমন সময় চারু তাঁহাদের জন্য জলখাবার লইয়া আসিলেন। নরেশ ও নিমাই আহার করিলে পর চারু প্রসাদ পাইলেন। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। কল্য আসিব বলিয়া নিমাই চলিয়া গেলেন। নরেশ ও চারুকমল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

পর দিন আহারাদির পর নরেশ আপনার শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন, মতি দাসী তামাক সাজিয়া আনিল। নরেশ গুড়্‌গুড়ির নল মুখে দিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিয়া পরে বলিলেন, "মতি! চারুকমল ও ছোট বৌমার আহার হইয়াছে?" মতি বলিল, "হাঁ, হইয়াছে।" 'তবে তাঁহাদের এই খানে ডাক।" মতি চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে চারুকমল তাঁহার কাকীমার সহিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চারু সদত প্রফুল্লবদনা, সহাস্যমুখে পিতার নিকটস্থ ছোট টুলের উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাকীমা অপর একখানি আসনে বসিলেন। নরেশের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া চারুর সন্তোষদীপ নির্ব্বাণ হইল, মনে যেন কত দুর্ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। যে দিন তাঁহার কাকা তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন, সে দিন তাঁহার পিতা বিমর্ষভাবে তাহাকে শয়ন করিতে যাইতে বলেন; বিবাহের সহিত যেন কি দুর্ঘটনা আছে, সহসা এই ভাব চারুর কোমল মন ব্যথিত করিল। ভক্তিমতী তনয়া ভাবিতে লাগিলেন, যত কিছু বিপদ আমার ঘটুক, কিন্তু ঈশ্বর পিতাকে নিরাপদে রাখুন। এইরূপ আলোচনা করিয়া সজল নয়নে পিতৃপানে সাগ্রহ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। ছোট বৌকে সম্বোধন করিয়া নরেশ বলিলেন, "বৎসে যামিনি! আমি মানস করিয়াছি, যেরূপে পারি, কর্জ্জ শোধ করিব; পুনরায় কর্জ্জ করিয়া দিল্লী ও কাশ্মীরের বাণিজ্য-উপযোগী দ্রব্যাদি খরিদ করিয়াছি। দুই চারি দিবসের মধ্যে দিল্লী যাইতে হইবে, সে স্থান হইতে কাশ্মীর যাইব। তুমি সর্ব্বদা সাবধানের সহিত চারুকে রক্ষা করিও। চারুকে তুমি যেরূপ ভালবাস, এ কথা তোমায় বলা বাহুল্য মাত্র।" চারুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা! তোমার কোন কষ্ট হইবে না। তোমার কাকা কাকী রহিলেন, ভাই দুটী রহিল, তোমার স্তনদাত্রী মতিও রহিল; তুমিও সকলকে যথেষ্ট ভালবাস; তোমার কোন ক্লেশ হইবে না। মুখ নম্র করিলে কেন মা? ভেবে দেখ দেখি, আমরা যদি পুরাতন তন্ত্রের হিন্দু হইতাম, তাহা হইলে আমার নিন্দার শেষ থাকিত না; কারণ তোমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়, তোমার বিবাহ আর না দেওয়া ভাল দেখায় না, কেন না ব্রাহ্মেরা এই রূপ বয়সেই কন্যার বিবাহ দেয়। সে দিন তোমার কাকা তোমার বিবাহের কথা

বলিলেন। মা! ধন না থাকিলে জীবন বৃথা। ধন অভাবেই তোমার বিবাহ দিতে পারিতেছি না। আরও দেখ, পরের ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকা কি ভাল? কি বল মা! আমার যাওয়া কি উচিত নয়?" চারু নীরবে রোদন করিতেছিলেন, বক্ষঃস্থল ঘনঘন কম্পিত হইতেছিল, দীর্ঘশ্বাস যেন অন্তঃকরণ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইতেছিল। তনয়ার রোদনে নরেশ সাতিশয় কাতর হইলেন। তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "চারু! তুমি ত মা নির্ব্বোধ নও; আমি না গেলে হয় ত আমাকে কয়েদ হইতে হইবে, অপমানের শেষ থাকিবে না। এ অবস্থায় ঋণ পরিশোধের জন্য বিদেশে না গিয়া কি করি? সর্ব্বদা পত্রাদি পাইবে। ঈশ্বর করেন ত ঋণ শোধ করিয়া তোমার জন্য কিছু রাখিয়া যাইতে পারিব।" যামিনীর চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতন হইতে লাগিল। নরেশ কোমল ভর্ৎসনে বলিলেন, "বৎসে! তুমিও কি বালিকা? তুমিও রোদন করিতে আরম্ভ করিলে?—স্থির হও।" পরে তনয়ার করধারণপূর্ব্বক নিকটে আনিয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "দেখ মা! যাইতেই হইবে। তবে কেন রোদন করিয়া আমার মনে পীড়া দাও? একে ত তোমায় না দেখিয়া থাকা আমার জীবনমৃত্যু, তাহার উপর আর ব্যথা দিও না।" চারুকমল অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে বলিলেন, "বাবা! আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া চলুন, নচেৎ এ জন্মে আর দেখা হইবে না!" যামিনী সস্নেহে বলিলেন, "ছি মা! ও সব কথা বলিতে নাই।" চারুকমলের কথাতে নরেশের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। কারণ, পূর্ব্বে পাটনায় যাইবার সময় ঐ একই কথা। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর মুখ হইতে ঐরূপ কথাই শুনিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আর দেখিতে পান নাই। নরেশ বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। সহসা বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইল। শীঘ্র বস্ত্রদ্বারা বদন আচ্ছাদন করিলেন। বহুক্ষণ তিন জনেই নীরব। নরেশের শোকোচ্ছ্বাস ক্রমে লঘু হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "চারু! কেন মা আমার মনে যাতনা দাও? অমন অমঙ্গলের কথা বলিতে নাই। যদি আমি রেলপথে যাইতাম, কাশ্মীরে যদি বাসস্থান নির্ণয় থাকিত, তাহা হইলে তোমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম; কিন্তু মা, দ্রব্যাদির সহিত তরণী করিয়া প্রথমে দিল্লী যাইতে হইবে, পরে সে স্থান হইতে কাশ্মীর যাইব। জলপথে ও অজানিত

স্থানে তোমায় সঙ্গে করিয়া কখনই যাইতে পারিব না; তুমি মা আমার জীবনসর্ব্বস্ব; তোমায় ছাড়িয়া আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেখানে কি অধিক দিন থাকিব? তুমি আমার স্নেহময়ী জননীস্বরূপিণী। সর্ব্বদা আমার সুস্থ সংবাদ পাইবে; কোন চিন্তা করিও না।" এই বলিয়া সস্নেহে শিরঘ্রাণ লইলেন। এই সময় মতি আসিয়া বলিল, "নিমাই বাবু আসিয়াছেন। বাগানে বসিয়া আছেন।" এই সংবাদ দিয়া মতি চলিয়া গেল। চারুর দিকে চাহিয়া নরেশ বলিলেন, "এসো মা! তোমার পিশে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি গে।" চারু নতাননে উঠিলেন। পিতাপুত্রীতে বরাবর উদ্যানে গমন করিলেন। নিমাই বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নিমাই কহিলেন, "তবে কি তোমার যাওয়াই ঠিক হইল?" নরেশ বলিলেন, "হাঁ, ঠিক হইল। নচেৎ অন্য উপায় ত নাই।" নিমাই বলিলেন, 'কবে যাওয়া হইবে?" নরেশ কহিলেন, "কল্য বৈকালে কলিকাতায় গিয়া থাকিব, পরশ্ব প্রাতঃকালে তরণীতে উঠিব।" চারু নীরবে শুনিতেছিলেন; পর দিবস পিতা বিদায় লইবেন, এ আশঙ্কা করেন নাই; এই সংবাদে হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। অতি জোরে শোকপ্রবাহ অন্তঃকরণ বিদলিত করিতে লাগিল। শেষে অধৈর্য্যভাবে ফুকারিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নরেশের স্নেহকাতর অন্তঃকরণ যেন মুচ্‌ড়িয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। তথাপি ঋণ অপেক্ষা আর পাপ নাই, এই কথা স্মরণে তাঁহার পবিত্র মনকে স্নেহ হইতে ধর্ম্মের দিকে বেশী টানিতে লাগিল। ধর্ম্মজ্ঞান ও স্নেহ উভয়ে মনোমধ্যে প্রবল সংগ্রাম করিতে লাগিল। অবশেষে সেই সংগ্রামে ধর্ম্মই বিজয়ী হইলেন। স্নেহ ক্ষমতাবিহীন, রণভূমিতে পতিত। চারুকমলের ক্রন্দনে নিমাই সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "ছি মা, ক্রন্দন করিও না। তোমার পিতা তোমায় অসুখী দেখিয়া গেলে সেখানে সুখী হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন না। বিবেচনা কর মা, ঋণের অধিক আর পাপ নাই। আর, তুমি ওঁর সবে মাত্র ভরসা, তা তুমি যে হীনাবস্থায় থাকিবে, ইহা কিছু উনি দেখিতে পারিবেন না। শান্ত হও। আমি সর্ব্বদা তোমার তত্ত্বাবধারণ করিব। উনি কিছু বেশী দিন বিদেশে থাকিবেন না।" চারুকে এই কথা বলিয়া নরেশের পানে চাহিয়া

বলিলেন, "সেথায় তোমার কত দিন বিলম্ব হইবে?" নরেশ বলিলেন, "প্রথমে এক বৎসর। তার পর যদি সুবিধা বোধ হয়, তবে ফিরিয়া আসিয়া আমার স্নেহময়ীকে লইয়া যাইব।" পিতার শেষ কথাতে চারুকমল অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই বাবু বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। পিতা পুত্রীও বাসভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। গমনোপযোগী সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া নরেশ বাবু কন্যার হস্তে পঞ্চাশটী টাকা দিয়া বলিলেন, "তোমার আবশ্যক মত খরচ করিও।" পরে হরিশকে ও যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমরা যত্ন করিয়া চাষ বাসের তত্ত্বাবধান করিও। ঈশ্বর করেন ত এ বৎসর উত্তম ফসল হইবে, তাহাতেই সংসার চালাইও। অন্যান্য খরচের জন্য এই টাকা কয়টী নাও।" এই বলিয়া যামিনীর হস্তে পঞ্চাশটী টাকা দিলেন।

সে দিন অতিবাহিত হইল। পর দিন আহারাদির পর নরেশ একখানি বোট ভাড়া করিয়া গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। সমস্ত দ্রব্যাদি তরণীজাত হইলে, চারুকমল সাশ্রুনয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। স্নেহময়ী কুমারীর মুখপানে চাহিতে নরেশের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সময় হইয়াছে, আর দেরি উচিত নয়, এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে কন্যার হাত দুটী ধারণ করিয়া বলিলেন, "মা! স্থির হইয়া আমায় বিদায় দাও। সময়-ক্রমে আবার এই মুখখানি দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিব।" সেই সময় তাঁহার মন যেন বলিল, আর না। দুই বিন্দু অশ্রু পতন হইল; ধীরে ধীরে কন্যার মস্তক চুম্বন করিলেন। চারুকমল বিনত হইয়া পিতৃপদধূলি লইয়া শিরে ধারণ করিলেন। নরেশ, চারুকমল ও বাটীর সকলে গঙ্গাতীরে গেলেন। নরেশ বোটে উঠিয়া সস্নেহে কন্যার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আহা! আবার কি ঐ গৌরবান্বিত উজ্জ্বলবর্ণ সুদীর্ঘ অবয়ব দেখিতে পাইব? ঐ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্নেহময় বিস্ফারিত চক্ষু আবার কি আমার পানে আকৃষ্ট হইতে দেখিব? ঐ স্বর্গীয় শ্রীতে আবার কি আমি মোহিত হইতে পাইব? এই সকল ভাবিবার জন্য বোট থামিল না। পবিত্রস্নেহের দৃষ্টির মধ্যে প্রবাহিণী আবরণ হইল। চারু যেন প্রস্তরময়ী।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—————:০:—————

নূতন ভাড়াটীয়া।

করেতে তোমার শোভিছে তপন,
মুখেতে সুন্দর তারকা রাজী,
উদিত পূর্ণিমা রজনীরঞ্জন,
একি অপরূপ দেখিনু আজি।

নরেশের বোট চারুর দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে চারুকমল কিয়ৎক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে শোকে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। বোধ করিতে লাগিলেন, অদ্য আমি একাকিনী! জনপূর্ণ ধরা যেন নির্ম্মনুষ্যা, নীরব! বহুদিন মাতৃহীনা; আজ কি পিতাতেও বঞ্চিতা হইলাম? ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ভূমিতে বসিলেন; নিজকরে নিজ মুখ গোপন করিয়া আন্তরিক বেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যামিনী এতক্ষণ পতির সহিত কথা কহিতেছিলেন, চারুর ক্রন্দনে ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ছি মা! কাঁদিতে নাই।"

হরিশ বলিলেন, "মা! কাদিলে অমঙ্গল হয়"। পিতৃবৎসলা বালা ব্যস্তভাবে নয়নমার্জ্জন করিলেন, ধীরভাবে বসিয়া উর্দ্ধ পানে চাহিয়া, একমনে অনাদি ঈশ্বরের নিকট পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে নির্ম্মলা চারুর প্রাণী মনে যেন পুনরায় দৃঢ়তার আবির্ভাব হইল। যামিনী বলিলেন, "এস মা! তোমার গোলাপদের বাটীতে যাই। তার বড় দিদি তার স্বামীর

সহিত আজ পাটনা হইতে আসিয়াছে।" চারু ধীরে ধীরে উঠিয়া কাকীমার পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন। চারুকমলের গমন যেন একটী বিশুষ্ক কমল সলিলে হিল্লোলে ভেসে ভেসে যাইতে লাগিল।

নরেশের বিদেশগমনের পর নিমাই প্রায় সর্ব্বদা আসিয়া চারুকমলের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। নরেশ কাশ্মীর হইতে যেমন চারুকমলকে ও হরিশ্চন্দ্রকে পত্র লিখিতেন, সেইরূপ নিমাইয়ের নিকটও পত্র প্রেরিত হইত। নিমাই যদিও নরেশের অপেক্ষা দুই বৎসরের অধিক বয়স্ক, তথাপি উভয়ে উত্তম বন্ধু ছিলেন; চারুর প্রত্যুত্তরপত্রে নিমাইয়ের যেরূপ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধারণ, তাহা জ্ঞাত হইয়া নরেশ নিমাইয়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলেন; চারুও নিমায়ের প্রতি আরও অকপট ভক্তি প্রকাশ করিতেন। পিতৃবৎসলা পিতৃবিচ্ছেদে সর্ব্বদা বিমর্ষ; কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নিজ প্রকোষ্ঠে তাঁহার ভালবাসা বাজনা পিয়ানো বাজাইতেন, প্রত্যেক প্রত্যেক স্বর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ভয়, ভালবাসাযুক্ত। মধুর সংগীত যখন পিয়ানো হইতে বাজিত, তখন বিমর্ষ চারু অপেক্ষাকৃত আনন্দে থাকিত। বাটীর সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইতেন; ঐ বাজনা এত নৈপুণ্যে বাজান, যে শুনিত সেই চারুর প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত থাকিত এমত নয়, পুনঃ পুন শুনিতে বাসনা করিত। প্রায় তিন বৎসরের অধিক নরেশ কাশ্মীরবাসী, বিস্তীর্ণ কারবারে প্রবৃত্ত, কর্ম্মের ব্যস্ততায় সতত ব্যস্ত, তথাচ প্রতি মাসে দুইবার বাটীতে পত্র পাঠান; তনয়ার সংবাদ পাইলে শ্রম দূর হইত, মন আনন্দে ভাসিত। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক বৎসরের পর দেশে আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবেন; কিন্তু বিশেষ ব্যস্ততাবশতঃ ইচ্ছা সফল হইল না; মনে করিলেন, কর্ম্মের অবকাশ পাইলে বর্ত্তমান বৎসরে চারু-কমলকে নিকটে আনয়ন করিব।

রজনী অবসান।
কুহরে কোকিল কুল, হরে মনঃ প্রাণ ॥
কমল, কমলোপরি, মধুকর মধুকরী,
গুন গুন রব করি করে মধু পান

নানা পক্ষী নানা স্বরে, কিবা কলধ্বনি করে,
বুঝি তারা প্রকৃতির গুণ করে গান ॥
মন্দ মন্দ সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
নীহার পড়েছে যেন হারের সমান।
বুঝিবা প্রকৃতি সতী, ভাবে ভোর হয়ে অতি
প্রেম অশ্রুপাত করে হয় অনুমান ॥
ভাবুক গায়কে রাগে, অপূর্ব্ব রাগিণী রাগে,
বিভু গুণ গায় কিবা ধরিয়ে সুতান।
মনোহর রূপ ধরি, আলোক বসন পরি,
জাগিল স্বভাব যেন হয়ে মূর্ত্তিমান ॥

গ্রীষ্মকালের প্রত্যূষে একখানি পুস্তক হস্তে উপরোক্ত প্রভাতী রাগ মৃদু রবে গাইতে গাইতে চারুকমল উদ্যানে বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিলেন। বহুক্ষণ নতমস্তক হইয়া ঈশ্বরের ভাবনা করিয়া পরে জাহ্নবীসলিলে মুখ হাত ধৌত করিয়া পুনরায় বেঞ্চে আসীন হইলেন। যামিনীকে উদ্যানের গেটের দিক হইতে আসিতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কাকিমা! ও দিকে কখন গিয়াছিলে গা?" যামিনী বলিলেন, "ছোট বাবু ডাকে চিটি দিতে গেলেন, মতি গেল তার দেওরের কাছে, ছেলেরা চায জমি তদারক করিতে গেল, তাই ফটকে খিল দিয়া আসিলাম। ভয় করে বাছা, যে এখানকার ছোঁড়াগুলো মাতাল, তুমি ত মা এখন নিতান্ত বালিকা নও, প্রায়ই ত উদ্যানে বসিয়া থাক; বিশেষ যখন ঈশ্বরস্মরণে থাক, তখন তোমার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, এই আমরা সকলে ওদিকে গেলুম, তুমি ত কিছুই জানিতে পারিলে না।" চারুকমল নতমুখে হাস্য করিলেন। যামিনী বেঞ্চে বসিয়া বলিলেন, "যখন তুমি একলা এখানে বসিবে, তখন কদাচ দরজা খোলা না থাকে, মা! তোমার লাবণ্যের এমনি আকর্ষণীশক্তি যে, আমরা নয়ন ফিরাতে পারি না, জ্ঞানবিহীন

ব্যক্তি যদি তোমায় দেখিতে পায়, তাহা হইলে বড় বিপদ। এই পঞ্চদশ বৎসরে তুমি যেন পূর্ণযৌবনা হইয়াছ; কিন্তু তাও বলি, আমাদের জাতিতে ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে সন্তান হইতেছে; তুমি আমার পবিত্র প্রসূন, এখনও যেন দশম বর্ষীকা বালিকা। চারুকমল সলজ্জিত হইয়া বদন বিনত করিলেন। এই সময় দরজায় আঘাত হইল। যামিনী প্রশ্ন করিলেন, "কে গা?" নিমাই প্রত্যুত্তর দেওয়াতে যামিনী উঠিয়া গিয়া ফটক মুক্ত করিয়া দিলেন। নিমাই প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "গেট বন্ধ কেন?" যামিনী বলিলেন, "সকলে বাহিরে গেছে, সেই জন্য।" নিমাই অন্য বেঞ্চে বসিলেন যামিনী চারুকমলের পার্শ্বে বসিলেন। চারুকমল নিমাইকে সম্বোধিয়া কহিলেন, "পিসে মশাই! প্রায় দশদিন আসেন নাই কেন গা?" নিমাই বলিলেন, "ভূপেন্দ্রকুমার রায়বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতব্যপত্নী পীড়িত, তাঁহার জন্য নানা রকম খাদ্যাদি খরিদ করিয়া পাঠাইও, তাই কলিকাতায় গিয়া কিনিতে ও চন্দননগরে পাঠাইতে, ব্যস্ততার জন্য আসিতে পারি নাই মা।" যামিনী বলিলেন, "রায় বাহাদুর সেখানে কত দিন থাকিবেন? অনেক দিন গিয়াছেন কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুর পরই।" নিমাই বলিলেন, "সে কারণ অনেক। কর্ত্তা মৃত্যুর পূর্ব্বে এত দেনা করিয়া যান যে, প্রায় জমিদারির অর্দ্ধেক আর ব্যাজ দিতে যায়, সেই হেতু ভূপেন্দ্র বাবুর কাকী বলেন, "আমি অপুত্রা বিধবা, আমার যা কিছু আছে, তোমায় তা দিব। আমি যে কয় দিন জীবিত থাকি, আমার কাছে থাক, আর তোমার আয়, ব্যাজ দিয়ে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, কর্জ্জ শোধ হইতে থাকুক; বাটীতে বাস করিলে নানা ব্যয়, বৃহৎ বাটী মেরামত করিতেই সর্ব্বদা বহুল ব্যয়, বিশেষতঃ আমি চিররোগী, কবে আছি কবে নাই, অস্থাবর সম্পত্তিগুলো পাছে হস্তান্তর হয়"। চারুকমল বলিলেন, "বিধবার পিতৃকুলে কেহ নাই কি?" নিমাই বলিলেন, "না, তাঁহার পিতার বিষয়ের তিনিই উত্তরাধিকারিণী।" যামিনী বলিলেন, "উনি ত শ্বশুর জীবিত থাকিতে বিধবা, তা উনি কিসে বিষয় পাইলেন?" নিমাই বলিলেন, "বিধবা বধূমাতা অতি লক্ষ্মী, তাই জন্য বৃদ্ধ কর্ত্তা মৃত্যুকালীন বধূকে বিশ লক্ষ টাকা

দিয়া যান। বধূমাতার পিত্রালয় চন্দননগর; পিতা জীবিত ছিলেন, বৃদ্ধ পিতা, সেই জন্য শ্বশুরের মৃত্যুর পরই পিত্রালয়ে গিয়া বাস করেন। ভূপেন্দ্র বাবুকে ও তাঁহার ভগ্নীকে তিনিই শিশুকালে লালনপালন করেন। এক্ষণে উভয় ভাই-ভগিনী পিতৃমাতৃহীন, এই জন্য তাঁহার নিকটে আছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সেখান হইতে এইখানে আসিয়া বাস করিবেন।” চারু-কমল বলিলেন, “শুনিয়াছি ভূপেন্দ্র বাহাদুর তরুণাবস্থাতেই অতি ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান; বদ্ধিষ্ট জমিদার দেশে থাকিলেই সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হয়।” নিমাই বলিলেন, “তাহা আর বলিতে, তাঁহার অতি মহৎ স্বভাব; তিনি অতি বদান্য।” এই রূপ কথা হইতেছে, কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই বলিলেন, “দেখ, আমার একটী আত্মীয় ব্যক্তি কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন, তিনি পীড়িত হইয়া-ছিলেন, এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, এ জন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে কিছু দিন হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু নিকটবর্ত্তী স্থান হয়, এ জন্য তিনি শ্রীরামপুরে আসিতে ইচ্ছা করেন; আমি তাঁহাকে এখনও পত্রের প্রত্যুত্তর দিই নাই, কারণ সন্ধানে কোন ভাড়াটীয়া বাটী নাই; তিনি আমার মনিব, বাটীতে থাকিতে পারিতেন; কিন্তু ভাড়া বেগর থাকি-বেন না, সে জন্য তাঁহার থাকিবার জন্য স্থান অভাব হইয়াছে।” এই কথা বলাতে কিয়ৎক্ষণ পরে যামিনী বলিলেন, “আমাদের বাটীতে যদি তাঁহার থাকা পছন্দ হয়, তবে থাকিতে পারেন।” এই কথাতে নির্ম্মল চারুকমলের বদন ঈষৎ আরক্তিম হইল, তমসাচ্ছন্ন মুখে বলিলেন, “আমাদের বাটীতে কখনও ভাড়াটে রাখা হয় নাই যে আজ দেওয়া হবে; তোমার ভারি বিশ্রীতর কথা।” যামিনী ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন, “দেখ চারু, আমি কিছু মন্দ বলি নাই; বড় বাবু এখানে নাই, তাঁহার দুইটা ঘর অমনি পড়িয়া থাকে, না হয় তাহাতে তিনি এসে রহিলেন, ইহাতে ক্ষতি কি বল?” চারুকমলের কমনীয় আনন আরক্ত বর্ণ হইল, কর্কশভাবে বলিলেন, “কাকিমা, আমার পিতা নাই বলিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা সেইরূপ ব্যবহার করিবে; তাঁহার শয়নকক্ষে অপর লোক বাস করিবে, এ সকল অসঙ্গত কথা অসহ্য হয়;” যামিনী বিরক্তস্বরে বলিলেন, “আচ্ছা চারু, কি মন্দ কাজ আমা হইতে তোমাদের

হয়? তোমার পিতার বিদেশগমনাবধি আমি তোমাদের চাষ বাসে কি হইবে না হইবে বলে কয়ে দেওয়াতে তোমাদের কি খারাপ হইয়াছে, না ভাল হইয়াছে? এ দুই তিন বৎসর খাওয়া পরা হইয়া ঐ আয়েতে ই বাটী উদ্যান মেরামত হইয়াছে;” (বাক্যগুলি পিতৃবৎসলা তনয়ার অসহ্য হইল, ক্রোধে নীরব হইয়া রহিলেন, যামিনী পুনশ্চ বলিলেন) “তোমার পিতা বেশির ভাগ প্রতি বৎসরেই কর্জ্জ করিয়া সংসার চালাইয়াছেন, হাঁ কিনা?” চারু সক্রোধে বলিলেন, “হাঁ, সময়ে সকল হইবে; তিনি চিরকাল এই সংসার নির্ব্বাহ করিয়াছেন দুর্দ্দৈব বশতঃ অজন্মা হইয়া তাঁহার দেনা হইয়াছিল; সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা. কাহার চাষে ফসল হয়, কাহারও হয় না, তা তাঁহাকে কখন ভাল বলা ওদিকে থাক্, বলা হইতেছে যেন তিনি অবিবেচক লোক; আমি অপর লোককে আমাদের বাটীতে থাকিতে দিব না। জানি না সে ব্যক্তির কিরূপ চরিত্র, আমার পিতা এখানে নাই বলিয়া যে সে লোক আমাদের সহিত বাস করিবে! কাকিমা, পিতা এখানে নাই বলিয়া তুমি কি আমায় ভাল বাস না? হায় পিতা”—এই বলিয়া আর কোন স্বর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না, সজলনয়নে নতমুখী হইলেন। যামিনী মনোমধ্যে ভীত হইয়া সস্নেহে বলিলেন, “মা, আমার উপর ক্রোধ করিতেছ, তিনি যদি ভদ্র লোক হন, তা হলে বাটীতে থাকিতে আমার মতে হানি নাই।” যামিনী অতিশয় অর্থপ্রয়াসী, চারুর প্রতি স্নেহ সত্ত্বেও, বাটীতে অন্য ব্যক্তি থাকায় চারুর অনিষ্ট হইতে পারে এ বিবেচনা সত্ত্বেও, লোভ প্রবল হইয়া বাটীতে অন্য লোক রাখিতে যামিনীকে উৎসুক-চিত্ত করিল। যামিনী ইহা বাহ্যিক প্রকাশ করিতে অক্ষম; কারণ যদি চারুকমল পিতার সমীপে পত্র প্রেরণ করে যে তাহার কাকী তাহার অমতে বাটীতে ভাড়াটে রাখিয়াছে; এজন্য মৌখিক চারুকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টায় ‘ভদ্র লোক’ এ কথা উল্লেখ করিল। এই সকল কথোপকথনের পর নিমাই গম্ভীরভাবে চারুকমলকে সম্বোধিয়া বলিল “হাঁ মা চারু, আমি কি তোমায় স্নেহ করি না? কিন্তু, মা, তুমি আমায় যেন অতি অর্বাচীন মনে করিতেছ।” চারুকমল নম্রস্বরে বলিলেন, “পিশে মশাই, আপনি অন্যায় উক্তি করিতেছেন, আমি ত আপ-

ন্যায় কোন কথা বলিতেছি না; কোন ব্যক্তিকে আমাদের বাটীতে রাখা আমার অনিচ্ছা।" নিমাই বলিলেন. "চারু আজও এত অজ্ঞান হই নাই, যে. যে সে ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা করি; আমি যাঁর কথা বলিতেছি তিনি তরুণবয়স্ক হইলেও অতি বুদ্ধিমান; তিনি কলিকাতার একজন জানিত উকিল. তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করি। কিসে তিনি নীরোগ হয়েন এই জন্য বিশেষ চেষ্টা; অন্য কোথাও বাড়ী পাইলাম না, তাই ইচ্ছা যদি তোমাদের বাটীতে রাখ, তাহা হইলে তাঁহাকে আসিতে লিখি।" যামিনী বলিলেন "আমার মত তিনি ভদ্র লোক, তাঁর থাকায় অমত হইতে পারে না; তবে চারু কি বলে বলুক, এখনকার বালিকারা আমাদের অপেক্ষাঅধিক বিজ্ঞ;" নিমাই বলিলেন, "কি বল গো জননি, রাখা মত কি?" এই সকল বচনে সরলা কুমারী মনে মনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াও অগত্যা মাতা নাড়িয়া মত দিলেন; সে সুন্দর মাতা নড়িলে বোধ হইল যেন কতকগুলি থোকড়া রেষম নড়িল; চারু-কমলের সুন্দর ঝাঁপ্‌টা চক্‌চকে রেষমের ন্যায় শোভা পাইত, মাথা নড়িলে শোভা দ্বিগুণিত হইত। নিমাই বলিলেন,"কথায় কথায় ক্রমে বেলা হইল, অদ্য বিদায় হই।" নিমাই প্রস্থান করিলে মতি উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং সকলে অন্দর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

নিমাইয়ের সাক্ষাতের পর প্রায় সপ্তাহ অতীত হইলে এক দিবস প্রাতঃকালে চারুকমল নিজ শয়নকক্ষে বাতায়নে বসিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, সরল আনন বিষাদে আচ্ছন্ন; তাঁহার কাকীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে আজ নূতন ভাড়াটীয়া আসিবে, চারুকমলের চারু মনে বোধ হইতেছিল যেন ইহা কোন অমঙ্গলের কারণ; তিনি একবার মনে করিয়াছিলেন পিতাকে লিখিয়া ভাড়াটীয়া রাখা বন্ধ করিবেন, কিন্তু স্নেহময়ী আবার ভাবিলেন পাছে নিমাইয়ের মনে কষ্ট হয় ও খুল্লতাতপত্নীর মনঃপীড়া হয়, ইত্যাদি কারণে নিজ অমত সত্বেও কোমলা বালিকা নীরব ছিলেন। এই সময়ে রাজপথের মোড়ে এক খানি গাড়ি থামিল; এবং চারুকমলের খুল্লতাতপুত্রদ্বয় সেই স্থানে গিয়া শকটাভ্যন্তরের ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিলে, ঐ ব্যক্তি গাড়ি হইতে নামিল; তাহার

পরিচারক কোচ্ বাক্স হইতে নামিয়া দুই জন মুটীয়া সংগ্রহ করত তাহাদের মস্তকে বাসন বিছানা, ও একটা বড় তোরঙ্গ দিয়া আপনি একটা বাক্স ও একটা ব্যাগ হস্তে লইল এবং সকলে নরেশের বাটী অভি-মুখে আসিতে লাগিল। গাড়ির ভদ্র লোক যে নরেশ ঘোষের বাটীর নূতন ভাড়াটীয়া, চারুকমল তাহা উত্তম বুঝিতে পারিলেন; তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়া সরলা বালিকা বোধ করিলেন যে ঐ ব্যক্তি ধনী, এবং তাঁহার অবয়ব নিশ্চলচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাজা চাঁপা পুষ্পের ন্যায় বর্ণ, ঈষৎ দীর্ঘ বপু, প্রত্যেক পদসঞ্চালন মনোহর; তরুণ ভদ্র লোকের মস্তকে সিঁতে কাটা, অতি পরিষ্কৃতরূপে আঁচড়ান, গাত্রে মস্‌লিনের কামিজ, তাহাতে ঘড়ির চেন বিলম্বিত, হস্তে হীরক অঙ্গুরীয়, পায়ে হাপ্ মোজা উত্তম ইংবাজি জুতা, উড়ানি পাকান স্কন্ধে ফেলা, দক্ষিণ হস্তে এক গাছি বেতের ছড়ি; মনোরম আকৃতি যত অগ্রসর হইতে লাগিল, অচতুরা বালার নয়ন ততই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। মেষযের ন্যায় কুঞ্চিত কেশ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, বিস্ফারিত নয়ন, ও তাহাতে তীব্র জ্যোতিঃ, এই সকল তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছিল। দৃষ্টিতে যেন মোহিনী শক্তি, সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, উন্নত নাসার নিম্নের কুঞ্চিত গোঁফগুলি দেখিতে সুন্দর, ওষ্ঠাধর পাতলা ও দৃঢ় চাপিত, মুখ গম্ভীর; তরুণের আকৃতি সর্ব্বতোভাবে সুন্দর ছিল, কিন্তু চারুকমল শতগুণ মনোহর দেখিল। তিনি যে সময়ে গবাক্ষে উপবেশন করিতে গিয়াছিলেন তখন তাহার বদন বিষাদে আচ্ছন্ন ছিল। কয়েক ঘণ্টায় কত বদল! তিনি বোধ করিতে লাগিলেন মনে কত ভরসা, কত প্রফুল্লতা; সহসা মন যেন আনন্দিত, এবং যেন বালিকাবস্থা হইতে তরুণাবস্থায় পদার্পণ হইল; কিন্তু মনের ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ম্মল চারুকমল নিজে বুঝিতে অক্ষম হইলেন।

নূতন ভাড়াটীয়া প্রভৃতি সকলে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অনেকক্ষণ পরে চারুকমল বাতায়ন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে অন্দরের দিকে গেলেন; দেখিলেন নূতন ভাড়াটীয়া, হরিষ ও নিমাই, আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন, পরিচারক মুটীয়ার সহিত নরেশের

শয়নকক্ষে দ্রব্যাদি উত্তোলন করিতেছে। চারুকমলের দর্শনের পরে নিমাই যামিনীর সন্নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, যামিনী রন্ধন করিতেছিলেন, মতি উদ্‌যোগ করিয়া দিতেছিল; নিমাই বলিলেন, "পালিত বাবু বাটীভাড়া হিসাবে আপনাদিগকে ২০৲ টাকা প্রতিমাসে দিবেন এবং যদি তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক উঁহাদিগকে সকালে বৈকালে খাবার প্রস্তুত করিয়া দেও, তা হইলে কথাই নাই, নচেৎ একটী রাঁধুনী খুঁজিতে হইবে," লোভী যামিনী সহাস্যে বলিল, "দেখ, বাটীতে থাকিলেই আপনার লোকের মত বোধ হয়, কেন আর লোকের জন্য খুঁজিবে? আমিই ঠিক করিয়া দিব, সেই আমাদের নিজের জন্য ত করি, না হয় উঁহাদিগেরও করিয়া দিলাম, তাহাতে দোষ বিবেচনা করিনা।" নিমাই বলিলেন, "দেখ, জিনিষ পত্র উঁহারা কিনে দিলে ভাল দেখাবেনা, তোমাকে মোট টাকা ধরিয়া দিবেন, পালিত বাবুকে এবং ঐ চাকরটীকে আহার প্রস্তুত করিয়া দিবে। পালিত বাবু বৈকালে লুচি খান, খাওয়ার হিসাবে প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা দিবেন, সর্ব্বশুদ্ধ মাসে ৫০ পঞ্চাশ টাকা পাবে।" লোভী যামিনী সন্তুষ্ট হইয়া স্বীকার করিল।

পরে নিমাই পালিত বাবুর নিকটে আসিয়া নূতন বাসস্থানে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। পালিত বাবু কক্ষে রহিলেন, নিমাই বিদায় লইয়া নিজ বাটী প্রস্থান করিলেন। পরিচারক দ্রব্যাদি কক্ষের যথাস্থানে রাখিতে লাগিল, পালিত বাবু কক্ষে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রকোষ্ঠ দুইটী ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার নিজের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য ছাড়া সেই বাটীর কতকগুলি গৃহসজ্জা রহিয়াছে, সুন্দর একখানি ছোট কৌচ খাট, একখানি ইজি চেয়ার, একটী টিপাই, তাহার পাশে দুইখানি কেদারা, ও কক্ষের উত্তর ধারে একটী আল্‌না। পালিত বাবু অন্য কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন সে কক্ষেও একটী আল্‌মারী আছে ও দুই খানি বেঞ্চ পাতা আছে। তিনি ঘরগুলি দেখিয়া বাটী পর্য্যবেক্ষণ করিতে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন তাঁহার কোঠা দুইটী দক্ষিণ ধারে। পশ্চিম ধারে

বোধ হইল তিনটী প্রকোষ্ঠ ; প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, পশ্চিম দক্ষিণ দুইধারেই রেলিং বারাণ্ডা ; দক্ষিণপূর্ব্বে নিম্নে অবরোহণের সোপান, উত্তরপূর্ব্বে প্রাচীর বেষ্টিত ছাদ। নূতন ভাড়াটীয়া বাবু নিম্নে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অধিকৃত কক্ষের নিম্নে একটী বৈঠকখানা, একটী তোষাখানা ও উদ্যানে যাতায়াতের সদর দরজা। পালিত বাবু পুনরায় নিজ কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পরিচারক বিছানার গাঁঠরি খুলিয়া পালঙ্কে সজ্জা সন্নিবেশিত করিল, তোরঙ্গ উদ্ঘাটন করিয়া কতকগুলি বস্ত্র আলনায় রাখিল, বাক্সটী টিপয়ের উপর রাখিল, ব্যাগ উন্মোচন করিয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে অনেকগুলি পুস্তক বহিষ্কৃত করত টিপায়ের উপর স্থাপিত করিল, তোরঙ্গ ও ব্যাগ পার্শ্বস্থ কক্ষের বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিল, পরে বাসন গুলি লইয়া যামিনীর নিকট দিয়া আসিল ; আবার কক্ষ পরিষ্কৃত করিয়া পরিচারক বিনীত ভাবে স্বীয় মনিবকে কহিল, "স্নান করিবেন কি?" পালিত বাবু বলিলেন "হাঁ, গঙ্গায় স্নান করিব, তুমি সব নিয়া চল।" পরিচারক সমস্তই লইয়া গঙ্গার ঘাটে গেল। সে চলিয়া গেলে পালিত বাবু স্নানে বাহির হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরিচিত।

আশায় হতাশ না করি আমায়,
কৃপা করি যদি করগো দান।
প্রার্থনা আমার প্রকাশি তোমায়,
প্রকাশি আমার হৃদয় প্রাণ।

ললিতবাবু স্নান করিলেন; বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভৃত্যকে জলখাবার আনিতে বাজারে পাঠাইয়া স্বয়ং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরিচারক অম্র ও রসগোল্লা প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনিয়া যামিনীর নিকট দিল। যামিনী হৃষ্টমনে দ্রব্যগুলি তুলিয়া রাখিল, এবং এক খানি রেকাবে চারিটী রসগোল্লা ও দুইটী বড় বড় অম্র কাটিয়া সাজাইয়া পরিচারকের হস্তে দিল। ভুবন সেইগুলি ও এক গেলাস জল লইয়া দ্বিতলের উপর ললিতবাবুর নিকট গেল; তিনি আহার করিয়া ভুবনকে বলিলেন "তুমি এগুলো খাওগে।" ভুবন সেখান হইতে অন্যস্থানে আসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট দুইটী রসগোল্লা আহার করিয়া বাসন দুইটী পরিষ্কার করিয়া যামিনীর সন্নিধানে দিল। ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল হইল; যামিনী নূতনভাড়াটীয়ার কক্ষে খাবার লইয়া আসিলেন, ভুবন ভোজনের স্থান করিয়া দিলে যামিনী খাবার রাখিয়া ভুবনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ গা ভুবন, বাবুর আহার হইলে ঐ পূর্ব্বদিকের ছাদে আচমন করিতে জল

দিও।" ভুবন মান্য করিয়া মাথা নাড়িল। যামিনী প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকালবিলম্বে একটী তাম্বুলাধার করিয়া কতকগুলি তাম্বুল লইয়া আসিল, ও যে পর্য্যন্ত না পালিত বাবুর আহার হইল সে পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আর কিছু আবশ্যক আছে কি না জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; পালিত বাবুর ভোজন শেষ হইলে যামিনী তাম্বুলাধার টিপায়ের উপর রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভুবন ঝারি করিয়া এক ঝারি জল উল্লিখিত ছাদে লইয়া দণ্ডায়মান রহিল; পালিত বাবু সেই স্থানে মুখ হাত প্রক্ষালন করিলেন। ঘরে আসিয় একখানি কেদারায় উপবেশন করিলেন। ভুবন একটী রূপার গুড়গুড়ি তোরঙ্গ হইতে বহির্গত করিল ও তাহাতে তামাক সাজিয়া বাবুর হাতে দিয়া উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কৃত করত বাসনগুলি লইয়া নীচে গেল। পালিত বাবু তাম্বুল ভক্ষণ করিতে করিতে তাম্রকুট পান করিতে লাগিলেন; এবং ক্ষণকাল পরে একখানি পুস্তক হস্তে বিশ্রামার্থ পর্য্যাঙ্কে শয়ন করিলেন। সায়ংকালে পরিচারক সেজে একটী বাতি, লাগাইয়া টীপায়ের উপর রাখিয়া দিল, পালিতবাবু উদ্যানে বেড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ গঙ্গার কুলে বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন; পরে নিজ কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। যামিনী দিবসের ন্যায় বাবুকে খাবার আনিয়া দিলেন; বাবু ভক্ষণানন্তর পান ও তামাক খাইয়া সে দিবসের রেলওয়ে আসার শ্রম বশতঃ ক্লান্ত হওয়ায় রাত্র ৮ ঘটীকার পূর্ব্বেই শয়ন করিলেন। চারুকমল প্রত্যহই নিজ কক্ষে পিয়ানো বাজাইতেন, অদ্য তাঁহার বাজান হইল না, মনে ক্লেশ হইতে ছিল যে অপর ব্যক্তি তাঁহার পিতার শয়নকক্ষে শয়ন করিল। তিনিও আহারাদি করিয়া অতি বিমর্ষ ভাবে শয়নার্থ নিজের প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন।

পর দিন প্রত্যূষে চারু স্নান করিতে জাহ্নবীসলিলে নামিয়াছেন, মতি সেই ঘাটে বসিয়া বাসন পরিষ্কার করিতেছে, যামিনী স্নান করিয়া আপন বস্ত্র পরিধান করিল, আর্দ্র বস্ত্রখানি উদ্যানের বৃক্ষ শাখায় টাঙ্গাইয়া দিয়া চারুকমলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "অধিকক্ষণ জলে থেকনা মা, অসুখ করিবে; আমি কুটনো কুটি গে।" যামিনী প্রস্থান করিলে পর, মতি

চারুকমলকে বলিল "দিদিমণি. শীঘ্র নাও, কাকিমা আমাকে আবার বাটনা বাটিয়া দিতে বলিয়াছেন।" এই সময়ে পালিতবাবু উদ্যানে ভ্রমণ করিতে আসিলেন; চারু ব্যস্ত হইয়া সাবধানপূর্ব্বক গামোছাতে গাত্র আবৃত করিয়া জল হইতে উঠিলেন, এবং ধীরে ধীরে অন্দরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পালিতবাবু ইহার পূর্ব্বে চারুকমলকে দেখেন নাই; কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন একটী পূর্ণযৌবনা সুন্দরী সলজ্জিতভাবে অন্দরে প্রবিষ্ট হইল। বাবু বেঞ্চে বসিয়া মতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ তরুণী হরিশবাবুর কে?" মতি বলিল, "উনি ছোট বাবুর ভাইঝি।" পালিতবাবু সেই স্থানে বসিয়া চুরট টানিতে লাগিলেন; মতিও স্নান করিয়া পরিষ্কৃত বাসনগুলি লইয়া অন্দরে গেল।

চারুকমল অন্দরে আসিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং যামিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "দেখ, কাকিমা, স্নান করিতেছি এমন সময় পালিত বাবু বাগানে গেলেন, আমার এমনি লজ্জাবোধ করিতে লাগিল;" কথা শেষ হইতে না হইতেই যামিনী বলিলেন, "তুমি স্বভাবতঃ বেশী লাজুক, নচেৎ ব্রাহ্মেরা এত লজ্জাবোধ করে না।" চারুকমল ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, এবং কহিলেন, "না, সে জন্য লজ্জা নয়, স্নান করিতেছিলাম কিনা সেই জন্য বলিতেছি।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মতি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মামাবাবু আসিয়াছেন;" চারু হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায়?" "কাকাবাবুর সহিত বাগানে কথা কহিতেছেন" এই কথা বলিয়া মতি চলিয়া গেল, এবং মামাবাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। চারুকমল ভক্তিভাবে প্রণাম করিল; মামাবাবু সস্নেহে চারুর শিরঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "মা চারু, পরের চাকুরী করি, এজন্য সর্ব্বদা এদিকে আসিতে পারিনা; তুমি অনেক দিন আমাদের ওখানে যাও নাই, তোমার মামী ও ভগিনীরা তোমাকে দেখিবার জন্য বড় উৎসুক; আমি মনিবের বিশেষ কর্ম্মের অনুরোধে এখানে আসিয়াছি, আবার দিন দশেক বাদে আসিতে হইবে; এই কয় দিন হুগলিতে গিয়া থাকিবে, মা?" চারু বালিকাস্বভাবসুলভ ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "মামাবাবু, আমি যাব;"

পরে তাহার কাকিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে মামাবাবুর সহিত যাইতে দিবে কি?" যামিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "ইচ্ছা হইয়াছে, তা কিছু দিন থাকিয়া আইস, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকিলে বাড়ী অন্ধকার দেখায়, তাই মা তোমায় কোথাও পাঠাইতে ভালবাসি না;" পরে চারুর মাতুলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "দাদা, বাটীর সকলে ভাল আছেন?" "হাঁ, সকলে ভাল আছে," বলিয়া তিনি গাড়ী আনিতে গেলেন। গাড়ী আসিলে পর, চারুকমল নিজের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি ও মাতুলের শিশু কুমারের যৌতুকস্বরূপ গুটিকতক টাকা লইয়া, মামাবাবুর সহিত গাড়ীতে উঠিলেন।

মাতুলালয়ে দশদিন অতিবাহিত করিয়া, চারুকমল মামাবাবুর সহিত শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মামাবাবু নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। দিবাভাগ প্রায় পথশ্রম দূর করিতে কাটিয়া গেল; সন্ধ্যার পর চারুকমল আহারাদি সমাপন করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, ও তাঁহার পরিচিত পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন। পালিতবাবু আহারের পর নিজ কক্ষে পালঙ্কের উপর শুইয়াছিলেন, আইনের পুস্তক পড়িতেছিলেন; পিয়ানো বাজনা শুনিতে পাইয়া তিনি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন, ঐ কাণের কাছে বাজনার জ্বালায় আজ পড়া শুনা কিছুই হইবে না দেখিতেছি। ক্রমে পিয়ানোর স্বললিত স্বর কখন ভক্তিতে মন আর্দ্র করিতে লাগিল, কখন ঈশ্বরমহিমায় দেহ রোমাঞ্চিত করিতে লাগিল, কখন বা ভালবাসার বিশুদ্ধভাব প্রাণ পুলকিত করিতে লাগিল। পালিতবাবুর অন্তঃকরণ মধুর সংগীতে আকৃষ্ট হইল; তাঁহার পড়া হইল না। বাজনা শেষ হইল, পালিত বাবু ভাবিলেন এরূপ সুমধুর স্বর ত কখনও কর্ণগোচর হয় নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিদ্রা আসিল।

পরদিবস পালিতবাবু যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রজনীতে আমার ঘরের পার্শ্বে কে পিয়ানো বাজাইয়াছিলেন?" যামিনী বলিল, "আমার ভাসুরঝি; কেন, তাহাতে কি আপনার কোন কষ্ট হইয়াছে?" পালিত বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না, না, কে বাজাইতেছিলেন জানিতে

ইচ্ছা মাত্র"। পালিত বাবু আর কিছু বলিলেন না, যামিনীও নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল।

আহারাদির পর চারুকমল প্রিয়সখী গোলাপের বাটীতে গিয়াছিলেন; অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে একটী ভীষণ মহিষ তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছিল। সাহায্যলাভার্থে চারুকমল সত্রাসনয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে পালিতবাবু নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। চারুকে ত্রাসযুক্ত ও মহিষকে সতেজে আসিতে দেখিয়া, পালিতবাবু কোমলসম্ভাষণে বলিলেন "আপনি ভীত হইবেন না"। পরে মহিষের দিকে অগ্রসর হইয়া করস্থিত যষ্টি সঞ্চালন করিলেন। দুরন্ত পশু সহসা তাড়নে চমকিত হইয়া বেগে অন্যদিকে প্রস্থান করিল। সরলা বালা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে পালিতবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল। পালিতবাবু ইহার পূর্ব্বে চারুকমলকে স্থিরভাবে সম্মুখে দেখেন নাই, তিনি সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পবিত্র দৃষ্টি ও নিরুপম সৌন্দর্য্য মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কি সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ! অতি স্থূলও নয়, অতি কৃশও নয়; অতি দীর্ঘও নয়, অতি খর্ব্বও নয়; লাবণ্য পরিপূর্ণ; সুচারু চরণযুগলে একটী মাত্রও শিরা লক্ষিত হয়না; কটিদেশ ক্ষীণতর, করপল্লব রক্তবর্ণ ও সুললিত; সুকোমল ওষ্ঠাধরের বর্ণ গোলাপের ন্যায় মনোহর ও মধ্যরেখায় বিভক্ত; গণ্ডদ্বয়ে গোলাপী আভা বিকশিত হইতেছে; নাসিকা তিল কুসুম সদৃশ; ভ্রূলতা স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও ধনুকের আকৃতি; বিশাল চঞ্চল নয়নযুগল আকর্ণ শোভমান, তাহাতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ তারাদুটী ভাসমান রহিয়াছে; অপ্রশস্ত ললাটের উভয় পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অলকাবলী কুঞ্চিতভাবে রহিয়াছে, কতকগুলি চূর্ণকুন্তল মৃদুসমীরণে দোলায়মান; বদন যেন নির্ম্মল আকাশের সুধাকর, যেন তাহাতে ব্রীড়াযুক্ত সুন্দর হাস্য লুকান রহিয়াছে। যে আকৃতি দেখিলে মনুষ্য মাত্রেই মুগ্ধ হয় সে ছবি সম্মুখে দেখিয়া পালিতবাবুর ন্যায় যুবা যে বিস্ময়স্তব্ধ হইবেন তাহা বিচিত্র নয়। চারুকমলের অঞ্চলের প্রান্তভাগ পবনসঞ্চালিত হইতেছে, পালিতবাবু মনে করিলেন যেন একটী পরী পক্ষ সঞ্চালন করিতেছে।

চারুকমল পালিতবাবুর প্রণয়-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে ঈষৎ লজ্জিতা; মুখ হেঁট করিয়া, নম্রভাবে বলিলেন, "বাবু, অদ্য আপনি এখানে না আসিয়া পড়িলে আমার প্রাণ সংশয় হইত; আমি কখন এরূপ ভয়ানক বিপদে পড়ি নাই। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া যে মহৎ উপকার করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করিতে আমি কখনই সমর্থা হইব না।" চারুকমলের কোকিল-কণ্ঠ-নিঃসৃত কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পালিতবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন, যেন মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন; পরে বলিলেন, "আপনি উপকারের অধিক বিনয় করিতেছেন; মহিষকে আমি না তাড়াইলেও, আপনার বিশেষ আশঙ্কার সম্ভাবনা ছিল না; কেন না ঐ দেখুন যাহার পশু সে উহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছে। তা যাই হউক না কেন, আমি আপনার সহিত পরিচিত হইয়া সাতিশয় প্রীত ও কৃতার্থ হইলাম; আমি আপনাদের বাটীতে বাস করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আপনার সহিত বাক্যালাপের সুখ অনুভব করি নাই"। চারুকমলের মুখে ব্রীড়ার চিহ্ন দেখা দিল; প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহাশয়, আমার পরমসৌভাগ্য যে আপনার সহিত পরিচয় হইল; আপনি এখানে আমার পরদিবসই আমি মাতুলালয়ে গিয়াছিলাম, সেই কারণেই ইহার পূর্ব্বে আপনার সহিত পরিচয় হয় নাই।" সহাস্যে পালিত বাবু বলিলেন, "আমাকে আপনার পরিচিত বন্ধু বলিয়া গণ্য করিলে আমি যার পর নাই সুখী হইব।" অধিকতর লজ্জিত ভাবে চারুকমল বলিলেন, "আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে, অতএব আপনাকে বন্ধু বলিয়া স্মরণ রাখা আমার কর্ত্তব্য মাত্র"। এই কথার পর উভয়ে বাটীর দিকে গমন করিলেন; পালিত বাবু নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, চারুকমল যামিনীর নিকট গেলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে প্রাত্যহিক উপাসনা করিবার জন্য চারুকমল জাহ্নবী-তটস্থিত বৃক্ষতলে আসিলেন, এবং বেঞ্চের উপর বসিয়া ঐশিক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। উপাসনা শেষ হইল; দেখিলেন পালিত বাবু সেই দিকে আসিতেছেন। পল্লীর পারিজাত—কাননের কমল—লজ্জাশীলা কুমারী উপাসনা-পুস্তকে নয়ন নিবিষ্ট করিলেন। পালিত বাবু নিকটস্থিত

বেশে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব; পরে পালিতবাবু বলিলেন, "আশ্রিতকে আশ্রয় দেওয়া মহতের স্বভাব, আপনি কি বলেন?" চারুকমল এখনও পুস্তকের দিকে চাহিয়া আছেন; কিন্তু, আমরা পাঠক পাঠিকাকে নিশ্চয় বলিতে পারি, যে পালিত বাবুর প্রত্যেক কথা চারুকমল আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন এবং আরও শুনিতে উৎসুক। পালিতবাবু বলিতে লাগিলেন, "যে নিজ অন্তঃকরণের ভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করে তাহাকে কি আপনি নির্ব্বোধ বা উন্মত্ত মনে করেন?" এখনও চারুকমলের মুখ মাটীর দিকে; সলজ্জভাবে বলিলেন "না, আমার বিবেচনায় সে ব্যক্তি সবল ও তাহার অকপটতা প্রশংসনীয়" পালিতবাবু ঈষৎ প্রোৎসাহিত; ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "আমি অবিবাহিত, আপনি ও কুমারী;—" কথা শেষ হইতে না হইতেই চারুকমল অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। পালিতবাবু মুগ্ধ ও স্তব্ধ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

---:•:---

পবিত্রার প্রণয়।

প্রণয়িনয়নে ভাষে প্রণয়ের ভাষা।
বুঝে সে প্রণয়ী জন আর কেহ নয়।
ভালবাসা বুঝে খালি সত্য ভালবাসা।
প্রণয়িহৃদয় চায় বিশুদ্ধ প্রণয়॥

চারুকমল নিজকক্ষে; অর্দ্ধ উপবিষ্ট অর্দ্ধ শায়িত, হস্তে দীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী'। কিন্তু তিনি পড়িতেছেন না, কেন না তাঁহার চক্ষু অন্যদিকে; বাতায়ন দিয়া বায়ু সঞ্চালিত হইতেছিল, কিন্তু বায়ুসেবন ও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়; কেন না তাঁহার কপালে অল্প অল্প ঘাম। চারুকমল গভীর ও নূতন চিন্তায় নিযুক্ত। তিনি ভাবিতেছিলেন, "বোধ হয় পালিত বাবু প্রণয় প্রার্থনা করেন; তিনি অবিবাহিত, বিদ্বান্, ধনশালী, ও রূপে রমণী-রঞ্জন; আমি কি প্রণয় প্রতিদান করিব? কৃতবিদ্য লোক কখনই বঞ্চক হইবেন না; তিনি বিশুদ্ধপ্রণয় প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে প্রণয় প্রতিদান করিতে আমার ক্ষতি কি? এখন আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে পালিত-বাবুর মত স্বামী লাভ করা দুরাশা মাত্র; অতএব, যদি তিনি পুনঃ পুনঃ প্রণয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমিও তাঁহাকে প্রণয় প্রতিদান করিব"। চারুকমল আবার ভাবিলেন, মনে মনে কত তর্কবিতর্ক করিলেন; এবং প্রণয়ের প্রতিদান করিবেন ইহাই স্থির করিলেন।

অপরাহ্ণে চারুকমল বিশুদ্ধবায়ুসেবনমানসে নদীতীরে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা। জাহ্নবীবক্ষে তরঙ্গলহরীর খেলা; চারুকমলের হৃদয়ে নব-প্রণয়-লহরীর উচ্ছ্বাস। কুমারীর মনে যে কত কত নবভাব উদয় হইতে লাগিল, তাহা আমরা বলিতে পারিনা; তবে চারুকমল যে বিভোর হইয়া পালিতবাবুর বিষয়—তাঁহার রূপ, তাঁহার কথা, তাঁহার প্রার্থনা—ভাবিতেছিলেন, ইহা বলিলে অন্ততঃ কোন কুমারী পাঠিকা আমাদিগকে অবিশ্বাস করিবেন না। যাহাই হউক, চারুকমল কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় পালিতবাবু আসিয়া অপর একটী বেঞ্চে বসিলেন। চারু স্বাভাবিক লজ্জাশীলা, পালিত বাবুকে দেখিয়া তাঁহার লজ্জা যেন দ্বিগুণিত হইল। তিনি আর বসিতে পারিলেন না। তাঁহাকে গমনোন্মুখী দেখিয়া পালিত বাবু বলিলেন, "যে ব্যক্তি আশ্রিত ও অনুগত তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া আপনার সঙ্গত হইবেনা।" চারুকমল আরও লজ্জিতা হইলেন; পরে, মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখুন, অপরিচিতের সহিত, বিশেষতঃ নির্জ্জনে, অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা করা আমার ন্যায় কুমারীর কোন মতেই উচিত নহে; সামান্য অনবধান বশতঃ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক ঘোষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি এখন এখান হইতে যাইতে উদ্যত হইয়াছি"। পালিতবাবু ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি; কিন্তু, ভাবিয়া দেখুন, পবিত্র আলাপে কোন দোষ নাই। পবিত্র মন ও হৃদয় ঈশ্বরের অনুমোদিত।" চারু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, পবিত্র আলাপে দোষ নাই; কিন্তু যেমন হৃদয় পবিত্র রাখা উচিত সেইরূপ সমাজে সুনাম রক্ষাকরাও অবশ্য কর্ত্তব্য।" চারুকমলের একথা কে অগ্রাহ্য করিবে? তথাপি পালিত বাবু বলিলেন, "বন্ধু বা আত্মীয়ের সহিত নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথন করিলে যদি লোকে কুৎসা করে, তাহাহইলে কি আপনার মনে কষ্ট হয়?" এবার চারুকমল কোন উত্তর দিলেন না। পালিত বাবু বলিতে লাগিলেন, "আপনি অঙ্গীকার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না; আপনি সেদিন বলিয়াছেন যে আমাকে আপনার পরিচিত বন্ধুর ন্যায় দেখিবেন তবে এখানে বসিতে

আপনার আপত্তি কি ?" চারুকমল যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন ; মনোভাব কষ্টে গোপন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান না করিলে আমি অকৃতজ্ঞ হইব ; কিন্তু, বিবেচনা করুন, নির্জ্জনে আপনার সহিত কথাবার্ত্তা করিলে সামান্য লোকে নানারূপ কথা বলিবে"। পালিত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সে বিষয়ে অগ্রেই সাবধান হইয়াছি ; আমি আপনার কাকীকে এইখানে আসিতে বলিয়াছি, বোধ হয় তিনি এখনই আসিবেন" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে যামিনী চারুকমলের হরিণীর কর্ণদ্বয় ধরিয়া টানিতে টানিতে সেইস্থানে আসিলেন। চারুকমল তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "কাকিমা, আমার হরিণীকে ধরিয়া আনিয়াছ কেন গা ?" যামিনী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার হরিণীটী বড় দুষ্ট, মা ; আজ আমার অর্দ্ধেক কুট্‌নো খাইয়া ফেলিয়াছে"। শুনিয়া চারুকমল ও পালিতবাবু উভয়েই হাসিলেন। যামিনী চারুর নিকট বসিলেন ; এবং তিন জনে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী নববধূর পতিসমীপে গমনের ন্যায় ধীরে ধীরে পাদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দুই একটী তারকা গগণমণ্ডলে দেখা দিল। জাহ্নবী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। চারুকমল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ অনুরাগী ; প্রকৃতির শোভা দেখিলেই, ঈশ্বরমহিমার চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত। পালিতবাবু ও যামিনী কথা কহিতেছিলেন ; চারুকমলের মুখে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শ্রী প্রকাশিত হইতেছিল। পরে, যামিনী বলিলেন "চল, মা, সন্ধ্যা হইল, বাটীর ভিতরে যাই ; আজ মতি তার দেওরের কাছে গিয়াছে, এখনও আসে নাই ; কে লুচি বেলে দিবে ভাবিতেছি"। চারুকমল বলিল, "চল, কাকিমা, আমি বেলে দিব"। চারুকমল ও যামিনী অন্দরে গেলেন ; পালিতবাবু খানিকক্ষণ বায়ুসেবন করিয়া নিজকক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উদ্যানমধ্যে বেঞ্চে বসিয়া চারুকমল একখানি ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক পড়িতেছেন ; এক অধ্যায় পাঠ হইল, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে পালিতবাবু নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া

আছেন। পবিত্রা প্রণয়িনীর অন্তঃকরণ যেন কাঁপিতে লাগিল, বদন আরক্তিম হইল; পালিত বুঝিলেন যে সরলার অচতুর হৃদয়ে নব প্রণয়ের ভাব উদ্দীপ্ত, তিনি আর একখানি বেঞ্চে বসিয়া বলিলেন, "একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সাহস হয় না।" চারু ইহার পূর্ব্বে কখনও পালিতের প্রতি স্পষ্টভাবে চাহিয়া দেখেন নাই, কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া নয়ন উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "কি কথা?" পালিত বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, যেমন আপনার আত্মীয়েরা আপনার নাম ধরিয়া ডাকে, আমিও সেইরূপ নাম ধরিয়া ডাকিব।" চারুর হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনার ন্যায় মাননীয় বন্ধু নাম ধরিয়া ডাকিলে আমি দোষ বিবেচনা করি না।" শুনিয়া পালিত বলিলেন "কেবল কি বন্ধু ভাব?" চারুকমলের গাঢ় নিশ্বাস বহিতে লাগিল; সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, "আপনাকে বন্ধু ভিন্ন আর কি বলিতে সাহস করিব?" এবার পালিত সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "কেন, কল্য প্রাতের অর্দ্ধ প্রকাশিত প্রস্তাব মনে লয় না কি?" কুমারী লজ্জায় পুস্তকে বদন আবরণ করিলেন, মস্তক নত করাতে কুঞ্চিত কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িল; পালিতের চক্ষে বোধ হইল, যেন পূর্ণিমার শশধর নীরদজালে আচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "চারুকমল, আমি তোমার প্রণয় আকাঙ্ক্ষী।" চারু নীরব রহিলেন, সরল স্বভাব প্রযুক্ত অধিকক্ষণ মনের ভাব গোপন করিতে তাঁহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। পালিত অবশেষে বলিলেন, "প্রণয় যদি গ্রাহ্য হয়, তবে তাহা ব্যক্ত করিলে চরিতার্থ হইব।" প্রণয়ীর ভিক্ষা, প্রণয়িনীর হৃদয়ে আকর্ষণবান মন্ত্র হইল। চারুকমল উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "শেষে যেন বঞ্চিত না হই; তোমার প্রণয় কি এইরূপ চিরদিন সমভাবে থাকিবে?" পালিত বঞ্চনার নামে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, "চারু, তুমি কি মনে কর আমি এত নীচ?" চারুকমল প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "না, কিন্তু পুরুষজাতি প্রণয়-ব্যবসায়ী; নারীর মন যে দিকে ধাবিত হয় সে মন আর ফেরে না, অতএব যদি তুমি আমাকে শেষে বঞ্চনা কর, তাহা হইলে আমি পার্থিবসুখে একেবারে বঞ্চিত হইব।" পালিত

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, "চারু, আমিও বলিতে পারি, সকল ললনাই কি তোমার ন্যায় পবিত্র প্রসূন ?" চারু নিজ প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসিতেন না, কিন্তু পালিতের সহিত কথোপকথনে একাগ্র চিত্তা হইয়াছিলেন, বলিলেন, "না, তাহা বটে, যদি সকলেই পবিত্র ও সরল হইত তাহা হইলে পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন সুখের আধার হইত, তাহা হইলে স্বর্গের সহিত প্রভেদ থাকিত না।" পালিত চারুকমলকে পরাস্ত করিয়াছেন ভাবিয়া, বলিলেন, "পুরুষদিগের বিষয়েও ঐ রূপ ভাবা উচিত।" চারুকমল ও বুঝিলেন যে আইনজ্ঞ পালিত, তাঁহাকে তর্কে পরাভূত করিয়াছেন, তিনি আর কিছু বলিলেন না। পালিত বলিলেন, "প্রিয়ম্বদে, আহারাদির পর আমার শয়ন কক্ষে কি একবার আসিবে ?" নতমুখে চারুকমল স্বীকৃতা হইলেন।

ক্রমে বেলা হইতে লাগিল, চারুকমল অন্দরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন ; পালিত আবার বলিলেন "আহারাদির পর যেন দেখা পাই।" পালিত ত নূতন কথা উত্থাপন করিলেন না তথাপি চারুকমল দণ্ডায়মানা কেন ? চারুকমলের বিদায় গ্রহণ মৌখিক মাত্র, যাইতে পা সরে না কিন্তু কি করিবেন মন অস্থির ; ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। এমন সময়ে "দিদি মণি, খাইবে না, বেলা হইয়াছে" এই কথা গুলি অন্দরমধ্য হইতে আসিল। "ঐ মতি ডাকিতেছে" বলিয়া চারু অন্দরে চলিয়া গেলেন। পালিতও গঙ্গায় স্নান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আহারাদির পর পালিত নিজ কক্ষে চারুকমলের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া একদৃষ্টে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া আছেন। দেখিতে দেখিতে, চারুকমল আসিলেন। পালিত বসিতে অনুরোধ করাতে চারুকমল একখানি চৌকি লইয়া উপবেশন করিলেন। পালিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কেন, চেয়ারে বসিতে দোষ কি ?"

চারু। দোষ নাই, আমি বেস বসিয়াছি।

পালিত। প্রিয় দর্শনে, আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে তুমি কি বিরক্তা হও ?

চারু। বিরক্ত কেন ? বরং সুখী হই।

পালিত। তোমার প্রতি আমার মন যে কিরূপ অনুরক্ত হইয়াছে তাহা ঈশ্বরই জানেন।

চারু। পবিত্র ও সরল ভালবাসা যদি আমি অবিশ্বাস করি, তবে আমারই দোষ কিন্তু চিত্তহারি—

সরলা বালার আর বাক্য প্রস্ফুটন হইল না, মুখ ব্রীড়ানত হইয়া গবাক্ষের দিকে শূন্যভাবে চাহিয়া রহিলেন। পালিতও কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ; পরে বলিলেন, "যাহাকে ভাবী স্বামী জ্ঞান করা উচিত, তাহাকে ঐ রূপ সম্বোধনে লজ্জিত হইবার প্রয়োজন কি? তুমি মুখ ফিরাইয়া আছ ইহাতে দর্শনীয় দর্শনে আমি একেবারে বঞ্চিত হই নাই, কেন না তোমার কমনীয় রেষমি কেশগুচ্ছের সন্দর্শন সুখ অনুভব করিতেছি।" চারু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তুমি ভালবাস বলিয়া চুলে সৌন্দর্য্য দেখিতেছ? এ ত সকলেরই আছে।"

পালিত। সকলেরই চুল আছে সত্য, কিন্তু তোমার চুলের অপূর্ব্ব শোভা। তা যাহা হউক, কি বলিতেছিলে?

চারু। কি বলিতেছিলাম শুনিবে? দেখ, আমার পিতা বিদেশে, তিনি আসিবার পূর্ব্বে আমাদের বিবাহ-বন্ধন হওয়া অসম্ভব। এখন তুমি আমার কাছে নানা প্রকার ভালবাসা দেখাইতেছ কিন্তু এখান হইতে চলিয়া গিয়া সহরে কত সুশিক্ষিতা সুন্দরী দেখিবে। আমার ভয় হয় পাছে তুমি তখন অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে বালিকাকে তোমার সহধর্ম্মিণী করিতে অনিচ্ছুক হও।

পালিত। প্রিয়ে, আমি যেখানে থাকি না কেন, ঐ অনিন্দিত ইন্দু-বদন আমার হৃদয়াকাশে আজীবন প্রেমময় ভাবে উদিত থাকিবে। তুমিই আমার মানসসরোবরের কমলকলিকা।

ভাবী স্বামীর দৃঢ় প্রণয়বাক্যে চারুকমল আশ্বাসিতা হইলেন; তাঁহার হৃদয় প্রণয় আশায় প্রোৎসাহিত। পুলকিত চিত্তে বলিলেন, "হৃদয়েশ, যে দিন তুমি আমাদের বাটীতে আসিবার জন্য গাড়ি হইতে রাস্তায় পদার্পণ করিলে, ও তোমার রমণী-রঞ্জন রূপ আমাকে মোহিত করিলে, সেই দিন

হইতে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন হইল; পূর্ব্বে মনের ভাব যেমন বালিকার ন্যায় ছিল, সে ভাব রহিল না। কিন্তু নব অনুরাগ আমি অনুভব করিতে পারি নাই; পরে যে দিন তুমি মহিষ তাড়াইয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিলে, এবং অমিয় বচনে আমার মন হরণ করিলে, সেই দিন হইতে আমার মন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; ধৈর্য্য বলিয়া যাহা কিছু আমার ছিল, সমস্তই হারাইলাম।" পালিত কোনও কথা কহিলেন না, কেন না, চারু-কমলের মিষ্টালাপসুখসম্ভোগই তাঁহার মনের ইচ্ছা। চারু আবার বলি-লেন, "দেখ, একাকী তোমার ঘরে আসিতে আমার বড় লজ্জা হইতেছিল, এই জন্য কাকী-মাকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময়ে মতি কাকী-মাকে বিশেষ কোনও গৃহকার্য্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু, কাকীমা বলিলেন, 'আবার তুমি আসিতেছ কেন? যাও, আমি শীঘ্র আসিতেছি'। একাকী আসিয়া আমি কি ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছি?" উত্তরে, পালিত বলিলেন, "আমার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে, নচেৎ এতক্ষণ কি তোমায় নির্জ্জনে পাইতাম"। এই সময় যামিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পালিত সাদরসম্ভাষণে চারুকমলের কাকীকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। যামিনী চৌকির উপর বসিলে পালিত বলিলেন, "আপনাদের বাটীতে থাকিয়া আমি যেরূপ সুখী, এরূপ সুখ আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী—আমার কেহই নাই, পরিবারের সুখ যাহা এখানে ভোগ করিতেছি, বোধ হয় কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। দেখুন, আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য আহারের পর নিদ্রা বা পুস্তকপাঠ নিষিদ্ধ; কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইব বলিয়া চারুকমলকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, আজ আমি অনেক ভাল আছি।" যামিনী বলিলেন, "বাছা, যেমন মনে ইচ্ছা করে এখানে এসেছ, শরীর ভাল থাকিলেই ভাল। এক-বার এসে গল্প করা বইত নয়, তার আর কি? আমি বরং যদি কোনও দিন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকি, তা চারুর ত আর বিশেষ কোনও কর্ম্ম নাই, ও অনায়াসে আসিয়া দু দণ্ড বসিতে পারে।"

যামিনী অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, গৃহকার্য্যে চলিয়া গেলেন। চারুকমলও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে চারুকমল পালিতের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ী যুগল।

সকলই সহিয়া রও অদৃষ্টে যা হয়,
সুখ দুঃখ যাহা দেন ঈশ দয়াময়।
অদৃষ্টে নাহিক যাহা, হবে না কখন,
নিরূপিত আছে যাহা, হইবে ঘটন।
কে পারে ঘটাতে যাহা ঘটিবার নয়,
অদৃষ্টের ফল কার নিবারণ হয়॥

দেখিতে দেখিতে বেলবাগানে পালিতের তিন মাস বহিয়া গেল। প্রায় প্রত্যহ আহারাদির পর চারুকমল ও তাঁহার কাকী উভয়ে পালিতের কক্ষে আসিয়া কথোপকথন করেন। প্রণয়ীযুগলের প্রণয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। চারুকমলের পবিত্র অন্তঃকরণ ভাবী স্বামীর প্রণয়ে পূর্ণ, পিতৃ-বিচ্ছেদের ক্লেশ অনেক লাঘব; তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার পিতা আপন ভাবী জামাতাকে দেখিয়া কতই সুখী হইবেন, ও তাঁহার চারুর জন্য তাঁহাকে আর ভাবিতে হইবে না। নিমাই প্রায় আসিতেন, চারুকমলের তত্ত্বাবধারণ এবং পালিতের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেন। পালিতের বেলবাগানে বাস নরেশ ঘোষ কিছুই জানিতেন না; বাটী ভাড়া দেওয়ার কথা জ্যেষ্ঠকে জানাইতে হরিশ্চন্দ্র সাহস করেন নাই, চারুকমলও লজ্জাবশতঃ এ সম্বন্ধে পিতাকে কোন কথাই লেখেন নাই।

এক দিন আহারাদির পর চারুকমল চেয়ারে ও পালিত পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিলেন ;—

পালিত। প্রিয়তমে, বেলবাগান পুষ্পের গন্ধে যত না আমোদিত হউক, আমার মানস-সরোবরের বিকচ পঙ্কজের পরিমলে প্রমোদিত।

চারু। দেখ, সে দিন কাকীমা বলিতেছিলেন যে তুমি বড় আড়ম্বরী, সে কথা অতি সত্য।

পালিত। তা ভাই তোমরা যা বল। আচ্ছা, চারু, তোমার কাকীমা প্রভৃতির কাছে তুমি আমায় কি বলিয়া ডাক ?

চারু। কেন, বাবু বলি।

পালিত। শুধুই বাবু ?

চারু। হাঁ; 'পালিত বাবু' 'পালিত বাবু' এরূপ বলিতে আমি ভাল বাসি না।

পালিত। চারু, তুমি বোধ হয় জান যে কলিকাতার নবীনারা স্বামীকে 'বাবু' বলিয়া উল্লেখ করে।

চারুকমল লজ্জিতা হইলেন, ও বলিলেন, "উঃ! কি গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, আষাঢ় মাস পড়িয়াছে, এখনও গরম কমিল না।" চারুকমলের মুখ ঘর্ম্ম-সিক্তা দেখিয়া পালিত বলিলেন, "আহা! যেন শিশিরসিক্তা গোলাপ-কলিকা, কবে আমি ঐ অর্দ্ধ-বিকশিত পরিমলপূর্ণ কমল মুছাইয়া দিতে পারিব!" চারুকমল মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহাকে ওরূপ বর্ণনা করিতেছ? আমাকে ওসব কথা বলা উপহাস মাত্র।" পালিত বলিলেন, "প্রিয়তমে, বনলতা উদ্যানলতাকে লজ্জা দিয়াছে।" চারুকমল বলিলেন, আমি তোমাকে আমার ভাবী স্বামী জ্ঞান করি, অতএব তোমার মুখে আমার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া গর্ব্বিতা হই। দেখ, স্বামীর চক্ষে ভাল দেখাইলে রমণীর রূপের সার্থকতা হয়।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোপানে পদশব্দ হইল ; চারুকমল চেয়ার হইতে চৌকিতে বসিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে পিসে মশাই"। নিমাই ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, শরীর অসুস্থ বলিয়া কয়েকদিন আসিতে

পারি নাই ;” পরে চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন, “নরেশবাবুর পত্র মধ্যে মধ্যে পাইতেছি ; মা চারু, তুমিও সর্ব্বদা পত্র পাও ত ?” চারু উত্তর করিলেন, “হ্যাঁ, এই সপ্তাহের প্রথমদিনে এক খানি পত্র পাইয়াছি, বাবা ভাল আছেন কিন্তু কার্য্যের অনুরোধে বোধ হয় এ বৎসরও আসিতে পারিবেন না।” শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে চারুকমলের মনে কষ্ট বোধ হইল, কারণ পিতৃবৎসলা তনয়া পিতাকে দেখিবার জন্য সততই ব্যাকুলা। নিমাই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “মা, দুঃখ করিওনা, পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা কর যেন তোমার পিতা মনোরথসিদ্ধি হয়েন। তোমায় এখানে রাখিয়া তিনি যে দেশান্তরে আছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার অধিকতর কষ্ট কি হইতে পারে ? মা, তুমি জান ত যে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান অপত্যস্নেহকে পরাজয় করিয়া থাকে ; তোমাকে যাহা লিখিয়াছেন আমাকেও তাহা লিখিয়াছেন।” এই সময় যামিনী আসিলেন ও চারুর নিকটস্থ চৌকিতে বসিলেন। যামিনীর দিকে চাহিয়া নিমাই বলিলেন “কেমন গো, সকলে ভাল আছ ত ?” যামিনী বলিলেন, “হ্যাঁ, আমরা সকলেই ভাল আছি।” নিমাই পালিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ কেমন হে, তোমার শারীরিক অবস্থা কেমন ?” পালিত বলিলেন, “উত্তম, প্রায় একেবারে আরোগ্য লাভ করিয়াছি বলিলেই হয়। পূর্ব্বে প্রতিমাসে অন্ততঃ দুইবার বেদনায় অস্থির হইতাম, এখানে আসিয়া একবার মাত্র বেদনা অনুভব হইয়াছিল আর নয়।” পালিতের কথা শুনিয়া নিমাই সাতিশয় সুখী হইলেন, ও পরে বলিলেন, “বাবু, একটী প্রার্থনা আছে। আমাদের মনিব বাড়ী অর্থাৎ ‘আনন্দালয়ে’ একবার কল্য যাইতে হইবে ; সেখানে আহারাদি করিয়া অপরাহ্নেই আবার প্রত্যাগত হইতে পারিবে।” পালিত স্বীকৃত হইলেন। যামিনী নিমাইকে বলিলেন, “রায় বাহাদুরদের বাড়ীর নাম ‘আনন্দালয় কেন’ তাতুমি জান ?” নিমাই বলিলেন, “বৃদ্ধ কর্ত্তা মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম যে বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর সন্তান হইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অনেক দান ধ্যান ব্রত যজ্ঞ করিবার পর কর্ত্তা বাবু জন্ম গ্রহণ করেন, কর্ত্তা বাবুর অন্নপ্রাশনের দিবস মহা উৎসব হয়, এবং সেই সময় হইতে বাটীর নাম ‘আনন্দালয়’ হয়।” চারুকমল

বলিলেন, "এখন বাটীতে কেহ নাই বলিয়া আর শোভা নাই, সর্ব্বদা পরিবার ও পরিজনবর্গ থাকিলেই যথার্থই আনন্দালয় হয়।" নিমাই বলিলেন, "মা, তোমাদেরও কল্য 'আনন্দালয়ে' আহারাদি করিতে হইবে।" হরিশ বাবুকে ও তাঁহার পুত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য নিমাই চলিয়া গেলেন; যামিনী ও চারুকমল নিমাইয়ের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।

সকলে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলে পর, পালিত উদ্যানে গমন করিলেন। চারুকমল নীচে আসিয়া দেখিলেন যে বাটীর প্রবেশপথে তাঁহার মাতুল ও হরিশবাবু কথোপকথন করিতেছেন। স্নেহময়ী বালিকা মাতুলকে দেখিয়া প্রফুল্লিতমনে তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাতুল বলিলেন, "মা, মনিবের কার্য্যানুরোধে আমাকে পাটনায় যাইতে হইবে, বোধ হয়, সেখানে এক বৎসর থাকিতে হইবে, তাই একবার জননীকে দেখিতে আসিলাম।" চারুর প্রফুল্ল আনন ম্লান হইল, বিষাদের সহিত বলিলেন, "মামা, পত্রাদি লিখিবেন ত?" তিনি বলিলেন "হ্যাঁ মা, পত্রাদি নিয়তই পাইবে। সম্প্রতি তোমার মামী ও ভাই ভগিনীদের একখানি ফোটগ্রাফ্ আনিয়াছি, তুমি ইহা লও। আর বিলম্ব করিব না, এখন আসি, মা।" চারুকমল ফোটগ্রাফ্ খানি লইলেন, এবং দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার মামার সঙ্গে গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর চারুকমল বাগানে আসিলেন, এবং পালিতের পার্শ্বস্থ বেঞ্চে বসিলেন। পালিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রানন বিষন্ন কেন? যেন বৃন্তচ্যুত কমল—বিশুষ্ক ও মলিন।" চারু বলিলেন, "আমার গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ ভক্তিভাজন স্বজনেরা একে একে দেশান্তর বাসী হইতেছেন; প্রথমে বাবা কাশ্মীরে গেলেন, যাইবার সময় বলিলেন এক বৎসর বিলম্ব হইবে কিন্তু আজ দুই বৎসরের অধিক হইয়া গেল, এখনও তাঁহার প্রত্যাগমনের কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আবার মামাবাবু পাটনায় চলিলেন।" পালিত বুঝিলেন অচতুরা বালিকা স্বজন-বিরহে সন্তপ্ত; চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ক্রমে দেশ বিদেশ যাইতে কোনও ভয় থাকিবে না, রেলওয়ে সর্ব্বত্র হইবে, তাহা হইলে যখন মনে করা যাইবে তখনই ফিরিয়া আসা যাইতে পারিবে।" চারুকমলের হস্তে ফোটগ্রাফ্ খানি ছিল,

পালিত দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, ওখানি কি ছবি ?" চারু বলিলেন, "ওখানি মামা বাবু আমাকে দিলেন, আমার মামী-মার ও মামাতো ভাইভগিনীদের ছবি"। পালিত, চারুকমলের হস্ত হইতে ছবিখানি লইয়া দেখিলেন, ও বলিলেন, "তোমার সহিত যাহাদের শোণিত-সম্বন্ধ, তাহারা সকলেই দেখিতে সুন্দর"। মধুর-সম্ভাষে, চারুকমল মধুর হাস্য করিলেন। পালিত বলিলেন, "তোমার পিতা এখানে কর্ম্ম কার্য্য না করিয়া, কারবার করিতেছেন কেন ? নিমাই বাবুর মুখে শুনিয়াছি. তিনি উত্তম লেখাপড়া জানেন।" চারুকমলের মুখ আবার বিষণ্ণ হইল, প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "প্রিয়তম! আমাদিগের প্রতি বিধাতা নিতান্ত বিমুখ। বাবা মুন্সেফ ছিলেন, যখন তিনি পাটনায় থাকিতেন, তখন পাঁচ ছয় মাস অন্তর বাটী আসিতেন। আমার বয়স যখন এক বৎসর মাত্র, তখন মা সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। বাবা তখন বিদেশে, নিদারুণ সংবাদ পাইয়া শোকে অভিভূত হইলেন, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাটীতে আসিয়া রহিলেন। এখানে অনেক চাষের জমি খরিদ করেন, তাহাতেই আমাদের সংসার চলিত। পরে গত কয় বৎসর অজন্মা হওয়াতে প্রায় আট দশ সহস্র টাকা ঋণ হয়। ঋণ পরিশোধের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া, আরও কিছু কর্জ্জ করিয়া অবশেষে কাশ্মীরে ব্যবসায় করিতে গেলেন।" পালিত বলিলেন, "এখন বুঝিলাম।" চারুকমল বলিলেন, "ভাল, পিসেমশাই তোমার কে হন ?" পালিত কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন, পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না, এমন কেহ নয় ; আমার পিতার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া, উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, প্রণয়ী যুগলের মধুরালাপ শেষ হইল, উভয়ে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে সকলে 'আনন্দালয়ে' যাইতে ব্যস্ত হইলেন এবং সত্বর মুখহাত ধৌত করিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করতঃ দিবাকরের তীব্র জ্যোতি প্রকাশের অগ্রেই সকলে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কিয়ৎক্ষণের মধ্যে 'আনন্দালয়ে' উপস্থিত হইলেন। নিমাই, সকলকে

অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, নিমাইয়ের বাটীর পরিবার কয় জন এই দিন 'আনন্দালয়ে' আসিয়াছিলেন,—একটী পুত্র, দুইটী কন্যা, স্ত্রী ও পুত্রবধূ, একটী পৌত্র, একটী দৌহিত্রী। দুইটী কক্ষে খাবার প্রস্তুত হইল; একটীতে পুরুষ, অপরটীতে রমণীগণের আহারীয় দেওয়া হইল; সকলে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন ও পান করিয়া দ্বিতলে একটী বৃহৎ হলের মধ্যে, কেহ চেয়ারে, কেহ কৌচে, কেহ ইজি চেয়ারে, বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন। একজন পরিচারক তাম্বুল আনিয়া দিল, সকলে গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চারুকমলের ভ্রাতৃদ্বয় ও নিমাইয়ের পুত্র বাহির বাটীর উদ্যানের বৈঠকখানায় গমন করিল। চারুকমল ধীরে ধীরে এক তলার বড় হলে আসিলেন। সেখানে বাটীর সমুদয় বংশাবলীর অয়েলপেণ্টিং ও চৌদিকে গেলাস কেস্ উত্তম সজ্জিত; দেয়ালগিরি, বড় বড় ঘড়ী, টানা পাখা, ঝাড়, লণ্ঠন, কৌচ, কেদারাতে মনোহর সজ্জিত। সরলা বালিকা নিশ্চল নয়নে দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন, "যখন প্রিয়তমের সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইব, তখন আমিও এমনি সুন্দর ভবনের কর্ত্রী হইব।" এই সময় পালিত আসিয়া কোমল সম্বোধনে বলিলেন, "কি চারু! কি দেখিতেছ?" চারু চমকিত হইয়া সলজ্জিত ভাবে বলিলেন, "দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিতেছি। দেখ, কেমন উত্তম উত্তম ছবি!" এই কথায় পালিতের সহাস্য আস্য বিবর্ণ ও বিমর্ষ হইল; অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ও তেমন দৃশ্য-যোগ্য নয়, এস কমলকাননে যাই।" চারু স্মিতমুখে বলিলেন, "ও দিকে কখনও যাই নাই, যে কয়েকবার আসিয়াছিলাম তখন নিতান্ত বালিকা।" পালিত, চারুকমলের কোমল করপল্লব ধারণ করিয়া উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইলেন। হস্ত স্পর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া চারু বলিলেন, "হস্ত ছাড়িয়া দেও, পশ্চাৎ যাইতেছি।" পালিত ক্ষুণ্ণ মনে হস্ত ত্যাগ করিয়া উদ্যানে যাইবার জন্য হলের একটা দরজা উদ্ঘাটন করিলেন এবং উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারু, উদ্যানের কমনীয় শোভা দর্শনে মুগ্ধ—দেখিলেন সুন্দর সুন্দর কেয়ারি করা বৃক্ষাবলি,গোলাপ চৌকা, বেলফুলের চান্‌কা, লতা-কুঞ্জ, লতার ফটক, যূথিকা ফুলের বৃক্ষেতে বেষ্টিত পুষ্করিণী এবং স্থানে স্থানে

বসিবার ইষ্টক বেদি, লৌহ-বেঞ্চ,— কেদারা, চিনের মোড়া। চারু চমৎকৃত ভাবে বলিলেন, "বোধ হয় এই কমলকানন; ঐ ছোট পরিখাবেষ্টিত বার-দুয়ারী বৈঠকখানা, যেন ক্ষুদ্র দ্বীপ মধ্যে রাজবাটী।" পালিত বলিলেন, "ঐ স্থানটী উদ্যান মধ্যে মনোহর। চল প্রিয়তমে, ঐ স্থানের আরাম ভোগ করিয়া আসি। গৃহটী কিরূপ সজ্জিত, তাহাও দেখা যাইবে, এস্থানে বসিবার কিম্বা বেড়াইবার এ সময় নয়; এই সময়েরই বিশ্রামের নিমিত্ত ঐ স্থান নির্ম্মিত।" পালিত অগ্রসর হইলে, চারুকমল পশ্চাদগামিনী হইলেন; উভয়ে গিয়া একখানি বৃহৎ কৌচে উপবিষ্ট হইলেন। পালিত চারুর প্রস্ফুটিত কমল বদন চাহিয়া বলিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! এ স্থান কি প্রণয়িজনের প্রমোদী নয়?" চারুর পবিত্র আনন আরক্তিম হইল; পালিতের প্রণয়তৃষিত নয়ন পানে সলজ্জায় হাস্যাস্যে চাহিলেন, পালিত মোহিত হইয়া ঐ শৈশব-ক্রীড়াযুক্ত আস্য সতৃষ্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; চারুকমল ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া কৌচ হইতে উঠিয়া বাতায়নে দাঁড়াইয়া পরিখার কমল দলের শোভা দেখিতে লাগিলেন; পালিতও ঐ বাতায়নে চারুর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া কমলকাননের শোভা না দেখিয়া ধীরে ধীরে চারুর সুকোমল করযুগল নিজ করে ধরিয়া রহিলেন। চারুর পবিত্র আনন আরক্তিম হইল, কিন্তু নড়িলেন না। পালিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জীবিতেশ! তোমার বদনের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন কোন কথা আমায় বলিতে ইচ্ছা করিতেছ?" পালিত দীর্ঘশ্বাস সহকারে বলিলেন, "প্রণয়িনি! আমি ভাবিতেছিলাম, যখন আমার বিবাহের কথা উত্থাপন হয়, পরে প্রায় স্থির হয়, আমি তখনও পাস্ হইয়া কালেজ হইতে বাহির হই নাই; কাকা বলিলেন যে এক্ষণে বিবাহ দিবেন না; পাস্ হইলে বিবাহ দিবেন। সেই কারণে বিবাহ স্থগিদ ছিল; পরে আমি পাস্ হইলাম, কিন্তু বেদনা ও কাশিতে অত্যন্ত পীড়িত হইলাম; নানা ঔষধে আরোগ্য হইল না; তাই, কিয়ৎকাল নিকটস্থ স্থানে বায়ুসেবন জন্য, কাকা বলিলেন; জীবনাধিকে! আমার উপায় কি হবে, কিরূপে তোমায় বিবাহ করিতে সমর্থ হইব!" চারুর প্রফুল্ল আনন সহসা যেন বৃন্তহীন কমলের

ন্যায় বিশুষ্ক হইল। চমকিতা হইয়া তিক্ত হাস্যে বলিলেন, "তোমার কি এমত ইচ্ছা যে আমি একজন কৃষকের হস্তে পড়ি" ? পালিত বলিলেন, "না—না—তুমি আমার হৃদয় আকাশে উজ্জ্বল তারার ন্যায় নিষ্কলঙ্করূপে আলোক দান করিবে।" বলিতে বলিতে, অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন, "দেখিব, যদি সে স্থানের বিবাহ ত্যাগ করিতে পারি।" চারুকমল দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "নাথ! তুমি চারুকমলকে এত হীন মনে করিও না যে, একবার এক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া, আবার অন্য ব্যক্তিকে ভালবাসিবে। আমার মতে, যে তাহা করে, সে অসতী; কেননা, যে প্রণয় স্রোত অন্তঃকরণ হইতে ধাবিত হইয়াছে-সে কি আর ফেরে? যাহাদের পুনঃ পুনঃ ফেরে, তাহাদের প্রণয়ের স্থৈর্য নাই; তবে, তাহাদের কিরূপে সতী বলা যাইতে পারে; যে বালিকা একবার বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু পবিত্র প্রণয় যে কি, কিম্বা পতিভক্তি কি, কিম্বা সতীত্ব যে ঈশ্বরের কি গৌরবিত দান তাহা না জানিয়া আট কি দশ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া বিধবা হইয়াছে; পরে, যদি এক জনকে পবিত্ররূপে দৃঢ় ভালবাসিয়া থাকে, তাহার সহিত পুনঃ পরিণয় করিলে, আমার মতে, সে সতী; কিন্তু একবার এক জনের সহিত প্রণয় করিলাম সে দুদিন কপট প্রণয় দেখাইয়া আবার আর এক জনকে ভালবাসিল; আমিও আর এক জনকে ভাল বাসিলাম, সে প্রণয় পবিত্র নয়, সে প্রণয় ব্যবসায় মাত্র; চারুকমল সেরূপ অবলা নয়। তোমায় যাহা বলি না কেন, এই মুহূর্ত্ত হইতে যদি তুমি আমায় আর দেখা না দেও, তোমার অপরা প্রিয়তমার নিকট চারুর নামে কুৎসা কর, নিন্দাবাদ কর, তথাপি আমি তোমারই প্রণয় কাঙ্গালিনী; প্রাণাধিকে! তোমায় স্নেহময়স্বামী জ্ঞানে, হৃদয়মধ্যে তোমার প্রেম-প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া আরাধনা করিব। তুমি চোর হও, ডাকাইত হও, মনে কখনও ঘৃণা করিব না, কিন্তু নাথ! তুমি যদি বিবাহ করিয়া থাক বা কর এবং হিন্দু মতে পুনরায় আমায়ও বিবাহ করিতে চাও, তাহা আমি করিব না; কেননা, ঈশ্বর জীবের যত জোড়া সৃজন করিয়াছেন, কখনও তিন একত্রে দেখি নাই; তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, তিন হইলে মঙ্গলদায়ক নয়।" এই বলিয়া সরলা বালা মনঃ পীড়িত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। পালিত চারুর বিশুষ্ক বদন চাহিয়া

বলিলেন, "সতীত্ব-সরোজ! পবিত্র প্রসূন! নির্ম্মলা বালা! আজ তুমি আমায় বিনামূল্যে ক্রয় করিলে; তুমি আমার মহারত্ন, তোমার সহিত এত ভালবাসা হইয়াছে বটে, কিন্তু যদি বিবাহে গোল হয় এই আশ-ঙ্কায়, এ পর্য্যন্ত কখনও কোনও অন্যায় আচরণ করি নাই।" এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়েই নিশ্চল, নীরব। এমন সময়, নিমাই পবিথার পুলে দাঁড়াইয়া ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "চারু এস, বৈকালিক কিছু আহার করসে।" উভয়ে চমকাইয়া সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, অপরাহ্ন হইয়াছে; উভয়ে লজ্জিত হইলেন যে, এতক্ষণ নির্জ্জনে ছিলেন। পালিত ও চারুকমল সকলের সহিত উপরের বড় হলে একত্রিত হইলেন। চারুর বদন প্রাতের বিকসিত কমলের ন্যায় ছিল এক্ষণে, বিশুষ্ক বৃন্তহীন কমলবৎ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

---oo---

তরুচ্যুত লতা।

হায়রে সে দিন নাহিক আমার।
সে সৌভাগ্য রবি হয়েছে নির্ব্বাণ॥
নাহি আর হাসি খুসি সুধার আধার।
নাহি আর সোহাগের প্রেম অভিমান॥

নিমাই সকলকে বৈকালিক আহারীয় প্রস্তুত করাইয়া দিলেন, সকলের আহার সমাপ্ত হইল। পরে বেলবাগানের নিমন্ত্রিতেরা বিনয়পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে নিমাইও সমাদর পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। বাটীর পরিচারক ও পরিচারিকারা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রস্থান করিয়াছে, বাকী সকলে বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে পালিত ও চারু কমল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীদের দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়াতে, চারু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তাঁহারা অনেক দূরে রহিলেন, আমরা

কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করি, সকলে এক সঙ্গে বাটী যাইব।" পথপার্শ্বে একটা বৃহৎ তালবৃক্ষ পতিত ছিল, চারু তাহার এক প্রান্তে উপবিষ্টা হইলেন। পালিত সহাস্য বদনে অপর প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পালিতের হাস্য বদন দর্শন চারুর পক্ষে হরিষে বিষাদ। বিমলা বালিকা তৃষিত প্রণয় ঘৃণা করেন, অবিবাহিত ও দৃঢ় প্রণয়ী জানিয়া পালিতের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। এক্ষণে পালিতের অন্তরের কথায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ভাবিতেছিলেন, "আমার উচিত নয় উহার হাস্য বদন দর্শনে নয়ন তৃপ্তি করি, ইনি অপরের, আমার নয়। হায়! যখন 'আনন্দালয়ে' থাকিতেছিলাম, তখন মন প্রেমামোদে উল্লাসিত ছিল; কিন্তু এক্ষণে আমার সে প্রেমানন্দ কোথায়! উপযুক্ত সহকার বোধে যে তরুবরের আশ্রয় লইতে যাইতে ছিলাম; সময়-ঝটিকা আমায় তরুচ্যুত লতা করিল। তরু বিহনে লতা যেমন নিরাশ্রিতা, অদ্য আমি তাই, জগতে আমার সুখের কিছুই নাই। মনের সন্তোষে ছিলাম, এক্ষণে তাহাতে বিহীনা। হায়! আমি পিতারও অসন্তোষের কারণ হইব। তনয়াবৎসল পিতা যখন দেশে আসিয়া আমার পরিণয় দিতে উৎসুক হইবেন, তখন আমি অস্বীকার করিলে তাঁহার স্নেহান্বিত মনে কতই যাতনা হইবে! আমার এই দুর্ভাগ্যদোষের জন্য তাঁহার নিকট আমি মাপ চাহিব"। এইরূপ চিন্তাতে কোমলা বালিকার মনে অতিশয় যাতনা হইতে লাগিল, কিন্তু পালিতের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার নির্ম্মল মনে একবারও উদিত হইল না। সতী মহিলারা পতির দোষ কদাচ নয়নে দেখিতে পান না; সতত অদৃষ্টকে দোষী করেন। চারু এক মনে আপন দূরদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা সামান্য সর্প উভয়ের মধ্য দিয়া তীব্রবেগে চলিয়া গেল। চারুকমল সহসা ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ভূপতিতা হইলেন। পালিত এতক্ষণ চারুকমলের বিষণ্ণ বদনের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন, প্রিয়তমার চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন, যে মুহূর্ত্তে চারু মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হইলেন, সেই সময়ে পালিতের প্রসারিত বাহু তাঁহার আশ্রয় হইল। যামিনী, হরিশ, প্রভৃতি দূর হইতে চারুকে পতিতা

দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে আসিতে লাগিলেন। পর মুহূর্ত্তে যামিনী পথিমধ্যে উপবিষ্টা হইয়া চারুকমলকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। হরিশ ও তাঁহার পুত্রেরা নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে রুমালে ও উড়ানিতে সলিল সিক্ত করিয়া আনিয়া চারুর মস্তকে, বদনে ও নয়নে সজোরে ছিটাইতে লাগিলেন। পালিত ব্যস্তভাবে উড়ানি দিয়া ব্যজন কবিতে করিতে সতৃষ্ণ নয়নে মর্ম্মপীড়িত হইয়া চারুর বিশুষ্ক আস্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। চারুকে নিস্পন্দ চেতনা বহিত দেখিয়া যামিনীর নয়নদ্বয় হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতনে চারুকমলের মলিন আনন সিক্ত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর চারুকমলের কমনীয় ওষ্ঠাধব ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, পরে অস্পষ্ট রব মুখ হইতে বাহিব হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। অনতি বিলম্বে অল্প অল্প চৈতন্য হইল। চারুকমল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। যামিনী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "কেন মা চারু! হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইলে কেন?" চারুর বিশুষ্ক বদন আরক্ত ও বিষণ্ণ হইল। বলিলেন, "সহসা অন্তঃকরণ চিন্তাকুল হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভূত হইল, পরক্ষণে কি ঘটিল, আর জানি না।" যামিনী ভাবনাযুক্তা হইয়া বলিলেন, "আস্তে আস্তে বাটী যাইতে পাবিবে কি?" হরিশ ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "না না— হাঁটিয়া গিয়া কাজ নাই। আমি একখানা পাল্‌কী আনি, একে দুর্ব্বল, আবাব শ্রম করিলে যদি আবার মূর্চ্ছা হয়" চারুকমল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না কাকা! পাল্‌কী আনিতে হইবে না, কাকী মাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে যাইতে পারিব। বোধ হয় আর মূর্চ্ছা হইবে না"। হরিশ সস্নেহে বলিলেন, "এস মা! আমরা উভয়েই তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি"। সকলে ধীরে ধীরে বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে চারুকমল একাকিনী উদ্যানে বসিয়া আছেন, ক্রোড়ে একখানি ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক খোলা রহিয়াছে, চারুর মুদ্রিত নয়নে বারিধারা বহিতেছে। বহুক্ষণ নিশ্চল উপবিষ্টা। পালিত উদ্যানে আসিয়া এই ভাব দেখিলেন; চিন্তাকুল চিত্তে সেই দিকে গেলেন। চারুকে উপাসনায় মগ্ন দেখিয়া নিকটস্থ লৌহ মঞ্চে নীরবে উপবিষ্ট হইলেন। অল্পক্ষণ পরে

চারুকমল নয়ন উন্মীলন করিলে, পালিত দুঃখিত স্বরে বলিলেন; "পবিত্রা প্রণয়িনি, আমি তোমাকে যে যাতনা প্রদান করিয়াছি, তজ্জন্য মার্জ্জনা কর।" চারুকমল প্রণয় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "জীবনের সার রত্ন! তুমি সত্য কথা কহিয়াছ, তুমি সত্যবাদী, আমার অদৃষ্টই আমায় যাতনা দিতেছে। প্রাণেশ! তুমি কি ইচ্ছা করিয়া আশ্রিতা দাসীকে নৈরাশ করিয়াছ?" পালিতের দৃঢ় অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া গেল। সপ্রেমে বলিলেন, "হৃদয়-রত্ন! তোমার সরলতার তুলনা নাই, হায়! খুল্লতাত কেন আমার বিবাহের অঙ্গীকার করিলেন। হায়! স্বর্গীয় সুধা কি আমার ভাগ্যে নাই!" পালিতের এই আক্ষেপ উক্তি আকর্ণন করিয়া চারুর কমলাস্য ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বদন অন্য দিকে ফিরাইলেন। এই সময় হরিশ স্নানার্থে জাহ্নবীসলিলে নামিলেন। চারুকমল ব্যগ্রভাবে খুল্লতাতের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "কাকা! সাঁতার দেওনা দেখি।" হরিশ সহাস্য মুখে বলিলেন, "মা আমার আজও বালিকা! সাঁতার কি এত দেখিতে ভালবাস?" চারুকমল মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। হরিশ সস্নেহে চারুর পানে চাহিয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। সরলা বালা পুলকিত চিত্তে সহাস্যাননে খুল্লতাতের জলক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে হরিশ স্নান করিয়া উঠিয়া অন্দর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, চারুকমলও পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। সে দিবস চারুকমল আহারান্তে পালিতের কক্ষে গেলেন না; নিজ কক্ষে কৌচের উপর অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তাতরঙ্গে হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। যামিনী কক্ষমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "মা! আজ যে পালিত বাবুর কক্ষে বইস নাই?" চারু কৃত্রিম প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন, "মাথাটা অত্যন্ত বেদনা করিতেছিল, সেই জন্য একটু শয়ন করিয়া আছি।" যামিনী সাদরে চারুর বদন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তা আচ্ছা মা, একটু ঘুমাও, শরীরটা কাহিল হইয়াছে, যাতে সুস্থ থাক, তাই কর। আমি কিনি জেলেনীকে আসিতে বলিয়াছি, তোমার জন্য রোজ কই ও মাগুর মৎস্য

দেবে। সকালে ডাক্তার তোমাকে নিত্য বলকর খাদ্য দিতে বলি-লেন। কিন্তু এখানে রোজ পাঁটা পাওয়া যায় না, তাহাতে আবার যে মেয়ে তুমি, ও সকল প্রায়ই খাও না"। চারু সহাস্য মুখে বলিলেন, "কি এত অসুখ হইয়াছে যে, এত সৃষ্টি করিতেছ কাকিমা?" যামিনী সবিষাদে বলিলেন, "দেখ চারু! তুমি আমাদের যে কি ধন, তা তুমি কি জানিবে? যদি বড় বাবু এখানে থাকিতেন, তবে দেখিতে, কি কাণ্ড করিতেন। তুমি তাঁহার জীবনবৃক্ষের একই মাত্র ফল; তুমি নিরাপদে থাকিলেই আমাদের সুখ।" চারু হাসিয়া বলিলেন, "কাকিমা! ভয় নাই, আমার জীবনের আশঙ্কা করিতেছ না কি?" যামিনী বলিলেন, "দুষ্ট মেয়ে, কি কথাই শিখেছ!" চারু হাস্য করিতে লাগিলেন। যামিনী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে দিন পালিত অতি দুঃখের সহিত অতিবহন করিলেন। চারুকমলের মুখচন্দ্র সে দিন তাঁহার হৃদাকাশ প্রেমময় ভাবে আলোকিত করে নাই, সুতরাং সেই দিনকে অতি দুর্দ্দিন বোধ করিতে লাগিলেন, কিছুতেই সন্তোষ পাইলেন না, সায়ংকালেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। কত আত্ম-ভর্ৎসনা মনে উদয় হইতে লাগিল,—ভাবিতে লাগিলেন, "চারু বিনা জীবন ধারণ করিতে পারিব না, তাহার সহিত এক বেলা কথা কহিতে না পাইলে জীবন অসহ্য, পৃথিবী অন্ধকার, চিত্ত চঞ্চল। প্রভাত কখন হইবে, কখন প্রাণাধিকার প্রফুল্ল আনন দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করিব।" এই সময়ে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবী সন্তানকে স্বীয় অঙ্কে লইয়া চিন্তাস্রোত নিবারণ করিলেন। কিন্তু চিন্তাকুলের বিশ্রাম নাই। বিমাতা কুহকিনী স্বপ্নদেবী সপত্নীতনয়কে সুখী দেখিতে পারেন না, নানা বিভীষিকা দ্বারা শান্তি ভঙ্গ করিলেন। বিমাতার প্রবোচনে জননীকে উপেক্ষা করিয়া পালিত উঠিয়া বসিলেন। তখনও বিভাবরী প্রভাত হয় নাই। পালিত আবার শয্যায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, ক্রমে প্রভাত হইল। বিহঙ্গকুল প্রভাতী রাগে পরমেশের গুণোৎকীর্ত্তন করিতে লাগিল। দয়েলের সুমধুর কণ্ঠস্বরে উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পালিত পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া উপাসনা

করিলেন। পরে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া জাহ্নবীর সৌন্দর্য্য দর্শন ও কুসুম নিকরের পরিমল আঘ্রাণার্থ বাতায়ন মুক্ত করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বন্ধ করিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ বদন হর্ষে বিকাশিত হইল। খড়খড়ীর পাখী তুলিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল সতৃষ্ণ নয়নে বহির্ভাগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার জীবনের সুখ, নির্ম্মল আলোক চারুকমল যামিনীর সহিত জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতেছেন। বালিকা-স্বভাব প্রযুক্ত এক এক বার সন্তরণে উদ্যত, পরক্ষণেই যামিনীর বারণে নিবৃত্ত হইতেছেন। পালিত চারুকমলের বাল্য চপলতা দেখিয়া হাস্য রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু যখনই মনে হইতেছে যে, ঐ নির্ম্মল বালা-স্বভাবে ক্লেশ দিয়াছি, তখনই যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চারুকমল স্নানান্তর বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা হইয়া উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। যামিনীও স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অন্দরে প্রবিষ্টা হইলেন। মতি অন্দর হইতে আসিল। কথক গুলি বাসন লইয়া সলিলে নিমগ্ন করিয়া পরিত্যক্ত সাটী দুইখানি প্রক্ষালন করিয়া বৃক্ষ শাখায় টাঙ্গাইয়া দিয়া বাসন মার্জ্জনে নিযুক্ত হইল। চারুকমল উপাসনা সাঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে উদ্যান মধ্যে পাদবিহার করিতে করিতে একটী প্রস্ফুটিত জুইফুলের বৃক্ষের নিকটে দাঁড়াইলেন। একটী ফুল ছিন্ন করিয়া সুগন্ধ ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। অপ্সরা হস্তস্থিত বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বর কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। পালিত মুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। চারুকমলের কলকণ্ঠ পরাজিত স্বর লহরী সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হইতে লাগিল। চারু অন্য মনস্কভাবে গাইতে লাগিলেন :—

জানিলে কি সঁপিতাম সরল অবলা-প্রাণ।
দারুণ বচন শুনি হৃদয় হলো পাষাণ॥
যে বিদ্যুৎ রমে আঁখি, মরে জীব তারে মাখি,
আমি কি হেরিনু তায়, জীবন করিতে দান॥
অজ্ঞানে অমর সম, রূপ হেরি নিরুপম,
ধরিনু চরণ হৃদে, সে বিঁধিল খর বাণ।

গীত শেষ হইল। চারুকমল অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়া একখানি লৌহ বেঞ্চে বসিলেন। অন্য মনে এক দিকেই চাহিয়া রহিলেন। পালিত যেন জড় পদার্থ, কিছুই অনুধাবন করিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার বোধ হইতেছিল যেন চারুর অন্তর্ভেদী মোহন স্বর এখনও তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে। সেই দীর্ঘশ্বাস এখনও তাঁহার হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিতেছে। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বোধ শক্তি পুনরাবৃত্ত হইল। ভাবিতে লাগিলেন, "জীবনে যাহাই ঘটুক, খুল্লতাত যাহাই বলুন, চারুকে না পাইলে জীবন বৃথা। কোমলাকে আমিই প্রেম পথে লওয়াইলাম, নইলে সে ত প্রণয় জানিত না। সে অনাঘ্রাতা কমলিনী, সতীত্ব-সরোজ, হৃদয় দিয়া আর ফিরিয়া লইবে না। আমি যদি চারুকে বিবাহ না করি তবে ইহলোকে তাহার জীবন বৃথা। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট অনন্ত পুরস্কার তোলা রহিবে। পরন্তু আমার অদৃষ্টে কি আছে? ইহজন্মে দুঃখভোগ, পরকালে উৎকট দণ্ড। হায়! কেন আমি না জানিয়া চারুর বিশুদ্ধ প্রণয় প্রার্থনা করিলাম! কেন চারুকে বলিলাম যে, আমি অবিবাহিত ও তাহার ভবিষ্যৎ স্বামী। সে তখনই সন্দেহ করিয়া পুনঃ পুনঃ সত্য কথা চাহিয়া ছিল। লোকে আমায় যাহাই বলুক, আমি চারুর প্রতি সত্য হইব। আমি কাকাকে বলিব যে, আমি অর্থ চাহি না, ধনীর কন্যা চাহি না—সে অলৌকিক রূপবতী হইলেও অহঙ্কৃতা, কিন্তু আমার চারু সরলা, নির্ম্মলা, ভালবাসা মাখান, মধুরভাষিণী। আমি সদাই চারুকমলকে বলিব, 'আমি কাহারও হইব না তোমারই সত্য প্রেমের চির ক্রীত রহিলাম'। পালিত মনের চিন্তায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, বেলা যে আট ঘটিকা হইয়াছিল তাহা তাঁহার তখন জ্ঞান হইল; তিনি নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া মনে মনে লজ্জিত হইলেন। সোপান হইতে অবরোহণ করিবামাত্র হরিশ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "বাবু! আপনার উঠিতে এত বেলা হইল কেন? কোনও অসুখ করে নাই ত?" প্রত্যুৎপন্নমতি পালিত তৎক্ষণাৎ বলিলেন "না মহাশয়, অসুখ করে নাই, গতকল্য অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আইন

পাঠ করিয়া ছিলাম, সেই জন্য বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।” পালিত উদ্যান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ধীরে ধীরে চারুকমলের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উন্মনা চারু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিন্দু বিন্দু অশ্রুকলা ইন্দীবর নয়ন হইতে ঝরিয়া সুমোহন কপোল দেশ আর্দ্র করিতেছে। গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্টা আছেন। পালিত সাশ্রু নয়নে ব্যগ্রভাবে চারুর হস্ত দুটী ধারণ করিলেন। চারু চমকিয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, “কতক্ষণ আসিয়াছ?” পালিত কোনও উত্তর দিলেন না, তাঁহার সকাতর দৃষ্টি চারুর বদন প্রতি নিবদ্ধ। চারু সঙ্কোচিত ভাবে বলিলেন “প্রিয়তম! হস্ত ধরিয়া থাকা তোমার উচিত নয়। যদি কেহ দেখে দূষ্য ভাবিবে, কেননা তুমি যে আমার ভবিষ্যৎ স্বামী, তাহা আমি কাহাকেও বলিতে পারিব না, আমার সে আশা ধ্বংস হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও মনোমধ্যে তুমিই আমার, তথাপি, হে নাথ! তুমি অপরের, ইহা তোমার স্মরণ থাকা উচিত, নচেৎ আমি সতীত্ব ধর্ম্মে পতিত হইব।” পালিত উৎসাহযুক্ত হইয়া বলিলেন, “প্রিয়তমে! আমি মনোমধ্যে স্থির করিয়াছি যে, খুল্লতাত যাহাই বলুন, লোকে যাহাই বলুক, আমি তোমা বিহনে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। সে সহরের শিক্ষিতা, তারা ত বিবাহ না হইলে এত দোষ বিবেচনা করে না যে, অন্য প্রণয়ে দোষ হইবে, আজ যদি আমি তোমায় বিবাহ করি, কাল সে অপর কাহাকে বিবাহ করিবে”। শেষ বচন উচ্চারণ করিতে করিতে পালিতের স্বর অল্প বিকৃত হইল। চারুর নির্ম্মল মন আমোদিত হইল না। বলিলেন, “তুমি কি সত্য জান যে, তুমি তাঁহাকে না বিবাহ করিলে তিনি অপরকে বিবাহ করিবেন? তা যদি তিনি না করেন, তাহা হইলে আমি কখনও তোমায় বিবাহ করিব না। কেননা আমা হইতে যে কাহারও সুখ ভঙ্গ হইবে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আমায় দেখিবার পূর্ব্বে তুমি অবশ্য তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছ। এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে সে পাপ আমায় স্পর্শিবে। পবিত্র প্রেমে আমিই বন্ধক স্বরূপ হইয়াছি”। পালিত অত্যাশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “স্বর্গীয় পরি! আমি তোমার যোগ্য নই”! চারু তিক্ত হাস্যের

সহিত বলিলেন, "কেন? কি জন্য?" পালিত বলিলেন, "প্রাণাধিকে! তুমি যে আমায় এতাধিক ভাল বাস, ইহাতে আমি স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়াছি। তুমিই আমার অহঙ্কার, আমি এমন নিঃস্বার্থ প্রেম কখনও দেখি নাই; তুমি পবিত্র প্রসূন, তোমাতে সকলই সম্ভব। তাহাকে তুমি যতদূর মনে করিতেছ, বাস্তবিক সে ততদূর মহৎ নয়। তাহাকে অনেকে রূপবতী বলে, তজ্জন্য বোধ হয় তাহার অত্যন্ত অহঙ্কার। আর ইহাও বোধ হয়, আমা অপেক্ষা কোনও উচ্চ পদস্থ পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে সে আমায় ত্যাগ করিয়া সেই বিবাহেই মত দিবে।" চারুকমল ঈষৎ চঞ্চলা হইয়া বলিলেন, "ভদ্র কুলাঙ্গনার এরূপ রীতি উচিত নয়।" পালিত বলিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! অধীনের প্রতি প্রণয় দৃষ্টিতে চাহিয়া কি জীবন দান করিবে?" চারু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "মন প্রশস্তভাবে অগ্রসর হইতে চাহে না পাছে, যদি আবার ভ্রমে পতিত হয়!" পালিত সজল নয়নে কর জোড়ে বলিলেন, "হেমাঙ্গি! সে আশঙ্কা করিও না। মন তোমারই নিকট আবদ্ধ, অন্য স্থানে যাইতে চাহে না।" চারু বলিলেন, "যে সৌভাগ্য রবি অস্ত গিয়াছে, সে কি পুনরুদিত হইবে?" পালিত সহাস্যে বলিলেন, "প্রফুল্ল পঙ্কজিনী ত্যাগ করিয়া রবি কতক্ষণ মেঘাবৃত থাকিবেন? কমলিনী নায়ক সততই প্রিয়তমার ইচ্ছানুযায়ী মনোরঞ্জনে প্রস্তুত।" চারু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, উৎপাটিত তরু সহজে বদ্ধমূল হয় না।" পালিত সচিন্তিত ভাবে বলিলেন, "ভাগ্যে থাকে, সুধা লাভ হইবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ কয় জন ভোগ করিতে পায়?—ভাল কথা—চারু! সে দিন তোমার সহসা মূর্চ্ছা হইয়াছিল কেন? বোধ করিতে পারিয়াছিলে কি?" চারুকমল ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "তোমার পরিণয়ের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মন অতিশয় ব্যথিত হইতেছিল, ভাবিতেছিলাম, 'যখন পিতা দেশে আসিবেন, যখন তিনি আমার বিবাহ দিতে উৎসুক হইবেন, যখন আমি অস্বীকার করিব, তখন তাঁহার বাৎসল্য স্নেহে কত আঘাত দেওয়া হইবে! তিনি কতই নৈরাশ হইবেন!' এই চিন্তাতে অন্তঃকরণে একটা দারুণ অসুস্থতা অনুভূত হইতে লাগিল। যখন সর্পটা আমাদের

মধ্য দিয়া চলিয়া গেল, তখন ভাবিলাম, যে বাইবেলে পড়িয়াছি, সয়তান সর্পরূপে আদি-মাতার ভ্রম জন্মাইয়াছিল, আমারও ভাবী সুখের ধ্বংসের চিহ্ন বুঝি ঐ সর্প, আমরা দুজনে এক স্থানে ছিলাম, সে কেন মধ্যস্থলে আসিল? ভাবিলাম, যে তেমনি দুর্ভাগ্য-সর্প শীঘ্রই আসিতেছে! প্রিয়তমের সহিত চির বিচ্ছেদ হইবে! প্রিয়পতি ও আমার মধ্যে সপত্নী আবরণ হইবে! এই চিন্তাতে আর কোনও জ্ঞান ছিল না, বোধ হইতেছিল পৃথিবী ঘুরিতেছে, সব অন্ধকার! তোমার প্রণয়প্রফুল্ল বদন আর দেখিতে পাইলাম না। পরে যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম কাকিমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছি।" চারুর আয়ত লোচন বারিপূরিত হইল। উন্নত বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। আবার বলিলেন, "আমি তরু-চ্যুত লতা, যাঁহাকে আশ্রয়ার্থ অগ্রসর হইতে ছিলাম, তিনি হেমলতায় জড়িত; সহকার বন্যলতার আলিঙ্গনে অস্বীকৃত।" বলিতে বলিতে মুক্তা-প্রায় অশ্রুমালা কমলানন সিক্ত করিতে লাগিল। পালিত অতিশয় উৎসাহান্বিত হইলেন। সকাতরে চারুর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "সহকার হেমলতা চাহে না। বনলতাই তাহার ভূষণ। তোমারই সত্য স্বামী, আর কাহারও নয়; একটীবার বল তুমি আমার হইবে?" চারু মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। পালিত মুখ নত করিয়া চারুকমলের হস্ত চুম্বন করিলেন, নয়ন সলিলে পবিত্র করতল ধৌত হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

———oo———

অঙ্কুরিত ভগ্নাশা।

হয় ত সুখের দিন আসিবারে পারে।
লভিবারে পারি ফল মনের মতন।
আনন্দ-বর্ত্তিকা-জ্যোতিঃ হৃদয় আগারে।
করিবারে পারে এবে দীপ্তি বিতরণ।

পালিত ও চারুকমল বহুক্ষণ শূন্যমনে ছিলেন। যখন তাঁহাদের বাটীর নিকটস্থ বিদ্যালয়ে সার্দ্ধ দশঘটীকা সূচক ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, তখন তাঁহাদের জ্ঞান হইল। উভয়ে চমকিত হইলেন। চারু সলজ্জিতা, বিচলিত ভাবে বলিলেন, "আমি অতি নির্ব্বোধ, এতক্ষণ একস্থানে থাকা উচিত হয় নাই, তুমি কিছুক্ষণ পরে আসিও।" এই বলিয়া চারু ত্বরিত পদে প্রস্থান করিলেন। পালিত উদ্যান মধ্যে পদশ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হরিশ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় বাহির হইতে গেট মোচন করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। পালিত হরিশকে কহিলেন, "মহাশয়! কোথায় গিয়াছিলেন?" হরিশ বলিলেন, "দাদার নিকট পত্র প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ডাক ঘরে গিয়াছিলাম।" পুত্রদিগের পানে ফিরিয়া পুনরায় বলিলেন, "গৌর, তুমি আজ এত বিলম্বে আসিলে কেন?" গৌর বলিল, "চাস দেখা হইলে পর, পিসীমার কাছে গিয়াছিলাম। কল্য তিনি যাইতে বলিয়া ছিলেন। আসিবার সময় দেখিলাম, নিতাই বাজারে যাইতেছে, তাই নিতাইয়ের সহিত বাজারে গিয়াছিলাম।" সকলে এক একটী চীনের মোড়ায় উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সকলে স্নান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আহারাদির পর পালিত নিজ

পর্য্যঙ্কে শায়িত আছেন, মন আনন্দে পূর্ণ; আশা করিতেছেন, তাঁহার নয়নের প্রিয় জ্যোতি চারু এখনই আসিবেন। এক দিবস চারু তাঁহার কক্ষে আইসেন নাই তাহাতে পালিতের বোধ হইতেছিল, একবৎসর চারু তাঁহার নিকটে বসেন নাই। প্রণয় তৃষিত মন প্রতি শব্দে চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। এই আসিছেন মনে হইতেছে, না আসাতে মন বিষাদিত হইতেছে, কিয়ৎ-ক্ষণ পরে চারুকমল চারু কিরণে তাঁহার কক্ষ আলোকিত করিলেন। পালিত আসক্ত নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি! তোমায় নিকটে পাইবার জন্য বহুক্ষণ তৃষিত চাতকের ন্যায় দ্বারপানে চাহিয়া আছি, কিন্তু আশা-নীরদ প্রণয় বরিষণে অতি কৃপণ।" সরলা বালিকা পালিতের প্রণয় দৃষ্টিতে ও মানসহরণকারী কোমল সম্বোধনে মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তাঁহার ভগ্নাশা অঙ্কুরিত হইল। ছলনা শূন্য পবিত্র কটাক্ষে পালিতের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেম-ময়ী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া পালিতের মন অধৈর্য্য হইল, সরল মুগ্ধ আনন পানে ঘন ঘন দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পবিত্র ওষ্ঠ চুম্বনার্থ অন্তঃকরণ ব্যগ্র হইতে লাগিল। সেই ব্যগ্রতা নিবারণার্থ চারুকমলের সুকোমল করযুগল নিজকরে লইয়া বিমুগ্ধ অন্তরে নিষ্পীড়ন করিলেন। চারুকমল লজ্জায় ও আন্তরিক উৎসাহে জড়ীভূতা হইয়া পড়িলেন, হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। ইচ্ছা, হস্ত টানিয়া লন, কিন্তু অবশ, ক্ষমতা নাই। এই সময় সোপানে পদ শব্দ হইল। পালিত ত্বরিত ভাবে চারুর হস্ত ত্যাগ করিয়া পালঙ্কের উপর স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। চারু চঞ্চলতা গোপন করিবার জন্য বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পরক্ষণেই যামিনী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চারুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চারু! বড় বাবুর নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে।" চারু সোৎসুক বাক্যে বলিলেন, "কৈ?— পত্র কোথায়?" যামিনী তাঁহার হস্তে একখানি পত্রিকা দিলেন। চারু লিপিকে প্রণাম করিয়া উন্মোচন করিলেন। পাঠ করিয়া তাঁহার বিশাল মৃগাক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; যামিনী সস্নেহে সেই অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইল। সৌভাগ্য কাহারও চিরস্থায়ী নয়; যে দিনমণি মধ্যগগণে থাকিয়া দুর্ব্বিষহ তেজ বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই আবার এক্ষণে হীনকান্তি হইয়া অস্তাচল সন্নিহিত হইলেন; পতন কালে কর সহস্রও তাঁহার অবলম্বন হইল না, মনের বিরাগেই যেন বিবর্ণ হইলেন; পরিশেষে নিজ তেজঃপুঞ্জ নিমজ্জন করিতে পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করিলেন। দিবা ভর্ত্তৃবিরহে মলিন হইয়া অনুগমন করিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তৎকালে না সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারকা, কিছুই রহিল না। সুতরাং নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া সকলেই প্রীত হইতে লাগিল; কেননা যেখানে বিশেষ গুণ নাই, সেখানে দোষ না দেখিলেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। প্রিয় সমাগম বিরহে কমলিনী নয়ন মুদ্রিত করিয়া নতমুখী হইলেন। দেখিয়া, কুমুদিনী হাসিতে উদ্যত হইল, পক্ষিগণ কলরব করিতে লাগিল, মেদিনী নূতন ভাব ধারণ করিলেন; সন্ধ্যাকালীয় শঙ্খধ্বনিতে অট্টালিকার অভ্যন্তর প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। যামিনী উঠিলেন, চারু উঠিলেন, উভয়েই বলিলেন, "কথায় কথায় বেলা গেল, অনেক কাজ আছে।" উভয়ে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলে, অল্পসময় পরে পালিতও তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। সন্ধ্যার পর পালিত উদ্যান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে তাঁহার প্রিয়তমা নিকটে থাকিলে সময় যে কত শীঘ্র কাটিয়া যায়, তাহা অনুমান করা যায় না। তাঁহার বাক্যসুধাপানে চিত্ত চকোর পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। চারু বিহনে সময় অলস, যেন চলিতে পারে না; মন অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পালিত অন্যমনস্ক ভাবে ইজি চেয়ারে শয়ন করিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই তাঁহার হৃদয়ানন্দ চারুকমল সহাস্য আননে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পালিতের বিমর্ষ বদন উজ্জ্বল হইল। অর্দ্ধোত্থিত হইয়া সপ্রণয় সম্ভাষণে বলিলেন, "এস হৃদয়েশ্বরি এস! আমার হেম কমলিনি এস!" চারুকমলের আস্য আরক্তিম হইল। সলজ্জ ভাবে বলিলেন, "কেন পরিহাস করিতেছ?" পালিত সপ্রেমে বলিলেন,

"না হেমাঙ্গি! পরিহাস নয়। সে দিবস যখন তুমি মূর্চ্ছিতা হইয়া ছিলে আমার বোধ হইয়াছিল যেন সৌদামিনী খসিয়া অচলা হইয়া রহিল! তোমার নিরুপম লাবণ্যের তুলনা নাই।" চারুকমল হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কবি হইলে তোমার রচিত কাব্য সকলে সমাদরে গ্রহণ করিতেন।" পালিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কেন চারু?" চারু বলিলেন, "তোমার নানা রকম তুলনা এবং সম্বোধনের উদাহরণ অতি চমৎকার, যেন নবেল কিম্বা কাব্য কণ্ঠে গাঁথিয়া রাখিয়াছ!" পালিত সহাস্যে বলিলেন, "তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিয়া হৃদয় তৃপ্তি করিব, তাহা বোধ হয় বর্ণমালাতেও নাই। প্রিয়তমে! অন্তর মুক্ত করিয়া দেখাবার হলে দেখাইতাম যে আমি তোমায় কত ভালবাসি।" চারু হাসিয়া বলিলেন, "চিত্তহারি! অধীনীর প্রতি যেন চিরকাল এইরূপ ভালবাসা থাকে। আর সে দিনের ঘটনা মনে হইলে হৃদয় কম্পিত হয়, আমি যেন জ্ঞানশূন্য হই"। পালিত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না চারু! সে কথা আর তুলো না, ভুলিয়া যাও। হায়! মূর্চ্ছাবস্থায় বলিতেছিলে 'আমাদের দুইজনের মধ্যে ও কেন আসিল?' সে কথাটী আমার মনে এখনও যাতনা দিতেছে; সে কথাগুলি অতি অস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হওয়াতে বোধ হয় আর কেহ বুঝিতে পারে নাই।" চারু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, "মূর্চ্ছাবস্থায় কি বলিয়াছিলাম, মনে নাই, কিন্তু অদ্যকার আশ্বাসে আমার ভগ্নাশা অঙ্কুরিত হইয়াছে।" পালিত কোমল স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে! একটী প্রার্থনা করিব, পূর্ণ করিবে কি?" চারু মৃদু হাসিয়া স্মিত ভাবে ভ্রূ সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন, "কিরূপ প্রার্থনা? না শুনিলে বলিতে পারি না।" পালিত বলিলেন, "আজ প্রত্যূষে যেমন স্বর্গীয় স্বর-লহরী শুনিয়াছি, তেমনি শুনিতে ইচ্ছা করি।" চারুর বিস্ফারিত নয়ন নত হইল। সলাজে বলিলেন, "তুমিত বেলায় উঠিয়াছ, কি করে শুন্‌লে?" পালিত মৃদুস্বরে বলিলেন "অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ছিলাম, কিন্তু তোমার অন্তর্ঘাত মোহন স্বরে আমি জ্ঞান শূন্য হইয়া ছিলাম, তাহাতেই তোমরা মনে করিয়াছ যে আমি বেলায় উঠিয়াছি। তা যাহাই হউক, তুমি

বল, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে?" চারু হাসিয়া বলিলেন "এক দিন দেখা যাবে।" পালিত আগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া বাতায়নে বসিয়া থাকিব, অদ্যকার মত তুমিও কল্য একটু সকালে উঠিলে আশাতীত সুখী হইব।" চারু সহাস্যে বলিলেন "হৃদয়েশ! আমি কেমন করিয়া তোমার প্রণয় অগ্রাহ্য করিব? তোমার সুখেই আমার সুখ, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হইবে, তাহাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এক্ষণে আমার সমগ্র জীবন ঈশ্বর সেবিতে এবং পিতাকে পূজিতে দিতে পারি না, ঈশ্বরের আজ্ঞামত অর্দ্ধেক তোমারই। তোমার ইচ্ছানুবর্ত্তিণী হইয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিব; কেন না সর্ব্বতোভাবে পতির আদেশ পালন করাই ঈশ্বরের আজ্ঞা। তোমার ইচ্ছামত কাল প্রত্যূষে উঠিয়া সংগীত শিক্ষা সার্থক করিব। এক্ষণে যাই, পিয়ানো বাজাইগে।" চারুকমল চলিয়া গেলেন। পালিত এক দৃষ্টে প্রিয়তমার নিরুপম মোহিতকারী গমন মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। পরে যামিনী পালিতের আহার আনিলেন, পালিত ভোজনে উপবেশন করিলেন, পরক্ষণ চারুর কক্ষে মানস হরণকারী পিয়ানো বাজিতে লাগিল। পালিতের হস্তের আহারীয় হস্তেই রহিল; বদন প্রণয় হর্ষে বিভাসিত; এক মনে শুনিতে লাগিলেন। যামিনী অতি চতুরা রমণী, পালিতের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু মন হরিষে বিষাদ যুক্ত হইল, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ভাবিলেন, যদি লোভের পুরস্কার অমৃত হয়, তবেই ভাল, নচেৎ তাঁহার যে ভাগ্য, গরলেরই সম্ভাবনা। পরদিন উষা আগমনের পূর্ব্বেই পালিত গবাক্ষ সন্নিধানে উপবিষ্ট, মন প্রণয়িণী দর্শনে উল্লাসিত। ক্রমে সৌম্য-দর্শনা ভানু-প্রিয়া পূর্ব্বদিক বিভা করিলেন। প্রকৃতির নয়নস্নিগ্ধকর-মূর্ত্তিখানি অল্প অল্প দেখা যাইতে লাগিল; বিহঙ্গ কুল সুমধুর স্বরে জগৎ মাতার আরাধনা করিতে লাগিল। জাহ্নবীর তরল তরঙ্গ মৃদু মৃদু উচ্ছলিত হইয়া তটে আঘাত করিয়া আপন গৌরবে যেন বিভাবরীকে উপহাস করিয়া ভেসে ভেসে যাইতে লাগিল। এই সময় চারু তাঁহার পরিচারিকার

সহিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহার সরল অন্তে প্রণয় চিন্তা সংবৃত, লজ্জার চপলতা তাঁহার মোহিতকারী নেত্রে ক্রীড়া করিতেছে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ চারিদিকে চাহিয়া প্রভাত কালীয় প্রকৃতির নিরুপম সৌন্দর্য্য মনোমধ্যে উপলব্ধ হওয়াতে তাঁহার হৃদয় হইতে প্রণয় চিন্তা অন্তর্হিত হইল। ঐশিক চিন্তায় অন্তরাগার পূর্ণ; বদন স্বর্গীয় ভাবে বিভ্রাজিত, ধীরে ধীরে সাবধানতা সহকারে স্নান সমাপ্ত করিলেন এবং বস্ত্র ত্যাগান্তর উপাসনায় উপবিষ্টা হইলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে পর যামিনী স্নানার্থে আগমন করিলেন। চারুকে দেখিয়া বলিলেন "ওমা! তুই এত সকালে উঠিয়াছিস্? উপাসনা পর্য্যন্ত যে সাঙ্গ হইয়াছে।" চারুর চারু বদন সহসা রক্তিম হইল, বাক্যস্ফোটনে অক্ষম; এত লজ্জিত হইলেন যে তিনি জীবনাবধি এতাদৃশ লজ্জা বোধ করেন নাই। পরে শান্তচিত্ত হইয়া বলিলেন "কাকিমা তুমি কি আমার উপর রাগ করিতেছ? ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শুইয়া থাকিতে পারিলাম না, স্নান করিতে আসিলাম, দেখিলাম মতিও বাসন মাজিতে আসিতেছে, সেই জন্য তোমাকে ডাকি নাই।" যামিনী স্নেহ পূর্ব্বক বলিলেন "তোমার উপর কি মা রাগ হয় যে রাগ করিব, তুমি আমার নির্ম্মলা বালিকা! আমার স্নেহময়ি! তবে এত সকালে স্নান করিলে পাছে কোন অসুখ হয় তাই আশঙ্কা করি বইত নয়।" যামিনী এই বলিয়া সলিলে নামিলেন, চারু সহাস্য বদনে উদ্যানে পদশ্চারণ করিতে লাগিলেন; পালিতের গবাক্ষের দিকে চাহিলেন কিন্তু লজ্জায় চক্ষু নত হইয়া পড়িল, সুমোহন গোলাপি কপোলদ্বয় ঘোর বর্ণ ধারণ করিল; পরক্ষণে বন-প্রিয়াকে লজ্জা দিয়া হৃদয়-হারী সুমধুর গীতধ্বনি পবিত্রা বালার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে লাগিল;—

প্রাণেশ পরম নিধি কামিনী মনোমোহন,
অনিত্য অবনি মাঝে আছে আর কি রতন?
ইচ্ছা হয় হৃদাসনে, বসাইয়া পতিধনে,
একান্ত ভকতি মনে, নিত্য করি আরাধন।
মানস তুলসী লয়ে, বাসনা চন্দন দিয়ে,
প্রণয় কুসুম দানে, ও পদ করি অর্চ্চন॥

চাঁরুর স্বর ক্রমে মিলাইয়া গেল ; নিনাদিত বিহঙ্গকুলের স্বর সেই সময়ে কর্কশ বোধ হইতে লাগিল, পালিতের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন শ্রুতিতৎপর হইল। সরলা বালিকা লজ্জিতভাবে একবার বাতায়নের দিকে চাহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন সেই কটাক্ষে কেবল বিশুদ্ধতা ও নির্ম্মলতা প্রকাশ। চারু দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে পালিতের বোধ হইল দর্শনীয় বস্তু আর কিছুই নাই, যাহা কিছু শুনিতে লাগিলেন সকলই অসন্তোষ জনক ; ভাবিতেছিলেন "স্বর্গীয় পবিত্র কি ধরাতলে বাস করিতেছেন! কি অলৌকিক মানসহরণকারী স্বর! শুনিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না ক্রমাগত শুনিতে বাসনা হয়; কি পবিত্র সম্বোধন! আমি কি সৌভাগ্যশালী! পতিব্রতে! আমি কি তোমার আরাধনের যোগ্যপাত্র। সরলে! তোমার তুলনা নাই, আমি যত দিন পৃথিবীতে থাকিব তোমায় পূজা করিব, তুমিই আমার হৃদয়ের আরাধ্য বস্তু। নির্ম্মলে! ধরাতলে তোমার সদৃশ আর দ্বিতীয় নাই।" পালিত দেখিলেন দিনকর ক্রমে ভুবন আলোকিত করিলেন, ব্যস্ত হইয়া নিম্নে অবরোহণ করিলেন, পরে উদ্যানে গমন করিয়া একটী লৌহ বেঞ্চে বসিয়া উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন।

রাত্রিকালে আহারাদির পরে পালিতের কক্ষে চারু চেয়ারে বসিয়া আছেন, পালিত ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়ীত অবস্থায় বলিলেন "চারু তোমার সহজ স্বরে কিন্নরীকুল লজ্জিত হয়, তাহাতে তোমার সংগীত যে মনোহারী হইবে ইহা আশ্চর্য্য নয় ; অতএব যে পিতা এমন তনয়া পাইয়াছেন তিনি ধন্য, এবং আমি যবে ঐ সুকোমল পাণি গ্রহণ করিব তখন আমিও চরিতার্থ হইব।" চারু মৃদুহাস্যে বলিলেন "প্রিয়তম তোমার প্রশংসা আমাকে অহঙ্কৃতা করিবে আমি এরূপ প্রশংসার যোগ্য নয়, দেখ ঈশ্বরের অনুগ্রহে পিতার যাদৃশ স্নেহপাত্রি তেমনি তোমার প্রণয়িণী হইয়াছি ; ভালবাসা সহকারে লোকে মনে করে যে অমুক বড় ভাল, তার তুলনা নাই।" পালিত হাসিয়া বলিলেন, "কোনও কোনও স্থানে তা হয় কিন্তু এস্থলে রত্ন আপন মূল্য জানেন না।" এই সময় যামিনী কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন. "চারু দশটা বেজে গেছে,

শয়ন করিবে এস।' চারুকমল সলজ্জিতা হইয়া যামিনীর সহিত কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

পুরুষ জাতির প্রতারণা।

রবে বটে দূরে নাথ ত্যজিয়া আমায়,
নয়ন হেরিবে কিন্তু সতত তোমায়।
ভুলিবে ভুলিয়া যাও, মনোমত বেছে ন্যাও,
অধীন তোমারে কভু ভুলিবেনা তায়॥

এক দিবস সন্ধ্যাকালে যামিনী ও চারুকমল উভয়ে উদ্যানে এক খানি লৌহ বেঞ্চে বসিয়া আছেন। চারুর প্রস্ফুটিত গোলাপ আস্য ঈষৎ মলিন দেখিয়া যামিনী কারণ জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইতে ছিলেন কিন্তু পশ্চাতে পদ শব্দ হওয়াতে সেই দিকে ফিরিলেন; পর মুহূর্তে পালিত তাঁহাদের সম্মুখের লৌহ চেয়ারে উপবিষ্ট হওয়াতে চারুর মলিন বদন প্রফুল্ল হইল ও আন্তরিক আনন্দ সহাস্য মুখে কিরণ দিতে লাগিল। চতুরা যামিনী চারুকমলের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিষাদিত হইলেন। পরে সকলের কথোপকথন চলিতে লাগিল। ক্রমে শরৎ-কালীয় জ্যোৎস্নায় উদ্যান আলোকিত হইলে পালিত অন্দরে যাইবার

জন্য উঠিয়া বলিলেন "আপনারা আসিবেন ?" যামিনী ও চারু "হাঁ চলুন" বলিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। সেই বিভাবরীতে হরিশ নিজ শয়ন কক্ষে পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া তাম্রকূট পান করিতে ছিলেন। যামিনী বিষন্ন ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কের নিকটস্থ এক খানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন, হরিশ বিস্মিত ভাবে বলিলেন "তোমার এরূপ বিষণ্ণ বদন কেন ? কি ঘটনায় ঐ সাহসিক অন্তঃকরণ আঘাত পাইয়াছে ?" যামিনী সবিষাদে বলিলেন "আমার অদৃষ্ট দর্শনই আমায় যাতনা দিতেছে, সে দিন 'আনন্দালয়' হইতে আসিবার সময় পথি মধ্যে মূর্চ্ছার পর বাটী আসিয়াই নিতাইকে দিয়া লক্ষ্মণ ডাক্তারকে ডাকাতে, তিনি আসিয়া চারুর পিট বুক্ সব চোঙ্গ্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া পরে আমাকে গোপনে বলিলেন, 'পীড়া সাংঘাতিক—অন্তঃকরণের বেয়ারাম, ইংরাজিতে ইহাকে হার্ট ডিজিজ্ বলে ; ইঁহাকে সর্ব্বদা সন্তোষে রাখিবেন, বলকর খাদ্য সর্ব্বদা খাওয়াইবেন, সহসা উৎসাহ যুক্ত হইলেই ভয়, হঠাৎ মন্দ সংবাদাদি শুনিলেই মৃত্যু হওয়ার সম্ভব। বোধ হয় পিতা বিদেশে যাওয়াতে এ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে ; কোনও ঘটনা হইলে যাহাতে উৎসাহ যুক্ত না হয়েন এ বিষয়ে আপনারা সতর্ক থাকিবেন'। আরও বলিলেন, 'এ পীড়ার বিশেষ ঔষধ নাই, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মে থাকাই এর ঔষধ।' বড় দিদি এই রোগেই মরিয়াছেন, কন্যাকে রোগটী দিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে পালিত বাবু চারুকে ভাল বাসেন এবং চারুও তাঁহাকে দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়, এস্থলে কি করিব ; বড় বাবুর বিদেশ গমনাবধি চারু সর্ব্বদা বিরস ভাবে থাকিত, কিন্তু প্রায় এক মাস দুই মাস হইল খুব সন্তোষের চিহ্ন দেখায়, বিশেষতঃ পালিতকে দেখিলে আনন্দ তার মুখে কিরণ দিতে থাকে। পালিতবাবুও চারুর সহিত কথোপকথনে প্রফুল্ল, একবার ভাবি যদি পালিত বাবু আমাদের জামাতা হন তবে এ সুখের প্রণয়, কিন্তু যদি তিনি প্রতারক হন, আমার পবিত্র বালার যদি সরল মন হরণ করিয়া চলিয়া যান তবে সে কি প্রাণে বাঁচিবে ?" যামিনীর আর বাক্য উচ্চারণ হইল না, বাষ্পে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে

লাগিলেন। হরিশ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় উপবিষ্ট, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ধারায় প্রশান্ত বদন প্লাবিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন "পীড়া সাংঘাতিক বটে এবং ঐ পীড়ার আকস্মিক বিপদ স্মরণ হইলে মন ধৈর্য্য হয় না; কিন্তু চারু আমাদের পবিত্র প্রসূন, সতীত্ব সরোজ, সে গুপ্ত প্রণয় করিবে না এ নিশ্চয়, এরূপ সন্দেহ করাও আমাদের পাপ, যদি সে বিশুদ্ধ প্রণয় করে তাহাতে দোষ নাই; পালিত যদি চারুর পাণিপ্রার্থনা করেন তবে আমরা প্রীত হইয়া স্বীকার করিব। চারুকমল সরলা বালিকা সে সকলকেই সরলরূপে ভাল বাসে, যদি পালিতের সহিত কথা কহিতে সন্তুষ্ট হয় তবে বাল্য চাপল্য প্রযুক্ত; কাহার সহিত সন্তোষ সহকারে কথা না কহে? সকলকেই সমান ভাবে যত্ন মমতা করে, সে স্বর্গীয় পরি তাহাতে মর্ত্তোর পাপ নাই।" এই কথায় যামিনী সান্ত্বনা পাইয়া শয়নার্থ পালঙ্কে প্রবেশ করিলেন।

পর দিবসের নিশি ভাগে আহারাদির পরে চারুকমল পালিতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যবদনে বাতায়নের নিকটস্থ চেয়ারে উপবিষ্টা হইলেন। প্রণয় আলোকে পবিত্র প্রসূনের নির্ম্মল অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রমোদিত। পালিত প্রণয়িণীর পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া আনন্দ সলিলে নিমজ্জিত হইয়া বলিলেন "প্রিয়তমে ঐ ইন্দুবদন যতক্ষণ হৃদাকাশ প্রীতি কৌমুদী দানে আলোকিত না করে ততক্ষণ এই তৃষিত চকোর নিরানন্দে থাকে।" চারুকমল মৃদু হাসিয়া বলিলেন "হৃদয়েশ্বর অধীনও স্বীয় নাথকে না দেখিলে অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে এজন্য একবার মনে করিলাম নিজ কক্ষে গমন করি কিন্তু পারিলাম না একবার জীবনারাধ্য দেবতাকে দর্শন না করিয়া শয়ন করিতে যাওয়া অসাধ্য হইল। অদ্য কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতেও সাহস করি না যেহেতু কাকিমা অধিক রাত্রি হইলেই ডাকিতে আসেন, আমার মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়।" পালিত হাসিয়া বলিলেন "বিশুদ্ধ প্রণয়ে বোধ হয় তাঁহারা অসন্তুষ্ট নন, যত শীঘ্র আমাদের বিবাহের দিন হইবে ততই আশাতীত সন্তোষ লাভ করিব। কিন্তু আমি নিজে আমার খুল্যতাতকে জানাতে লজ্জা বোধ করি তাঁহাকে না

জানাইয়া বিবাহ করাও উচিত নয়; এজন্য ইচ্ছা করিতেছি একদিন কলিকাতায় গিয়া তোমার সহিত বিবাহের বিষয় কোনও বন্ধুর দ্বারায় তাঁহাকে জানাইব।" চারুকমল লজ্জায় নতমুখী হইলেন, আরক্তিম বর্ণে স্থমোহন কপোলদ্বয় রঞ্জিত হইল। মৃদুস্বরে বলিলেন, "উতলা হওয়া উচিত নয়, আগামী বৎসরের প্রথমেই পিতা বাটী আসিবেন তাঁহার নিকট উদ্বাহের কথা উত্থাপন করিলে তিনি তোমার কাকার নিকট বলিলেই হইবে।" পালিত সহাস্যে বলিলেন, "ঐ পরামর্শ উত্তম বটে কিন্তু সময় আমার অতি কষ্টকর, ঐ চারু চন্দ্রানন এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারি না, আমার চারু কবে প্রকাশ্যরূপে আমার হইবে।" চারু আনন্দ অন্তরে হাস্য করিলেন, পরে প্রণয়ীদ্বয় অতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়াছাড়ি হইলেন।

নরেশের জীবনাগারের আলোক নির্ম্মলা চারুকমল, পালিতের অমৃতময় প্রণয় বাক্য পান করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যসুখ বোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রফুল্লতার উন্নতি হইতে লাগিল, যেন এক খানি নিরুপমা লাবণ্যময়ী প্রতিমা; বলা বাহুল্য, চারুকমলের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল, শারীরিক কোনও পীড়া ছিল না, মন নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তির আশায় পূর্ণ। কিন্তু প্রবঞ্চকগণের প্রতারণায় নির্ম্মলা কামিনীকুল সর্ব্বদা মুকুলেই দলিত হয়; পবিত্রভাবে জীবন মন সকলই যাহাদের সমর্পণ করে তাহারাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিশুদ্ধ প্রণয়কে ঘৃণিত করে; সত্যতার ছলে বিশুদ্ধচিত্তাদের বিশ্বস্তা করায়, পরে জঘন্য রিপুপরতন্ত্র হইলে সেই সত্যত্ব, শপথ ও বিশ্বাস সকলই ধ্বংস হয়; কিন্তু যখন সেই অচতুরা বিমল স্বভাবারা প্রতারণা জানিতে পারে তখন তাহারা পার্থিব সুখে একেবারে নিরুৎসাহ ও পবিত্র বিশ্বাসে বঞ্চিত হয়, কখনও কখনও অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জিত হয়।

শরৎ ঋতু গত হইল, আর্য্য জাতির প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা নির্ব্বাহ হইয়াছে। রাজকার্য্যালয় মুক্ত হইয়াছে। হাইকোর্টের এক জন উকিল, বেলবাগানে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেছেন; তিনি যে সময়ে বায়ুসেবনের জন্য বেলবাগানে বাস করিতে আসেন সে সময়ের শরীরের অবস্থা এখন আর নাই, এক্ষণে সম্পূর্ণ বলবান, ঈষৎ স্থূলকায় ও লাবণ্যবিশিষ্ট। কিন্তু নানা চিন্তা তাঁহার মনকে

আক্রমণ করিতে লাগিল, পুরুষ জাতির অনেকেই রিপু বশীভূত, নানা ব্যক্তি নানা প্রকার রিপুর দাসত্ব করেন। পালিতের ধন লিপ্সা প্রবল; তিনি চিন্তা করিতেছিলেন যে, আদালত খুলিয়াছে, শারীরিকও ভাল আছেন, এক্ষণে বসিয়া থাকা উচিত নয়, কিন্তু চারুকমলকে পরিত্যাগ করাও অসাধ্য, সুতরাং সাহস পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন হৃদয়ের কর্ম্ম। এই সময়ে এক দিবস প্রকৃতির প্রিয় সুতা সরল স্বভাবা, সহাস্যভাবে পালিতের কক্ষে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে উপবিষ্টা হইলেন। যেমন ফুল্ল গোলাপ দেখিলে বুল্‌বুল্‌ সুস্বরে গান করে, তেমনই চারুকমলের প্রফুল্ল পঙ্কজানন দেখিলে পালিত প্রণয় সম্বোধনে তাঁহার মন হরণ করিতেন; কিন্তু অদ্য নীরব, চিন্তাপর্য্যাকুল; প্রিয়তমের ভাবনাযুক্ত বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া সকাতরে চারুকমল কহিলেন, "প্রাণাধিক! তোমায় চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন? কি ঘটনা হইয়াছে যাহাতে অধীনের প্রতিও নীরব।" চারুকমলের কোমল স্বর পালিতের প্রণয়ি অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিল, বিমর্ষভাবে বলিলেন, "আমার সরল সরোজ! তোমায় এ বৃত্তান্ত বলিতে ভয় করি, কেননা নবনিত অপেক্ষা কোমল অন্তঃকরণে সামান্য আঘাতেও দাগ পড়ে; এই মাসে একটা গুরুতর মোকদ্দমার বিচার হইবে, তাহাতে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে, কি করি উপায় নাই।" চারুকমল নির্ব্বাক্য, নিস্পন্দ; বালিকা স্বভাবপ্রযুক্ত পালিতের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, অজস্র অশ্রুধারায় কমনীয় বদন প্লাবিত হইতে লাগিল। ঐ শিশির সিক্ত পঙ্কজানন দেখিয়া পালিত অতিশয় মনঃপীড়িত হইলেন, দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে! ক্রন্দন করিও না, তোমার অন্তঃকরণ দুর্ব্বল, ক্রন্দনে মূর্চ্ছা হইতে পারে। চারুকমল বাষ্প নিরুদ্ধ হইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "নাথ! তুমি আমায় ভুলিবে, তোমার মনোমত ভাবী স্ত্রীকে দেখিয়া অনায়াসে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু অধীন ত ভুলিতে পারিবে না, নাথ! আর কখনও কি ঐ রমণীমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করিতে পাইব না? ঐ সুমধুর স্বর শ্রবণ না করিলে কর্ণ যে বধির হইবে, আমি কি করিয়া জীবন ধারণ করিব? আমি যে ক্ষণকাল না দেখিলে ধৈর্য্য ধরিতে পারি

না, এই দীর্ঘ নিরবশেষ বিশ্লেষ কিরূপে সহ্য করিব!" চারুকমলের খেদোক্তিতে পালিতের অন্তঃকরণ শল্যবিদ্ধ হইতে লাগিল, সকরুণে চারুকমলের সুকোমল কর ধারণ করিয়া সপ্রণয়ে বলিতে লাগিলেন, "হৃদয়েশ্বরি! কেন দুর্ভাবনায় কোমল অন্তঃকরণকে যাতনা দিতেছ, তোমাকে ছেড়ে আমি যত সুখী হইব তা ঈশ্বরই জানেন; মধ্যে মধ্যে পত্র পাঠাইব, যদি সুবিধা হয় নিজেও দেখিতে আসিব, পরে তোমার পিতা বাটী আসিলে আমাদের উদ্বাহ নিষ্পন্ন হইবে।" চারুকমল ধীরে ধীরে বলিলেন, "কবে তুমি যাইবে?" পালিত,—"কল্য বৈকালে।" পালিতের বাক্য শেষ না হইতে হইতে চারুর হরিণী নয়নে বাষ্প বরিষণ হইল। পালিত ব্যগ্রভাবে স্বীয় রুমালে অশ্রু মুছাইতে উদ্যত হইলে চারু সঙ্কোচিত ভাবে বলিলেন, "অন্তঃকরণ দান নিজের ক্ষমতা, কিন্তু দেহ দান কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা, বিশেষ আমার জন্মদাতা বিদ্যমান, সম্প্রদান না হইলে স্পর্শ করা অনুচিত।" পালিত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হস্ত মনোবৃত্তির পরবশ হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভ্রম হইয়া থাকে।" চারুকমল বিমর্ষভাবে বলিলেন, "এক্ষণে রাত্রি অধিক হইল, শয়ন করিগে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুনরায় বলিলেন, "কল্য কার কাছে অনুমতি লইব!" পালিত সকাতরে বলিলেন, "প্রাণাধিকে শয়ন করগে, ঈশ্বর পুনরায় আমাদের একত্রিত করিবেন; তোমারই আমি, আর কাহারও হইব না নিশ্চয় জানিও।" চারুকমলের ব্যথিত মন সান্ত্বনা পাইল না, ভাবিতে ভাবিতে নিজ কক্ষে গমন করিলেন। পালিত স্বগত বলিলেন, "পবিত্র প্রসূন! এ অবনিতে তোমার বিশুদ্ধ প্রণয় রাখিবার পাত্র নাই, আমি অতি নৃশংস তাই তোমায় ক্লেশ দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইতেছি, কিন্তু যা করি না কেন তোমার প্রণয়ে আমার অন্তরাগার পূর্ণ, আর কাহাকেও ভাল বাসিবার স্থান নাই।" চারু দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে পালিত শয়ন করিলেন। চারুকমল নিজ কক্ষে গিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। উপধানে বদন লুকাইয়া বহুক্ষণ রোদন করিতে লাগিলেন; পরে উপবিষ্টা হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুণাময়! জ্ঞানহীনাকে দয়া কর, ধরাতলের সুখ ইচ্ছা দূর কর, যেন তোমারই

প্রিয় তনয়া হইয়া, তোমারই ইচ্ছানুমতে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে সক্ষম হই, পিতঃ! অভাগিনীকে এ দারুণ সন্তাপ হইতে সান্ত্বনা প্রদান কর যেন অন্তিমকালে ঐ সত্যধামে গিয়া নিত্য শান্তি ভোগ করিতে সমর্থ হই—এই প্রার্থনা।" ঈশ্বর স্মরণে দুর্ব্বল মন সবল হইল, পরে সর্ব্বসন্তাপ হারিণী জননী নিদ্রাদেবী অতর্কিতরূপে পবিত্র বালিকাকে স্বীয় অঙ্কোপরি স্থাপন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে পালিত সকলের নিকট বিদায় লইলেন। তাঁহার কল্পিত অমায়িকতায় সকলেই বশীভূত হইয়া ছিলেন, গমন সংবাদে সকলেই বিষাদিত হইলেন। যামিনী সাশ্রুনয়নে কিছু জলখাবার আনিয়া দিলেন, পালিত আহারার্থ উপবিষ্ট হইলে যামিনী বাৎসল্যভাবে বলিলেন, "দেখ বাছা যেন একেবারে আমাদের ভুলিয়া যাইওনা, তোমার আসা কেবল আমাদের মায়া বাড়ান বইত নয়"। পালিত সবিনয়ে বলিলেন, "আপনাদের যদি ভুলি তবে আমার মত পাপাত্মা আর নাই, আমার পীড়া কেবল আপনাদের প্রগাঢ় যত্নেতেই ভাল হইয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে আপনাদের সংবাদ লইব, যদি কখনও সুবিধা হয় তবে আপনাদের দর্শন করিতেও ত্রুটী করিব না। চারুকমল কোথায়? তাঁহার নিকট বিদায় লইব।" যামিনী বলিলেন "সে তার ঘরে আছে।" পালিত চারুকমলের কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন, গমনে তাঁহার চরণ অশক্ত হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, "আমার মত নিষ্ঠুর আর নাই আমি এতাদৃশ নির্ম্মলা বালাকে প্রণয় পাশে বন্ধন করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি, হায়! ধন লিপ্সা কি ভয়ানক রিপু যে তজ্জন্য প্রণয়িণীকে ফেলিয়া যাইতেছি, তার নিকটে বিদায় লইতে চরণ উঠিতেছেনা, তার ক্রন্দনে পাষাণ অন্তঃকরণও বিদীর্ণ হয় সেই সরল প্রেম প্রতিমেন্দু ক্রন্দন করিলে কি বলিয়া বুঝাইয়া বিদায় লইব।" ক্রমে চারুর কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিলেন গৃহের পূর্ব্বধারে দুইটী আলমারি, তার নিকটে বেঞ্চের উপর চারিটী বাক্স, পশ্চিম ধারে জানলা, গৃহমধ্যে টিপাই ও তাহার পার্শ্বে দুইখানি চেয়ার ও একখানি ইজিচেয়ার, নিকটেই একখানি

পর্য্যঙ্ক; টিপায়ের উপর কতকগুলি উত্তম উত্তম শিশি, বোতল, দোয়াত, কলমদান, কাগজ; গৃহের কোনে পিয়ানো, তার উপরে একখানি পুস্তক খোলা রহিয়াছে, তার নিকটে উচ্চস্থানে সেজ স্থাপিত। চারু পালঙ্কে শয়ন করিয়া গৃহদ্বারেব বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। পালিত মৃদু-স্বরে বলিলেন "প্রিয়তমে! বিদায় দাও।" চারু সংজ্ঞাশূন্য; পালিত অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "চারুকমল বিদায় হই;" চারু ফিরিলেন, তাঁহার নয়ন আরক্ত, উপধান নেত্রজলে সিক্ত; পালিত অধীর অন্তরে বলিলেন, "রোদন করিও না হৃদয়ের অধীশ্বরি, ত্বরায় তুমি আমার গৃহের অধীশ্বরী হইবে; একবার বিকচাস্যে হাস্য কর, বিদায় কালে জীবন সন্তোষ করি।" চারু নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; পালিত ব্যগ্রভাবে চারুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দুনিভানন! প্রফুল্লভাবে একবার আমার দিকে চাও, দেখিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি।" চারু গাঢ় স্বরে বলিলেন "নাথ! অভাগিনীর সহিত যখন আবার একত্র হইবে তখন হাস্য দেখিও;" পালিত বলিলেন "আর বিলম্ব হইলে ট্রেন্ পাবনা, এস বাহিরে এস, যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ ভাল।" চারু ফুৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে২ বলিলেন "পারিবনা, সকলের নিকট কি কান্দিয়া অপদস্থ হইব?" পালিতের নয়নাশ্রু আর থামিল না তিনিও প্রণয় বারিতে চারুকমলের করতল প্লাবিত করিলেন; পরক্ষণে নয়ন মার্জ্জন করিয়া চাহিতে চাহিতে বিদায় হইলেন। চারুকমল নিশ্চল, দণ্ডায়মান। পালিত দৃষ্টির বর্হির্ভূত হইলে বাতায়নে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন পালিতের শকট বেগে চলিতেছে, পালিত এক দৃষ্টে বাতায়নের দিকে চাহিয়া আছেন, যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল উভয়ে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ি অদৃশ্য হইলে চারু-কমল ক্ষীণভাবে ইজি চেয়ারে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর যামিনী চারুকমলকে আহারার্থে ডাকিলেন। অনুরোধে উপবেশন করিলেন, কিন্তু শোক প্রভাবে পাকস্থলি পরিপূর্ণ, আহার করিতে পারিলেন না। যামিনী কহিলেন, "কি খেলে মা, কিছুই যে খাওয়া হইল না।"

চারু কহিলেন, "মাথাটা ভার আছে, ক্ষুধা নাই।" যামিনী বলিলেন "আমারও মনটা ভাল নাই, পরের ছেলের জন্য মন এত কাঁদে গা।" মতি বলিল, "আহা বাবুটী বড় ধীর;" চারু অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন আমায় মনও চঞ্চল হইয়াছে, লোকটী অতি অমায়িক, পাঁচ দিন এক সঙ্গে বাস করিলেই আত্মীয়ের মত বোধ হয়।" যামিনী পরিহাস পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি মনে করিতাম ওটীকে জামাই করিলে ভাল হয়, কিন্তু কি করিব বড় বাবু এখানে নাই যদি তিনি বেজার হন।" চারু লজ্জিতভাবে উঠিয়া আচমন করিলেন, প্রিয়তমের নামে শোক উচ্ছলিত হইতেছিল ত্বরিতপদে নিজ কক্ষে গমন করিলেন।

দিন গত হইতে লাগিল; পালিতের সহিত চারুকমলের প্রফুল্লতা গমন করিল, দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন। যামিনী অতিশয় ভীতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে চারু মনে মনে পালিতকে ভাল বাসিয়াছে নতুবা এত বিষন্ন ও কৃশ হইতেছে কেন। পালিতের গমনের এক মাস পরে চারু এক দিবস অপরাহ্নে জাহ্নবী তটে উপবিষ্টা হইয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতেছেন, "নাথ আমায় ভুলিয়াছেন নতুবা কেন পত্রাদি লেখেন না, বোধ হয় তাঁহাব ভাবী রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ।" এই ভাবিতে ভাবিতে নয়ন অশ্রুপূরিত হইল, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অধীরা হইয়া পদশ্চারণ করিতে লাগিলেন। সহসা ঘাটের দিকে দেখিলেন, এক খানি বোঝাই নৌকা তাঁহাদিগের ঘাটের অভিমুখে আসিতেছে, নৌকা থামিল। তরণী বক্ষ হইতে এক ব্যক্তি অবতীর্ণ হইল। সেই ব্যক্তি চারুর সম্মুখ হইলে চারুর অন্তঃকরণ আনন্দভবে নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ ব্যক্তি পালিতের পরিচারক ভুবন। ভুবন চারুকমলকে প্রণাম করিয়া একখানি পত্র ও একটী চর্ম্মের কেস্ তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। চারুকমল শিরোনাম পাঠ করিলেন—'কল্যাণীয়া শ্রীমতী চারুকমল ঘোষ সমীপেষু।' নাথের হস্তাক্ষর দর্শনে পবিত্রার হৃদয়ে আনন্দ লহরী খেলিতে লাগিল। পত্র উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র লিখন পাইলেন তাহার উপরে লেখা-'গোপনীয়' চারু ত্রস্তহস্তে সেখানি

জামার পকেটে রাখিয়া হস্তস্থিত পত্রখানি পাঠ করিলেন, তাহাতে এই লেখা ছিল—'পবিত্রা চারু, তোমাদিগের সহিত যেরূপ আত্মীয়তা হইয়াছে তাহা আমি এজন্মে ভুলিতে পারিব না, তোমাদের নিরুপম যত্নে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি, সেরূপ সন্তোষ নিজ বাটীতে লাভ করিতে পারি না; কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই সামান্য লকেট্‌টী পাঠাই, তুমি গলে পরিও, তোমরা সপরিবারে আমার নমস্কার জানিও এবং একজন অনুগত বন্ধু স্থানে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিও,— ইতি তারিখ ১২ই কার্ত্তিক সন ১২৭১ সাল। শ্রীনৃ পালিত।' চারু বাক্স খুলিয়া দেখিলেন বহুমূল্য হীরক খচিত একটী লকেট্। উক্ত অলঙ্কার এবং লিপি খানি তিনি বাটীর সকলকে দেখাইলেন, তাঁহারা এক বাক্যে পালিতকে শত শত সাধুবাদ দিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

দারুণ প্রতারণা।

মজ্জাগত ব্যাধি যথা মানব অন্তর
জর্জর করিয়া করে জীবন বিনাশ।
তেমনি দেখিলে তাঁর হৃদয় ভিতর
শঠতা বঞ্চনা কত হইবে প্রকাশ॥

নিশীথে নিজ আগারে চারুকমল গুপ্ত লিখন খানি পাঠ করিলেন তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—'প্রিয়তমে, লকেটে গোপনীয় একটী স্প্রীং আছে, স্পর্শ করিবামাত্র আমার ফোটোগ্রাফ্ দেখিতে পাইবে, তোমাকে স্মরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি—তোমার প্রিয় পতি।' লিখন ছিন্ন করিয়া চারুকমল

উল্লসিত মনে লকেট্ উন্মোচন করিলেন। প্রিয়তমের রমণীয় আকৃতি দর্শনে তাপিত জীবন অনেক শীতল বোধ হইল। ভাবিতে লাগিলেন, "আহা! প্রিয়তম যেন আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতেছেন, নাথের স্বাভাবিক হাস্য বদন অধিকতর হাস্যযুক্ত বোধ হইতেছে, বয়ঃক্রম অপেক্ষাকৃত অল্প বোধ হইতেছে; কেবল ফোটোগ্রাফে এত মনোহর দেখাইত না, রংকরা বলিয়া এত উত্তম দেখাইতেছে, যেমন স্বাভাবিক বর্ণ তেমনই দেখাইতেছে; নাথ, তোমার এ কি চাতুরী? নামটী গোপন রাখিয়াছ কেন? এ কোন্ দিশি সাহেবি ধরণ—কি সঙ্কেতের নাম আমি কি বুঝিব? প্রিয় পতি! আমারই তুমি আর কাহারও হইবে না এ নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এক্ষণে তোমার পত্রের উত্তর লিখি। চারুকমল লিখিতে লাগিলেন 'পূজনীয় প্রাণেশ্বর, জানি না কি বলিয়া লিখিয়া জীবন সন্তোষ করিব এবং কি লেখাতে তুমি আনন্দিত হইবে। নাথ, সহরে থাকিয়া নানা বস্তু দর্শনে নয়ন তৃপ্তি কর, আমার দেখিবার কিছুই নাই—চিন্তা ধ্যান সকলই তোমায়; যদি এক দিন এক ঘণ্টা করিয়াও মাসে২ দর্শন দাও তাহা হইলে অধীনের জীবন দান কর, মন অতি ব্যাকুল, আর লিখিতে অক্ষম,—তোমারই চারু।' এই পত্র খানি আর পুরস্কার স্বরূপ দুটী টাকা ভুবনকে দিয়া চারু বলিলেন, "আমি যে তোমায় পত্র দিলাম তাহা কাকিমা যেন জানিতে না পারেন।" ভুবন সে রাত্রি সেই বাটীতে যাপন করিয়া প্রত্যূষে প্রস্থান করিল। চারুকমল প্রতিদিন সেই ফোটোগ্রাফ্ দর্শনে দিনপাত করেন, মনে সর্ব্বদা ভাবনা যে তাঁহারা প্রিয়তমকে কবে দেখিবেন, কবে তাঁহার পিতা আসিবেন, তাহা হইলে সুখের একশেষ হইবে।

পালিত বেলবাগান হইতে আসিয়া বালিগঞ্জে একটী সুন্দর উদ্যান বিশিষ্ট দ্বিতল ভবনে বাস করিতেছেন। একদিন পালিত বহির্ভাগে একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট, হস্তে একখানি পত্রিকা, মন অতিশয় চিন্তাযুক্ত, আপনা আপনি বলিতেছেন, "এরূপ ভয়ঙ্কর বঞ্চনা হইবে না, বিবাহ করিব বলিয়া আনিয়া, বিবাহ করিতে অস্বীকার করিব? হায় মন! কেন এত অন্যায় কার্য্যে রত হইতেছ! হায়! ধন লিপ্সা কি ভয়ানক ঘৃণিত পাপ! পবিত্র

প্রণয়ে বঞ্চনা? কাকা ইন্দুপ্রভার ধনের কথা না বলিলে আমি কদাচ বিবাহে সম্মত হইতাম না। যদিও সে চারু অপেক্ষা শতগুণ রূপবতী, তথাচ সরলা প্রণয়িনী বোধ হয় না, যদিও সে আমায় প্রণয় জানায় ও ভাল বাসে কিন্তু স্থায়ি বোধ হয় না। তার লক্ষ টাকায় মন আকৃষ্ট হইতেছে এবং সে অপরের হইবে ইহাও সহ্য করিতে পারিব না। পাপ মন চারুকে কুপথে আনিশুনা, সে কাহারও হইবে না, সে বিহীনে আমিও থাকিতে পারিব না। হায়! যদি ইন্দুর পিতা ও চারুর পিতা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইতেন তাহা হইলে উভয়কে বিবাহ করিয়া জীবন সফল করিতাম, কিন্তু সেও অসাধ্য, চারু তাহা একান্ত ঘৃণা করে; চারুকে না জানাইয়াও বিবাহ করা হইতে পারে না কেন না প্রকাশ হইলে দণ্ড পাইতে হইবে, বিশেষতঃ বেজেষ্টী গোপন থাকিবে না। যদি চারুকে বিবাহ না করিয়া নিকটে রাখি সে ব্যভিচারিণী ভাবে থাকিবে না, অথচ আমায় ভিন্ন অপরকে বিবাহ করিবে না সুতরাং তাহার স্নেহিত পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা এবং বিশ্বাসঘাতকা দ্বারা কুপথে আনা এ উভয় কার্য্যেই মহাপাপ; কিন্তু পুরুষ জাতির মধ্যে অনেকে প্রিয়তমাকে প্রতারিত করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে, অতএব যদিও ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতেছি কিন্তু আপন প্রবৃত্তিকে কোনও মতে দমন করিতে পারিতেছি না। ধনেতে যত সুখী করিতে পারে তাহা আমি চারুকে করিব, তার অসুখের মধ্যে এই যে তার পিতাকে দেখিতে পাইবে না, তা যাহাই হউক আমি আর ভাবিতে পারি না, সে আমাকে যেরূপ ভাল বাসে আমার দোষ মার্জনা করিয়া প্রণয়বতী হইলেই ঈশ্বরের নিকটেও ক্ষমা পাইব। চারু কমল অপেক্ষা অধিক প্রণয়িনী কাহাকেও করিব না, সেই হৃদয়েশ্বরী, আর যে কেহ, বাহ্যবাসিনী, ইহাতেও কি ক্ষমা নাই; পাপের বিষয়ে অনেক ভাবিয়াছি এখন যাহা কর্ত্তব্য তাই করি।" ঈষৎ উচ্চৈস্বরে পরিচারককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভুবন! তুমি ট্রেনে করিয়া শ্রীরামপুরে যাও। হরিশ ঘোষের বাটীর লোকে তোমায় না দেখিতে পায় এমন ভাবে চারুকমলের হস্তে এই পত্র খানি দিয়া তিনি কি উত্তর দেন তাই শুনিয়া গোপনে চলিয়া আইস।

সন্ধ্যাকালে চারু প্রায় একা থাকে, সেই সময়ে দেখা করিও। তোমার বনাতের পোসাকটা পরিয়া যাও; তোমার কাছে যে কুড়ি টাকার নোট আছে, তাহা ভাঙ্গাইয়া পথ খরচ করিও।" ভুবন প্রস্থান করিল; পালিত ভাবিতে লাগিলেন, "চারু কি প্রসন্ন মনে আমার কর গ্রহণ করিবে? এখানে পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী হইলে আর পলায়নের ক্ষমতা থাকিবে না, যদি একান্ত পরিণয় ব্যতিরেকে আমার না হয় তাহা হইলে সুতরাং ইন্দু প্রভার ও তাহার লক্ষ টাকা এবং তাহার পিতার উত্তরাধিকারিত্বের আশা সকলই ত্যাগ করিতে হইবে; চারু যে প্রকাশ্যরূপে আমার হইবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি চাতুরী দ্বারা পাই তাহা হইলে পরিণয় করিব না। প্রিয়তমে, তোমায় না পাইলে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। ইন্দুপ্রভার পূর্ব্ব প্রেমও ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। সেই জন্য এই ভয়ঙ্কর কপটতা। আশা করি তোমাব সরলতা গুণে ক্ষমা পাইব।" এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

মাঘ মাসের দ্বিতীয় দিবস আগত; অতিশয় শীত পড়িয়াছে। চারুকমল অপরাহ্ণে বেলবাগানেরউদ্যানে পদশ্চারণ করিতেছেন। মন চিন্তাকুল। ভাবিতেছেন "প্রায় তিন মাস অতীত হইল জীবনকান্তের পবিত্র বাক্যামৃত পান করি নাই। পত্রও প্রায় দুই মাস পাই নাই। দুর্ভাগা নিয়তি কতই ক্লেশ দিবে? এই জীবনে কতই সহ্য করিব।" হঠাৎ বোধ হইল ফটকে কেহ আঘাত করিল। চারু ফিরিয়া দেখিলেন, বনাতের পোসাক পরা এক জন দাঁড়াইয়া আছে। চারু ভাবিলেন যে তাঁহার পিতার পত্র আসিয়াছে। ব্যস্তভাবে সেই দিকে গেলেন। ভুবনকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ভুবন, এখানে দাঁড়াইয়া কেন? ভিতরে আইস।" ভুবন বিনয় পূর্ব্বক কহিল, "মা! এই পত্রখানি পাঠ করিয়া যাহা বলিতে হয়, বলুন, আমায় প্রকাশ্যভাবে আসিতে বারণ।" চারুর সবল মন ঈষৎ চঞ্চল হইল, ব্যস্তভাবে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন—'আমার চারু, প্রাণাধিকে তুমি যদি তোমার স্বামীর জীবন চাও তাহা হইলে এই পত্র মত কার্য্য করিবে, কল্য অতি প্রত্যুষে রাস্তায় আসিলে আমি গাড়ি করিয়া তোমায়

কলিকাতায় আনিব, পরশ্বঃ আমাদের বিবাহ হইবে। এক মাসের জন্য এ বিবাহ অপ্রকাশ রাখিতে হইবে নচেৎ আমার বিপদের সম্ভাবনা, তুমি আসিলে সকল বৃত্তান্ত শুনিবে। কিন্তু তোমা ছাড়া হইয়া আর এক মাসও থাকিতে পারিব না; তুমি আসিবে একথা কাহাকেও বলিও না। আমি শারীরিক বড় ভাল নাই, তোমারই হস্তে আমার জীবন। পবিত্র হস্ত প্রার্থী—ভাবীপতি।' পত্র পাঠ করিয়া চারু নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, মনোমধ্যে দারুণ সন্দেহ দুলিতে লাগিল, কিন্তু স্বামী যে বিশ্বাসঘাতক হইবে এ আশঙ্কা পবিত্রপ্রসূন করিলেন না; কেবল এই ভাবিতে লাগিলেন, "কি করি, এক দিকে পতির জীবন, অন্য দিকে কামিনীকুলগৌরব নির্ম্মল নাম এবং পিতার নাম ও মান্য রক্ষণ। কিন্তু এই নিন্দা এক মাসের অধিক স্থায়ী হইবে না। পতিব্রতার উচিত কার্য্য যে পতির জীবন রক্ষা করা; লোকে আপাততঃ মন্দ ভাবে ভাবিবে, কিন্তু প্রাণনাথের অমঙ্গল এ জীবনে সহ্য করিতে পারিব না, সতীর উচিত পতির আজ্ঞা পালন করা; তাহাই করি।" এই স্থির করিয়া চারুকমল বলিলেন, "ভুবন! তাঁহাকে বলিও তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার অমত নাই।" ভুবন প্রণাম করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। চারু হর্ষবিষাদিতভাবে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রিকালে আহারাদির পর চারু নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "পিতা স্বপনেও জানেন না যে তাঁহার চারু এমন উত্তম স্বামী প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি শুনিলে কতই সুখী হইবেন। এখন দুষ্প্রজ্ঞতা ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমার পরিণয়ের সংবাদ লিখিয়া রাখিয়া যাই, ইঁহারা পিতাকে প্রেরণ করিবেন। না, কাজ নাই। পরিণয়ের পর তাঁহাকে জানাইব; কিন্তু তাঁহাকে না জানাইয়া বিবাহ করিলে তিনি কি বিরক্ত হইবেন? কেন তিনি ক্রোধ করিবেন? তাঁহার স্নেহপাত্রী ত দুশ্চরিতিনী হইবে না।" সতীত্ব-সরোজ দুশ্চরিতের বিষয় স্মরণমাত্র আতঙ্কিত হইয়া কর জোড়ে বলিলেন, "পরমেশ্বর! তোমার প্রিয়সুতাকে এরূপ মতি হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিও, তাত! যেন চিরজীবন তোমার কিঙ্করী হইয়া তোমার নিয়মাবলি পালনে এবং সাধুপ্রদর্শিত সত্যপথ গমনে সমর্থ হই—এই প্রার্থনা। পিতা এক মাস

পত্র পাঠান নাই, কেমন আছেন। পিতা যদি কুশলতায় থাকেন তবে সংসারে আমার সুখ, নচেৎ এই অসার দেহভার বহিতে পারিব না; আমার আর কে আছে? বাবা কেন তুমি আমায় পত্র লেখ না, কি অমঙ্গল ঘটিল?" এই ভাবিতে ভাবিতে পিতৃ বৎসলা বালার নয়নে অশ্রুধারা পরিপূরিত হইল, অল্প ক্ষণের মধ্যে বদনকমল শিশির সিক্ত গোলাপের ন্যায় শোভিত হইল; পরক্ষণে ভাবিলেন যে তিনি কি পিতার অমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, এই স্মরণে আত্ম ভৎর্সনা করিয়া নয়ন সলিল মার্জ্জন করিলেন। এই সময়ে যামিনী কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন "ওমা চারু, জেগে আছ না কি?" চারুকমল ব্যস্তভাবে বলিলেন "কেন কাকি মা," যামিনী বলিলেন "বড় বাবুর চিঠি আসিয়াছে, আমি দুপুর বেলায় পাইয়াছিলাম, তখন তুমি তোমার গোলাপদের বাটীতে গিয়াছিলে, তার পর আর দিতে মনে হয় নাই, এই নাও।" চারু উল্লসিত অন্তরে দরজা খুলিয়া পত্র গ্রহণ করিলেন। পিতার কুশল লিপি পাঠ করিয়া সুকুমারী কুমারীর অন্তরে আনন্দ স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, সুস্থমনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পালঙ্কে শয়ন করিয়া ভাবী সুখের চিন্তায় শীঘ্র নিদ্রাগত হইলেন। কিন্তু মন উৎসাহযুক্ত হইলে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হয় না, নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন, তাঁহার গৃহের সেজ্ তখনও জ্বলিতেছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি চারিটা; পালঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহস্থিত কুঁজার জলে মুখ হাত ধৌত করিয়া, আয়নার নিকটে দাঁড়াইয়া সুকোমল কেশ গুলি পরিষ্কৃত করিলেন এবং আল্‌মারি খুলিয়া একখানি কালাপেড়ে শাটী পরিধান করিয়া একটী বেগুনি সাটীনের জ্যাকেট্ গাত্রে দিলেন; সেই অনিন্দিত গাত্রে অধিক অলঙ্কার পরিবার আবশ্যক ছিল না, সর্ব্বদা যাহা পরিতেন তাহাই রহিল। কর্ণে ইয়ারিং, হস্তে বলয়, গ্রীবাদেশে হিরণ্যের দড়ে হার, এইরূপ সামান্য সজ্জাতে যেন একটী স্বর্গীয় পরির রূপ ধারণ করিলেন। পরে আপনার অঞ্চলের চাবিগুলি টিপায়ের উপর রাখিলেন, এক খানি কাগজ লইয়া আপনার গমন সংবাদ কাকা ও কাকীকে লিখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। লিখিলেন, 'পরম পূজনীয় কাকা ও কাকী মা, তোমাদের দুঃখিনী কন্যার এই দোষটী ক্ষমা

কর। আমি কলিকাতায় যাইতেছি, সেই স্থানে আমার বিবাহ হইবে। আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে করিও না, আমার ভাবী স্বামীর বারণে তোমাদিগকে গোপন করিয়া যাইতেছি, জানাইলে তাঁহার কোনও সঙ্কট ঘটিতে পারে, আমি প্রকাশ্যরূপে গেলে সন্তুষ্ট হইয়া যাইতাম কিন্তু কি জন্য তিনি গোপনে বিবাহ করিবেন এ সংবাদ আমিও জ্ঞাত নই; বোধ হয়, বিবাহের এক মাস পরে বেলবাগানে আসিব। সেই স্থান হইতে পিতাকে পত্র পাঠাইব, এই অবৈধাচরণের জন্য তাঁহার নিকট মার্জনা চাহিব কিন্তু আমি স্ব ইচ্ছায় এ ভাবে যাইতেছি না, পতিব্রতা সতীর উচিত পতির আজ্ঞা পালন, সেই নিমিত্ত লোক দূষিত ব্যবহার করিলাম কিন্তু ঈশ্বর আমার মন জানেন। এক্ষণে তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি ১২৭১ সাল ৩রা মাঘ। ক্ষমা প্রার্থিনী চারু।'

লেখা সমাপ্ত হইলে পত্রখানিও টিপায়ের উপর রাখিয়া দিলেন। পরক্ষণে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রায় ছয় ঘটিকা। ব্যস্তভাবে দ্বার মোচন করিয়া বাহির হইলেন, অদ্য সাহসিক অন্তঃকরণ ভয়যুক্ত হইল। ধীরে ধীরে এক তলে নামিয়া সভয়ে উদ্যানে আসিলেন। চঞ্চলপদে চিরবাসস্থান বেল-বাগান ত্যাগ করিয়া রাজপথে দাঁড়াইলেন। দুই হস্তে কোমল বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিলেন। সহসা মনোমধ্যে নৈরাশ্য আসিল। ব্যগ্রভাবে বাটীর দিকে চাহিলেন। অজস্র অশ্রুধারায় নির্ম্মল বালার কপোলদ্বয় প্লাবিত হইল। যতবার অঞ্চলে মুছিয়া ফেলেন ততবার সিক্ত হইতে থাকে, এই সময় পশ্চাৎ দিকে গাড়ির শব্দ হইল। ব্যস্তভাবে সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন অগ্রভাগে পালিত পদশ্চারণে আসিতেছেন, পশ্চাৎ এক খানি সুন্দর ফিটনের জুড়ি। বিধুরা পবিত্র প্রসূনের ভাবনা দূরে গেল, প্রণয় পবিত্র মনে প্রাণকান্তের রমণীমোহন আকৃতি এক দৃষ্টে দেখিতে লাগি-লেন, পরক্ষণে পালিত উল্লসিত অন্তরে চারুকমলের হস্ত ধারণ করিয়া ফিটনে আরোহণ করিলেন। জুড়ি সতেজে দৌড়িতে লাগিল। পালিত চারুকমলের সুকোমল কর পল্লব নিষ্পীড়ন করিতে করিতে বলি-লেন "স্বপ্নেও ভাবি নাই যে আমার চারু এত শীঘ্র আমার হইবে।"

চারুকমল তাঁহার অমৃত বাক্যে মুগ্ধা হইলেন। প্রেমানন্দে তাঁহার মুখ হইতে বাক্য উচ্চারণ হইল না। সলজ্জ নয়নে প্রিয়তমের বদন পানে চাহিলেন, পালিত অধীর অন্তরে ঐ সুমোহন বদন পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে-করিতে বলিলেন "প্রিয়তমে, যে লকেটে তোমার প্রেমাধীনের ফোটোগ্রাফ্ ছিল, সেটী তোমার গলে নাই কেন?" চারুকমল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "নাথ! অদ্য চারি দিবস হইল সেখানি হারাইয়া গিয়াছে, কত অন্বেষণ করিলাম, পাইলাম না। যে বস্তুকে অতিশয় ভাল বাসিতাম সেই বস্তু অদৃশ্য হওয়াতে বিশেষ ক্লেশে আছি।" এই বলিয়া চারুকমল পালিতের মুখপানে অপরাধী ভাবে চাহিলেন। পালিত প্রিয়তমার সরলতা দেখিয়া মোহিত মনে সাদরে বলিলেন, "প্রিয়ে ওরূপ কত মূল্যবান দ্রব্য তোমার ইচ্ছা প্রকাশ মাত্র আসিবে।" চারুকমল লজ্জায় ঈষৎ নতমুখী হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ! কত পুণ্যে তোমায় পাইলাম।" পালিত বলিলেন, "আমার হৃদয় প্রতিমা চারু! এই অভাবনীয় মিলনে তুমিও কি আমার মত সুখী হও নাই?" চারুকমল প্রফুল্লবদনে বলিলেন, "প্রিয়তম তাহা কি বলিয়া জানাইতে পারি? চক্রবাকী চক্রবাক মিলনে কিরূপ সন্তোষলাভ করে, তাহা কি বাক্যে বর্ণনা করা যায়?" পালিত উৎসাহিত অন্তরে চারুকমলের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ি হাবড়ায় আসিয়া থামিল। উভয়ে গাড়ি হইতে নামিয়া একখানি ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইলেন। ঘাটে উঠিয়া পুনরায় অপর একখানি জুড়িতে উঠিয়া কলিকাতা মধ্য দিয়া বালিগঞ্জ পৌঁছিলেন। গাড়ি একটী সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ মনোহর ভবনের গাড়িবারণ্ডায় থামিল। পালিত প্রথমে নামিয়া চারু-কমলের হস্ত ধারণ করিয়া নামাইলেন, গ্রাম্য বালিকা লজ্জায় নতমুখী। উভয়ে অন্দরাভিমুখে দ্বিতলে উঠিয়া একটী বৃহৎ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। পালিত চারুকমলের হস্ত ধারণ করিয়া একটী সুশোভন কৌচে বসাইলেন, এবং আপনি নিকটস্থ গদিমোড়া কেদারায় উপবিষ্ট হইলেন। উভয়ের মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবনায় নিযুক্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

সতীত্ব-সরোজ।

দেখ দেখ সব রমণী মণ্ডলী
কিরূপে সতীত্ব রাখিল উজলি।
হারাওনা হেন সতীত্ব রতন
রাখোগো হৃদয়ে করিয়া যতন।
আর্য্য কুলবালা হয়েছ সকলে
'সতীত্ব সরোজ' যেন সবে বলে।

পালিত ও চারুকমল উভয়েই নীরব। চারুকমলের মন অত্যন্ত সুখেও উৎকণ্ঠিতা। ভাবনা এই যে, বাটীতে এতক্ষণ কতই গোলযোগ হইতেছে। আনন্দ এই যে, প্রিয়তম তাঁহাকে কতই ভাল বাসেন। এমন সুন্দর বাটী ও এরূপ বহুমূল্য দ্রব্যে সুসজ্জিত তিনি কখনও আশ্রয় করেন নাই। তিনি এখন ইহারই কর্ত্রী, এবং প্রিয় পতির প্রিয় পত্নী। এই চিন্তাতে চারুকমলের বাটীর ভাবনা অনেক হ্রাস হইল। উপস্থিত আশাতে মন উৎসাহিত হইয়া বদন বিকসিত হইতে লাগিল। পালিত চারুকমলের প্রফুল্লতা দেখিয়া অতীব সুখী হইলেন। অনন্তর পালিত স্নানার্থ বাহিরে গেলেন; দাসীরা চারুকে স্নান করাইয়া দিল। পরে তাহারা প্রস্থান করিলে চারুকমল জলপান করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পর পালিত হাস্যমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, চারুকমলের বদন প্রণয় আলোকে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। পালিত বলিলেন "চারু! এস, শয়ন কক্ষটী দেখিগে।" চারুকমল উঠিলেন; উভয়ে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষটীও বৃহৎ। এক ধারে একখানি বড় উৎকৃষ্ট পালঙ্ক, তাহার উপর

উৎকৃষ্ট সাটিনের শয্যা। অপর পার্শ্বে দুই খানি ভাল রকম কৌচ, দুইটী উত্তম আল্‌মারি ; মধ্যস্থলে একটী ছোট মার্‌বেল্‌ টেবিল, তাহার পার্শ্বে দুই খানি সুদৃশ্য চেয়ার, টেবিলের উপর, ফুলদানে ফুলের তোড়া ও অন্যান্য সুগন্ধী দ্রব্য। চারু কেদারায় উপবিষ্টা হইলেন, পালিত দণ্ডায়মান হইয়া চারুর নিমিত্ত ক্রীত নানাবিধ পোসাক একে একে বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। চারুকমল পল্লিগ্রামস্থ মধ্যম অবস্থাপন্ন লোকের কন্যা, কখনও তেমন ঐশ্বর্য্য দেখেন নাই, এক্ষণে তাঁহারই ঐ সকল দ্রব্য। দেখিয়া শুনিয়া আশাতীত সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন ; অচতুরা সরলভাবে বলিলেন "নাথ! ও সব দামি জিনিস, একেবারে সব খুলিয়া অমন করিয়া ফেলিতেছ কেন? নষ্ট হইয়া যাইবে।" পালিত চারুর বাক্যে উল্লসিত হইলেন তাঁহার চাতুর্য্য পরবশ অন্তর হর্ষে কম্পিত হইতে লাগিল ; সপ্রেমে বলিলেন, প্রাণেশ্বরি, "এ সমস্ত তোমার অমৃত বচনের শতাংশের একাংশও নয়। তোমার বাক্যমধু পানে জীবন দান পাই, তোমায় দর্শন করিলে জগতের কোনও বস্তু দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। চারুকমল স্বীয় পতির প্রণয় বাক্যে প্রেমে মোহিত হইলেন। পরে পালিত আল্‌মারি হইতে ৪টী ছোট ছোট চর্ম্মাবৃত রঙ্গীন কেস্‌ বাহির করিয়া চারুকমলের নিকটে বসিলেন এবং একটী একটী করিয়া চারিটী বাক্স উদ্ঘাটন করিলেন। চারু নিশ্চল নয়নে মুগ্ধ মনে দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে, পালিত হীরার ব্রেস্‌লেট্‌ পবিত্র প্রসূনের সুকোমল করে পরাইয়া দিয়া বলয় খুলিয়া দিলেন, পরে মুক্তার কণ্ঠী, পান্নার ইয়ারিং, চুনির অঙ্গুরীয় যথা যথা স্থানে পরাইয়া দিলেন। অলঙ্কার গুলি যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলে পালিত মুগ্ধমনে সতৃষ্ণ নয়নে প্রিয়তমাকে দেখিতে লাগিলেন ; চারু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তম না জানি তুমি আমার জন্য কতই খরচ করিতেছ?" পালিত ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "ও সমস্ত তোমার নিকট আদায় করিব।" চারুকমল বলিলেন, "গরিব চারু কোথায় পাইবে?" পালিত বলিলেন "তোমার ঐ দড়ে হার আমার গলায় দাও, তাহা হইলেই মালাদান হইল, আমিও মূল্য পাইলাম।" চারুকমল সলজ্জভাবে হাস্যাননে স্বীয় হার পালিতের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। পালিত প্রফুল্লভাবে বলিলেন,

"প্রিয়ে আমি পাঁচ সহস্র টাকায় ঐ কয় খানি খরিদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমায় যাহা দান করিলে, তাহা অমূল্য।" চারু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নাথ, চিরাশ্রিতাকে এত প্রশ্রয়ণ দিবার আবশ্যক নাই, কি জানি তাহাতে অহঙ্কার হইতে পারে।" পালিত হাসিয়া বলিলেন, "নির্ম্মল কাঞ্চন কখনই মলিন হয় না।" একটু পরে পুনরায় কহিলেন, "এস উভয়ে একত্রে আহার করিগে।" চারুকমল লজ্জিতভাবে বলিলেন, "প্রিয়তম! ক্ষমা কর, আমার অভ্যাস নাই, পুরুষ মানুষের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতে পারিব না।" পালিত সহাস্যে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চারুকমল নীরবে উপবিষ্টা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এমন রূপ, গুণ, ধন সম্পন্ন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন ইহা তাঁহার পিতা শুনিলে কতই সুখী হইবেন। যখন তাঁহার কাকা ও কাকী ইহা জানিবেন, তখন বিষাদের পরিবর্ত্তে কতই আনন্দিত হইবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের কত ক্লেশে রাখিয়া আসিয়াছেন। জগদীশ্বর এই উৎকট পাপ হইতে কবে তাঁহাকে মুক্ত করিবেন, কবে তিনি তাঁহাদের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া মাপ চাহিবেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ক্ষমা করিলে কতই আন্তরিক শান্তিলাভ করিবেন। পরে ব্যাকুলা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে ঈশ্বর! হে সর্ব্বশক্তিমন্! হে করুণাময়! অভাগিনীর এই পাপ ক্ষমা কর। আমি পাপিনী, পূজনীয়দিগকে বঞ্চনা করিয়া ক্লেশ দিয়াছি। অন্তর্যামিন্! তোমার অবিদিত কিছুই নাই—পতির আজ্ঞা পালন পত্নীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সেই কারণে আমা কর্ত্তৃক এই অবৈধ কার্য্য হইয়াছে।" যখন নিমীলিত নয়নে চারু এই প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁহার বদন তখন উজ্জ্বল কিরণযুক্ত, কিন্তু নীহারসিক্ত; পালিত নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চারু কমলের অলৌকিক সাধু ভাব দেখিয়া অন্তঃপীড়িত হইলেন। কিন্তু আপন রিপু দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "সরলে! এত বিমনা কেন? হেমাঙ্গিনি! অধীন কি কোনও অপ্রিয়বাক্য বলিয়াছে?" চারুকমল লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, "না নাথ! বাটীর ভাবনা আমায় উৎকণ্ঠিতা করিয়াছে, আমার নিকট কিছুতেই তুমি অপ্রিয় নও।" পালিতের প্রলোভী মন

প্রশ্রয় পাইল। অব্যবহিত পরে একজন পরিচারিকা আসিয়া চারুকে আহারার্থ আহ্বান করিল। চারুকমল তাহার সহিত ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকা বলিল, "মা! আপনার আহারীয় টেবিলের উপর রাখিবে, না ভূমিতে দিবে?" চারুকমল সলজ্জভাবে বলিলেন "টেবিলে আহার আমি পছন্দ করি না আমায় ভূমিতে আহারীয় দিতে বল।" পরিচারিকা আসন পাতিয়া দিল। একজন বৃদ্ধা পাচিকা অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্নপূর্ব্বক পরিবেশন করিতে লাগিল। নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আহা! মা যেন সাক্ষাৎ কমলা, বাপের বাটী অন্ধকার করিয়া আসিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া চারুকমলের কোমল মন ব্যথিত হইল, বিন্দু বিন্দু অশ্রু মুক্তাকারে ঝরিয়া পড়িল। পরিচারিকারা বুঝিতে পারিয়া বলিল, "মা! এই ঘর চিরদিন করিতে হইবে, বিশেষ তুমি সেয়ানা হইয়াছ; কান্না কিসের মা? চারুকমল মনে মনে লজ্জিতা হইলেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন করিয়া শয়নকক্ষে গমন করিলেন। পালিত সহাস্যমুখে বলিলেন, "কি প্রিয়ে! নূতন স্থানে আহার আদির যত্ন হইল কি? লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় পঙ্কজাননী পঙ্কজানন বিনম্র করিলেন। এই সময়ে ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বহির্বাটীতে কেহ বলিল, "ভুবন! নৃপেন্দ্র বাবু কোথায়?" এই স্বরে পালিত চঞ্চল হইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চারুকমল আনন্দ অন্তরে চিন্তা করিলেন, "এই জন্য প্রিয়তম, 'নৃ' নাম সই করিয়া ছিলেন। নৃপেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, কি সুমিষ্ট নাম! এমন সুন্দর নাম নাথ তোমাতেই সাজে।" কিয়ৎক্ষণ পরে পালিত পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারুকমল বলিলেন "নাথ! কে তোমায় ডাকছিল?" পালিতের মুখ ঈষৎ ভাবান্তর হইল। বলিলেন, "একজন বন্ধু; সহসা যদি এখানে আসিয়া পড়েন, তোমায় দেখিয়া যদি কিছু মনে করেন, এই জন্য শীঘ্র বাহিরে গমন করিলাম। এস, এক্ষণে অপরাহ্ন হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ উদ্যানে বেড়াইগে।" চারু সহাস্যবদনে প্রিয়তমের পশ্চাৎগামিনী হইলেন। উভয়ে উদ্যানের মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর ঘাটের চাঁদনির অভ্যন্তরে একটা লৌহ বেঞ্চে বসিলেন। একাসনে বসাতে চারুকমলের সলজ্জ আনন অতি মনোহর দেখাইতে

লাগিল। চারু মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তম! তুমি যখন আমার প্রথমে পত্র লেখ, তাহাতে ওরূপে নাম সই করিয়াছিলে কেন?" পালিতের বদন গম্ভীর হইল। বলিলেন, "এখন সকলেই প্রায় ঐ রূপে করে।" চারু-কমল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যাহাদের নাম ভাল নয়, তাহারা ওরূপ করিয়া লিখুক, কিন্তু তোমার ওরূপ মনোহর নাম আমার নিকট গোপন রাখিতে নাই।" পালিত হাসিয়া বলিলেন "প্রাণাধিকে! আমার সকলই কি তোমার নিকট উত্তম?" চারু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সতীত্ব সরোজের নিকট পতির প্রত্যেক বস্তুই উজ্জ্বল রবি কিরণ। নাথ! পবিত্র দাম্পত্য নিয়ম যদি উভয়ে রক্ষা করিতে পারে, তবে ধরাতলে, অমরাবতীর সুখ সম্ভোগ হয়। নির্ম্মল মনে কোনও সঙ্কোচ স্থান প্রাপ্ত হয় না।" পবিত্র পঙ্কজের উন্নতবাণী শ্রবণে নৃপেন্দ্রের হরিষে বিষাদ হইল। এরূপ উন্নত স্বভাবার নিকট কিরূপে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, আশঙ্কা হইতে লাগিল। নৃপেন্দ্র বলিলেন, "চারু! এ উদ্যানটী তোমার মনোনীত হই-য়াছে?" চারু হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণকান্ত! এই ত বলিলাম; তোমার সকল বস্তুই আমার প্রীতিপ্রদ, তুমি প্রাণ, আমি কায়া, তুমি দেহ আমি ছায়া।" পালিত মুগ্ধ মনে বলিলেন, হৃদয়েশ্বরি! তোমার স্বভাবের তুলনা নাই। এস, সন্ধ্যা হইল, বাটীর ভিতর যাই। হিমে তোমার অসুখ হইবে।" চারুকমল বলিলেন, "কিন্তু এমন সুরম্য স্থান ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করে না।" নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই স্থানেই অর্দ্ধেক নিশা উভয়ে যাপন করিব।" কোমল বালিকা লজ্জায় নতমুখী হই-লেন। পরে উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যার পর নৈশক আহারাদি সাঙ্গ হইল। প্রণয়ীদ্বয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কৌচে উপবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডলের প্রান্তভাগ নীলবর্ণ তমোপুঞ্জে আবৃত হইতে লাগিল, উন্নতানত স্থান সকল ক্রমে সমতল বোধ হইতে লাগিল। রজনীর প্রারম্ভে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে এরূপ বর্ণ ধারণ করিল যেন, বাত্যা বেগে ধূম স্তোম আসিয়া সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিল। বসুমতী দিবাভাগে প্রখর সূর্য্য রশ্মিতে সন্তপ্ত ছিলেন, এক্ষণে যেন নীল সলিলে অবগাহন করিতে লাগি-

লেন। অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন গগন মণ্ডল হইতে কজ্জল বৃষ্টি হইতেছে এবং প্রবৃত্তির বস্তুজাত তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। দুঃসময়ে কি না হয়? দিবাকর ও নিশাকরের অভাবে নক্ষত্রগণও সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণ পূর্ব্বক তিমির নিরাকরণে সযত্ন হইতে লাগিল, এবং খদ্যোতগণও গগনতলে ক্ষণ-বিনশ্বর জ্যোতি সঞ্চার করিতে লাগিল। পৃথিবী ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ। যেন বিভীষক ঘটনা ঘটিবার ভয়ঙ্করী মুর্ত্তি, মধ্যে মধ্যে অমঙ্গল সূচক পেচক শব্দ করিতে লাগিল। নৃপেন্দ্র পালিত প্রণয় চিন্তায় পূর্ণ; চারুকমলের সুকোমল পাণিপুট ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! যখন তোমায় আসিতে লিপি লিখি তখন মনে করিয়াছিলাম, 'প্রিয়া হয়ত আসিবেন না এ অধীনকে ভুলিয়া থাকিবেন, প্রণয়াশ্রিতের বাক্য রাখিবেন না কিন্তু আমি চারু ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিব না, অবিরত ভাবনা—কবে স্বাধীনভাবে প্রিয়তমা আমার পার্শ্বে বসিয়া নিরুপম স্বর লালিত্যে আমার সহিত আলাপ করিবেন', প্রাণেশ্বরি! যদি ভাগ্যবশতঃ আশা সফল হইয়াছে তবে বহু দিনের বাসনা পূর্ণ কর।" বিশুদ্ধ অন্তঃকরণা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম! অধীনকে বলিলেই সে ইচ্ছা পূরণ করিতে বিলম্বের কারণ থাকিবে না" এই বলিয়া সলজ্জ মিষ্টহাস্য মুখে মৃদুস্বরে গাইতে লাগিলেন;—

পতি ছাড়া সতী কি রয় কথন।
তার সাক্ষী দেখ নাথ, জানকী সতী যেমন॥
আর দেখ প্রাণপতি, দময়ন্তী গুণবতী,
কাননে করিল গতি, সহ নল প্রাণধন॥
শ্রীবৎস রাজার সনে, চিন্তাসতী গেল বনে,
কত দুঃখ সহি প্রাণে, পাইল পতি সদন।
সাবিত্রী পতির সনে, নিশিতে পশি বিপিনে,
স্তবেতে তুষি শমনে, লভিল নাথ-জীবন॥

স্নান শেষ হইলে চারুকমল লজ্জিতাননে পতি পানে চাহিলেন। নৃপেন্দ্র পবিত্র পঙ্কজাননীর পঙ্কজানন পানে চাহিতে মনে মনে লজ্জিত হইতে লাগিলেন। আপনাকে চারুকমলের অযোগ্য বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রণয় তৃষা নিবারণ করা অসাধ্য, হেমকমল পরিমলযুক্ত হইলে লুব্ধ অলি ফিরিতে অক্ষম। নৃপেন্দ্র বলিলেন "প্রিয়তমে! অদ্য আমার কি শুভদিন, চারু আজ আমার। অধিক রাত্রি করা উচিত নয় শয়ন করিগে এস।" চারুকমল লজ্জায় নতমুখী হইয়া বলিলেন, "নাথ! সমাজে প্রকাশ্য বিবাহের পূর্ব্বে এক শয্যায় শয়ন করা সতীত্ব সরোজ কলঙ্কিত জ্ঞান করে।" নৃপেন্দ্র সপ্রেমে চারুকমলের চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! মনের ভ্রান্তিবশতঃ কেন এক নিশা তফাত্ থাকিবে।" চারুকমলের সরল মনে সহসা সন্দেহ বাত্যা উত্থিত হইল। ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "প্রিয়তম! সতীত্ব শ্বেত সরোজ, ইহাতে সামন্য দাগও রাখা উচিত নয়। ললনা নিকরের সতীত্ব কোহিনুর মণি। ঈশ্বর যাহাকে এ ধন রাখিতে দিয়াছেন, সে রাণী অপেক্ষা গৌরবিতা, অন্তরাগার ঐশিক দয়া প্রাপ্তির আশা পূর্ণ। নাথ! আমার মন হঠাৎ উৎকণ্ঠিত হইতেছে, কল্য কোন্ সমাজে আমাদের বিবাহ হইবে?" নৃপেন্দ্র চারুকমলের কথার ভাবে অভীষ্ট সাধনে ভাবিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিলেন, "চারু, আমার চারু, আমার হৃদয়েশ্বরি, আমার জীবন অপেক্ষা তোমায় ভাল বাসি কিন্তু আপাততঃ আমাদের বিবাহ হইবে না।" যখন এই নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক বাক্য নির্ম্মলা বালা শ্রবণ করিলেন, তাঁহার হৃদয় মধ্যে ভয়ানক বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, "আমি জগতের নিকট দূষিত হইয়া জীবন ধারণ করিব, পিতার পবিত্র দৃষ্টির পানে এ জীবনে ভরসা পূর্ব্বক কখনও চাহিতে পারিব না, কেন আমি কাকা কাকীমাকে না জানাইলাম, কেন আমি লুকাইয়া আসিলাম, কেন আমার এরূপ হীনবুদ্ধি হইল? বাবা! আমি এ জীবনে আর কি তোমায় দেখিতে পাইব না? আমি পথ জানি না যে, ইচ্ছা হইলে শ্রীরামপুরে যাইতে পারিব। আমার আরও বোধ হয়, ইনি আমাকে আর কোথাও যাইতে দিবেন না। তাহা না হইলে এরূপ ভয়ঙ্কর চাতুরী পূর্ব্বক

আমায় আনা হইবে কেন? যদি আমার দেহ কলুষিত হয়, এ জীবন কখনও রাখিব না। জীবন থাকিতে পবিত্র সতীত্ব মাণিক্য কেহ হরণ করিতে সক্ষম হইবে না। নাথ! এই কি তোমার ভালবাসা? এই কি তোমার বিশুদ্ধ-প্রণয়? এই কি তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী হওয়া? একেই কি প্রেমাদর বলে? হায়! কি চাতুরী! কি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা! কিন্তু এখনও ত অন্য কাহাকে পতিরূপে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিতেছে না। তুমি সহস্র দোষী হইলেও আমার পূজ্য, আমি তোমারই, কাহাকেও হৃদয়ে ধারণ করিব না; কিন্তু নাথ! শাস্ত্র মত মন্ত্রপূত ব্যতিরেকে তোমারও হইব না। কিন্তু কৈ? তুমি ত আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না? হা পিতঃ! আমার কি হইবে? আমি কোথায় যাইব? আর কি তোমায় দেখিতে পাইব না?" এইরূপ চিন্তায় অন্তঃকরণে ভয়ঙ্কর যাতনা হইতে লাগিল নির্ভরসা দৃষ্টিতে নৃপেন্দ্রের মুখ পানে চাহিলেন। পরে ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। কোনও স্বর কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না। হঠাৎ নৃপেন্দ্রের দিকে পতিত হইলেন, সতীত্ব সরোজ কলিকাবস্থাতে মুদ্রিত হইলেন। নৃপেন্দ্র কল্পনার প্রভাবে বোধ করিলেন চারুকমল তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিলেন। সাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বনার্থ মুখ নত করিলেন, তখনই ভয় বিস্ফারিত নয়নে পালিতকে যেন ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই নয়ন ক্রমে নিস্পন্দ হইল। পালিত বিচেতন দেহখানি ধীরে ধীরে কৌচে শায়িত করিলেন। হৃদয় ক্ষণ ক্ষণ কম্পিত হইতে লাগিল। ভয়ঙ্করী নিশি! তোমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

জীবিত যাতনা।

যাহার অমিয় ভাষা প্রবেশিলে শ্রবণে।
পাইতাম কত বল জড়প্রায় জীবনে॥
হারাইয়া অযতনে তেমন সে অমিয়া।
রহিব ধরায় হায় কেমনেতে বাঁচিয়া॥

নৃপেন্দ্র ভয় ব্যাকুলিত চিত্তে টীপাইয়ের উপর হইতে গোলাপ পাস্ লইয়া পবিত্র মলিন বদনে অনবরত গোলাপ সেচন করিতে লাগিলেন। ব্যজনী লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন; তথাপি চেতন হইল না সমুদয় শরীর ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। তখন নৃপেন্দ্রের ভয় শোকে পরিণত হইল, নয়ন সলিলে বিচেতন দেহ খানি সিক্ত করিতে লাগিলেন, দুঃখ বিদলিত অন্তরে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ভুবন এ দিকে একবার এস;" ভুবন ব্যস্ত ভাবে আসিয়া চারুকমলকে অজ্ঞান দেখিয়া ভয়াতুর চিত্তে চাহিয়া রহিল; নৃপেন্দ্র সকাতরে বলিলেন, "শীঘ্র যাও শীঘ্র যাও, কালী ডাক্তারকে ডাকিয়া আন।" ভুবন সভয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, নৃপেন্দ্র ব্যস্ত-ভাবে আলমারি খুলিয়া স্মেলিং সল্ট লইয়া চারুকমলের নাসারন্ধ্রের নিকটে ধরিলেন এবং বারংবার বলিতে লাগিলেন, "চারু ওঠ, আমার চারু, আমার হৃদয় প্রতিমা চারু উঠ, একবার কথা কও, চারু দেখ আমার পানে, একবার দেখ চারু।" এই সময়ে ডাক্তার ও ভুবন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, ডাক্তার নৃপেন্দ্রের জানিত ছিলেন, তিনি বলিলেন "নৃপেন্দ্র বাবু কি হইয়াছে;" নৃপেন্দ্র

সকাতরে বলিলেন, কালীবাবু, লোকে যে বলে সহসা বজ্রাঘাত তাই, হঠাৎ অজ্ঞান। দেখুন দেখি কিরূপ, কত জল সেচন করিলাম কত স্মেলিং সল্ট শুঁকাইলাম, কিছুতেই চেতন হইতেছে না।" ডাক্তার গম্ভীর ভাবে মুর্চ্ছিতার নিকটে উপবেশন করিয়া যত্নপূর্ব্বক বক্ষঃ ও পৃষ্ঠ পরীক্ষা করণান্তর বিষাদিত মনে চিন্তা করিলেন, "কি মনোহারিণী রূপ! আহা! অকালে জীবন ত্যাগ করিয়া আত্মীয়বর্গকে দারুণ শোক প্রদান করিল, যদি বিবাহ হইয়া থাকে পতিকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিবে।" ডাক্তারের হাত ধরিয়া নৃপেন্দ্র সবিনয়ে বলিলেন "কালীবাবু কেমন দেখিলেন আর কি জ্ঞান হইবে, জীবন আছে কি?" ডাক্তার কিয়ৎ ক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "নৃপেন্দ্র বাবু, অন্তঃকরণের পীড়া অতি ভয়জনক তাহা বোধ হয় তুমি জান, এই সেই ভয়ঙ্করী ব্যাধি, ইহাতেই এই কুসুম কলি দলিত হইল।" নৃপেন্দ্রের বক্ষে অশনিপাত হইল। ডাক্তার বলিলেন, "এ পীড়া কতদিন হইয়াছে, আদ্য কি সূত্রে এ ঘটনা ঘটিল।" নৃপেন্দ্র নীরবে রোদন করিতেছিলেন, প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিতে এক লহমা বিলম্ব হইল, পরে বলিলেন, "কালীবাবু, আমার আজ কি দুর্ভাগা দিন তাহা বলিতে পারি না, পূর্ব্বে চারু আর একবার মুর্চ্ছিতা হইয়াছিল, তখন কাকীর মৃত্যু হয়; কাকী মৃত্যু কালীন দুটী কন্যা আমার হস্তে দিয়া জীবন ত্যাগ করেন; প্রায় দুই বৎসর হইল এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলাম; গত কল্য তাঁহার এ বাটীতে আসিবার কথা ছিল কিন্তু না আসাতে আমি অদ্য প্রাতঃকালে দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়া শুনিলাম ভেদ বমি হইয়া কল্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, বাটীর সকলেই শোকাকুল; আমি সন্ধ্যার পর এখানে আসিলাম। আমি এই কক্ষে আসাতে চারু নিকটে আসিল এবং উৎসাহযুক্তা হইয়া বলিল, 'দিদি কেন তোমার সঙ্গে আসিলেন না' আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল আমি মন স্থির রাখিতে না পারিয়া বলিলাম যে পৃথিবীতে সে কি আছে যে আমরা তাহাকে আর দেখিতে পাইব; চারু ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় পতিত হইল। হায়! এই দুই ভগিনীকে আমি সহোদরাপেক্ষা স্নেহ করিতাম, স্নেহ করিবার আর আমার কেহ রহিল না, বিশেষ চারু সরলা পবিত্রা বালিকা, আমায় শোক

সাগরে নিক্ষেপ করিল।" এই বলিয়া নৃপেন্দ্র নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন, ডাক্তার বিমর্ষভাবে বলিলেন "ভাই, কেহই চিরজীবি নয়, রোদনে কিছু ফিরিয়া পাইবে না, কল্য প্রাতেই পুলিষে খবর দিও, আমি এক্ষণে যাই, ডাক পড়িলে আমাকেও হাজির হইতে হইবে।" নৃপেন্দ্র সাশ্রু নয়নে বলিলেন "তুমি ভাই নিজেই পুলিষে এ বিষয় খবর দাও আমি আর যাতনার উপর যাতনা সহিতে পারি না, বন্ধু. তুমি বন্ধুব কার্য্য কর।" ভদ্র চিকিৎসক সম্মত হইয়া প্রস্থান কবিলেন। ভুবন সজল নয়নে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। নৃপেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় চারুকমলের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তম পবিত্র পঙ্কজ, নির্ম্মলা চারু, তুমি কোথায়? অভাগাকে নিয়া যাও, সতীত্ব সরোজে দাগ পড়িবে বলিয়া কি এই পাপ ধরা ত্যাগ করিলে? চারুকমল, তুমি যেখানে থাকিতে কখনও সে স্থান কলঙ্কিত হইত না; কেন তুমি ক্রোধভাব প্রকাশ না করিলে? মিষ্টমুখি, তা হইলে আমি সাহস পূর্ব্বক কোনও চাতুরী বচন তোমার নিকট প্রকাশ করিতাম না। হায়! বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গেলে! পবিত্র প্রসুন! দোষ একবার মাপ হয়; আমি তোমার হুকুমে চলিতাম, কেন তুমি হুকুম করিলে না? হায়! আমি কি নৃশংস, আমার পাপের সীমা নাই. এই নরাধমকে বিশ্বাস করিয়া কমল কলিকা অবশেষে কাল কবলে পতিত হইলেন! হায় প্রিয়তমে! আমি যে কেবল যাতনা পাইতেছি তাহা নয়, তোমাব পিতাকে একেবারে ধ্বংস করিলাম তাঁহার আর নাই। তোমার বাটীর লোক কত পরিতাপ পাইতেছে কিন্তু এ বিপদের কোনও আশঙ্কা কবিতেছে না। হায় প্রিয়ে! তুমি স্বর্গীয় কুসুম, পাপিষ্ঠের অঙ্কে কেন থাকিবে? চারুকমল! তোমার সকলই কোমল; কিন্তু তোমার বিরহ, অশনি অপেক্ষা যাতনাদায়ক। হৃদয় প্রতিমা! তোমার পবিত্র চরণ ধরিয়া সাধি, আশ্রিতের প্রতি সদয় হও, তুমি পবিত্রপ্রসূন তোমার নিষ্পাপ অঙ্গ স্পর্শ কবিতে আমি যোগ্য নই; প্রিয়তমে! তোমার চিরপ্রফুল্ল আনন মলিন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; পদ্মনয়নে! তুমি একবার পূর্ব্বের মত উঠিয়া বসিয়া আমার পানে সুধাদৃষ্টি দান কর; অমিয় বচনে আমায় জীবন দান কব, সেই পীযূষোপম বাক্য আমি একবার

মোহিতমনে শ্রবণ করি। নির্ম্মলে! এখন জানিতেছি বিবাহ কোন্ ছার, যদি কেহ এরূপ ঔষধ জানে যাহাতে তোমায় সঞ্জীবিত করিয়া আমার সমুদয় সম্পত্তি চায়, আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া, ভিখারী হইয়া জীবন ধারণ করিব, যদি আমার ভাগ্যক্রমে কোনও দেবতা সাক্ষাৎ হইয়া বলেন 'ধরণীর আধিপত্য অথবা চারুর জীবন এই উভয়ের মধ্যে তুমি কি চাও' আমি তোমার অমূল্য জীবন দান পাইলেই অমরাবতীর ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করিব। চারু! আমার হৃদাগারের প্রণয়কৌমুদী সমগ্র জীবন অন্ধকার করিয়া কোথায় যাও, একবার এস, ঐ অলৌকিক ইন্দুনিভাননের হাস্য কিরণে মরু জীবন আলোকিত কর!" নৃপেন্দ্র উন্মত্তভাবে চারুকমলের বিশুষ্ক শীতল পাণিপুট মাল্য সহকারে পবিত্রভাবে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন; শোক সন্তাপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রত্যূষে বাটীর সমুদয় পরিচারিকা পরিচারক বর্গকে সেই কক্ষে আহ্বান করিলেন, সকলে বিষন্নভাবে প্রকোষ্ঠের এক ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নৃপেন্দ্র কর জোড়ে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সকলে আমায় পিতা বল, এক্ষণে সন্তানের কার্য্য কর, আমার পাপ তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। এই মৃত পবিত্র ললনাকে আমি অতি স্বার্থপরতার সহিত ভাল বাসিতাম কিন্তু ইনি সরল সতীত্বে মণ্ডিত, নিষ্পাপ দেহধারী, স্বর্গীয় পরি, আমাকে ভবিষ্যৎ পতি জ্ঞানে ভাল বাসিতেন, আমি পাপাত্মা, পত্র লিখিয়া ছিলাম 'তুমি এস আমাদের বিবাহ হইবে'; সরলা কামিনী পতি আজ্ঞা পালনে তৎপর, এই নরাধমকে উত্তম জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া আসিলেন; গত রাত্রে যখন উভয়ে এক স্থানে বসিয়া আছি, আমায় জিজ্ঞাসিলেন যে আমাদের কোন্ সমাজে বিবাহ হইবে, আমি নৃশংস, বিশ্বাসঘাতক, আমি বলিলাম, 'তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি কিন্তু এক্ষণে বিবাহ করিব না'। পবিত্র বালিকা, সতীত্ব সরোজ কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায় কিয়ৎক্ষণ নতমুখে রহিলেন পরে নির্ভরসা কটাক্ষে একবার আমার দিকে চাহিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন, ইঁহার ঐরূপ পীড়া ছিল আমি তাহাই মনে করিয়া ছিলাম কিন্তু ডাক্তার আসিয়া বলিল জীবন নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নৃপেন্দ্র আর

কথা কহিতে পারিলেন না, বাষ্পে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ভৃত্যগণ তাঁহার শোকে কাতর হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল, তাহারা দেখিতেছিল মৃতা চারুকমল অপেক্ষা জীবিত নৃপেন্দ্রের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক। নয়ন বিপর্য্যস্ত ফুল্ল, স্বর কাঁপিতেছে শোকে একেবারে উন্মত্ত হইয়া মৃতদেহের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট; তাঁহার শোক দেখিলে শত্রুগণও দয়ান্বিত হইত। সদয় মনিবের এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভৃত্যকুল যে কাতর হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়, সকলে বিনয় পূর্ব্বক বলিল, "আপনি অন্নদাতা, পিতার সমান, কুগ্রহবশতঃ একটা দোষ ঘটিয়াছে, এক্ষণে কিরূপ করিতে হইবে, আমাদের আজ্ঞা করুন, আমরা প্রাণপণে সেই কার্য্য সাধন করিতে যত্নবান হইব।" নৃপেন্দ্র সকাতরে বলিলেন "এখনই পুলিষে রিপোর্ট হইবে, তোমাদের সব সাক্ষ্য লইবে, তোমাদের যেমন বলিব তোমরা ঠিক ঐ রূপ বলিও তাহা হইলে আমি দুর্নাম ও অপমান হইতে রক্ষা পাইব আমি তোমাদের গুণের উপযুক্ত পুরস্কার করিব।" যে কাল্পনিক কথা ডাক্তারকে বলিয়া ছিলেন তাহাই ভৃত্যবর্গকে শিক্ষিত করিলেন, তাহারা স্বীকার পাইয়া সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। ডাক্তার পুলিষে সংবাদ দিলে পরে তদারক হইয়া বাটীর লোকজনের জবানবন্দি লইয়া বিচার হইল। শব জ্বালাইতে হুকুম হইল; এই আকস্মিক মৃত্যু সমাচার সংবাদ পত্রে উঠিল। নৃপেন্দ্র উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাটী আসিলেন। তিনি নিজে ইংরাজী ধরণের মনুষ্য ছিলেন, দাহ না করিয়া সমাধি দিবার উদ্‌যোগ করিলেন, গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে সমাধি গাঁথা হইল, শবদেহ গোলাপ জলে ধৌত করিয়া নানাবিধ সুগন্ধে বাসিত করিলেন, শ্বেত সাটীনের পোসাক পরাইয়া মখমল বিস্তৃত সিন্দুকে শয়িত করিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট উত্তম পুষ্প তাহার উপর সাজাইয়া দিলেন; সিন্দুক সমাধিমধ্যে প্রোথিত হইলে একখানি বৃহৎ শ্বেত প্রস্তরে মৃত্যু তারিখ সন বার ও নাম খোদিত করিয়া তাহার উপরে স্থাপিত করিলেন। পবিত্র নামটী খোদিত হইলে তাহার নিম্নে একটী কবিতা লিখিত হইল। শোকাবহ কার্য্য সমাধা হইলে নৃপেন্দ্র নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন; তখন

প্রায় অপবাহ্ন। ভুবন এবং অন্যান্য পরিচারক পরিচারিকা সাধ্য সাধনা করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করাইল। নৃপেন্দ্র শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কৌচের উপর চারু কমলের অলঙ্কারগুলি ছিল, তার পার্শ্বে স্তুপাকার পরিচ্ছদ পতিত। নিরীক্ষণ করিয়া নৃপেন্দ্রের শোক সমুদ্র উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল। অন্য কৌচে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কোনও সংজ্ঞা ছিল না। বিশ্বস্ত পরিচারক গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দয়ালু মনিবের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইল এবং ইহাও চিন্তা করিল যে, এই কক্ষে মনিবের পক্ষে শয়ন অশান্তিজনক, এ জন্য সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শয়নশয্যা বৈঠক খানায় করিব কি?" নৃপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। পরিচারক পুনর্ব্বার বলিল "এই আলমারির চাবিটা দিন," নৃপেন্দ্র বিনা প্রশ্নে কুঞ্চিকাগুলি তার হস্তে দিলেন। ভুবন আলমারি খুলিয়া সমুদয় পরিচ্ছদ গুলি যত্ন পূর্ব্বক যথা স্থানে সন্নিবেশ করিয়া, গহনাগুলি গহনার আধারে রাখিয়া আলমারি বন্ধ করিল। পরিচারক যতক্ষণ গোছাইয়া রাখিতেছিল, নৃপেন্দ্র ততক্ষণ সজল নয়নে দেখিতেছিলেন আলমারি বন্ধ করিয়া কুঞ্চিকাগুলি তাঁহার হস্তে দিলে রুমালে বদন আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভুবন পালঙ্ক হইতে আবশ্যকমত লেপ উপধানীয় লইয়া বহির্বাটীতে প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, যে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। নৃপেন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, যন্ত্র পরিচালিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পরিচারকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, পরিচারক একবার পার্শ্বে ফিরিয়া একজন কিঙ্করীকে বলিল, "হরি! শোবার ও বস্‌বার ঘরে চাবি দিয়া রাখিস্।" নৃপেন্দ্র বৈঠক খানায় শয়ন করিলেন, নয়ন সলিলে উপধান প্লাবিত হইতে লাগিল, নিদ্রাদেবী অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করাতে তিনি সমস্ত বিভাবরী এ পাশ ও পাশ করিয়া কাটাইলেন। প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদানের নিমিত্তে বাটীর পরিচারক পরিচারিকাদিগকে ডাকাইলেন; দাসীদ্বয়কে দুই শত, পাচিকাকে দেড় শত, এবং দৌবারিককে একশত টাকা দিলেন, তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

ভুবনের দিকে ফিরিয়া নৃপেন্দ্র বলিলেন, "ভুবন তোমার গুণের পুরস্কার নাই, বিবাহ দিয়া যখন তোমায় সংসারী করিব তখন আমি সন্তোষ লাভ করিব এক্ষণে এই দুইশত টাকা লও, যদি তোমার দেশের আত্মবন্ধুকে পাঠাইয়া দিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহাই করিও।" ভুবন সজল নয়নে বলিল, "আমি যাকে অতিশয় ভক্তি করিতাম তাঁহার মৃত্যুতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি অমন দয়াবতী আর জন্মাবে না এক্ষণে আমার টাকার কিছু দরকার নাই, আপনি পিতা, আবশ্যক হইলে আপনার নিকট চাহিয়া লইব।" এই বলিয়া ভুবন কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল, নৃপেন্দ্র সখেদে বলিলেন, "হায় চারু! তোমার বিরহে কে না দুঃখিত! পৃথিবী রত্ন হারা হইয়াছে! প্রকৃতি সতী তোমার বিরহে বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছেন!"

ক্রমে মধ্যাহ্ন হইল। নৃপেন্দ্র ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যথা সময়ে স্নান ও আহার শেষ হইল, কিন্তু নৃপেন্দ্রের পক্ষে বাটী বিষময় বোধ হইতে লাগিল। মন অতি শোকাকুল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, যেন সেই দিক হইতে প্রকৃতির সকোপদৃষ্টি তাঁহাকে জর্জ্জরীভূত করিতে লাগিল। সে দিনও শোক বিলাপে অতিবাহিত হইল। পরদিন অপরাহ্ণে নৃপেন্দ্র বৈঠক খানায় বসিয়া বাটীর দ্বারবান্ ও পাচিকাকে আহ্বান করিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে বলিলেন, "দেখ কল্য আমি বাটী ত্যাগ করিব; বাটীর যাহা ভাড়া হইয়াছিল, অদ্য প্রাতে তোমাদের মনিবকে মুঙ্গেরে ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছি। তোমরা যেরূপ বাটী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সেইরূপ করিবে"। দৌবারিক, "বাবু সাহেবকা যো হুকুম" বলিয়া বৈঠকখানা হইতে প্রস্থান করিল। পাচিকা সজলনয়নে বলিল, "বাবু মহাশয়! আমার বাবু যে অবধি বিদেশে গিয়াছেন সেই অবধি আমাকে বাটী চৌকি দিতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁর যাওয়া অবধি অনেক বার অনেক ভাড়াটীয়া আসিয়াছিল কিন্তু আমার দ্বারা কেহ কার্য্য করাইতে ইচ্ছা করিতেন না। আমার স্বীয় মনিব যাহা খোরাকি ও মাহিয়ানা দিতেন তাহাই লইয়া আমি এই বাটীর একটী গৃহে বাস করিতাম, কিন্তু আপনার দয়া অনুগ্রহ বশতঃ বাটীর গৃহিণীর মত কর্ম্ম কার্য্য করিয়াছি,

সকলকে দেওয়া, থোওয়া ও নিজে খাওয়া পরা সকলই নির্ব্বাহ হইয়াছে, আপনি বাটী ত্যাগ করিলে আমরা পিতৃহীন হইব।" নৃপেন্দ্র দুঃখিত অন্তকরণে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ছিল এই সুন্দর ভবনে কিছু কাল বাস করিব কিন্তু আপন দুর্বুদ্ধিবশতঃ মনের সুখে বঞ্চিত হইয়াছি, শরীরও অসুস্থ হইয়াছে, কি করিব বাছা! আমার এখানে থাকা অসাধ্য। মন কিছুতেই স্থির হয় না।" পাচিকা বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কক্ষ হইতে বিদায় হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নৃপেন্দ্র ভুবনকে বলিলেন, "গরুর গাড়ি আর মুটীয়া লইয়া আইস এবং বাটী গিয়া তারিণী সরকারকে ডাকিয়া আন।" ভুবন প্রস্থান করিল। যথা সময়ে আহারাদি শেষ হইল, সরকার ও পরিচারক মুটীয়া ও গাড়ি লইয়া আসিল। বাটীর দ্রব্যাদি গাড়ি বোঝাই হইলে পরিচারক সেই সঙ্গে গেল, মুটীয়ার সহিত সরকার ও পরিচারিকা প্রস্থান করিল। নৃপেন্দ্র দৌবারিককে এক খানি গাড়ি আনিতে হুকুম করিয়া আপনি চারুকমলের সমাধি স্থানে গেলেন, বহুক্ষণ শোকবিমুগ্ধ মনে সমাধির উপর পতিত রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বাটী আসিয়া শকটারোহণ পূর্ব্বক কলেজ্ ষ্ট্রীটে নিজ বাটী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। ভুবন বলিল, "রাজা কৃষ্ণপ্রসাদ বাহাদুর বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।" নৃপেন্দ্র বলিলেন, "জ্যাঠামশাই না বৈদ্যনাথে গিয়াছেন?" ভুবন বলিল "তিনি আজ তিন দিন আসিয়াছেন।" নৃপেন্দ্র অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বুদ্ধিমান পরিচারক অতি সুন্দররূপে সকল দ্রব্য যথাস্থানে স্থাপিত করিয়াছে। নৃপেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিলেন, "ভুবন, পোষাকের আলমারিটা কোথায় রাখিয়াছ?" ভুবন বলিল "বৈঠকখানার পাশের কামরায় রাখিয়াছি।" নৃপেন্দ্র বলিলেন "উত্তম"। পরিচারক আহারের টেবিল সাজাইয়া দিয়া বামুনঠাকুরকে আহার আনিতে বলিল, পাচক আসিয়া টেবিলের উপর খাদ্য সাজাইয়া দিল; নৃপেন্দ্র আহার করিয়া শয়নকক্ষে গমন করিলেন, পালঙ্কে শয়ন করিবামাত্র শোকানল প্রবল-

রূপে• লিয়া উঠিল। আপনা আপনি বলিলেন "আমার জীবিত-কাল কেবল যাতনা।" অন্তরাগার দুঃখে দলিত ও নেত্রজলে বদন সিক্ত হইতে লাগিল, পরে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

অসুখী সম্বন্ধ।

নব্য সম্প্রদায়, গৌরব জানায়,
লয়ে সাধু, সভ্যবেশ।
ছদ্ম আঁখি পরা, মুখে শ্মশ্রু ধরা,
শিরে রাশীকৃত কেশ॥
না করে সাধন, পরমাত্ম ধন,
সাজি সবে সাধু হয়।
নাহি বিদ্যা বল, ধিক্ এ কৌশল,
শুদ্ধ ভণ্ড সভ্য চয়॥

বাহির সিমুলিয়ার একখানি পুরাতন বৃহৎ বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত দালানে, চারিজন স্ত্রীলোক একখানি গালিচায় উপবিষ্টা হইয়া কথোপকথন করিতেছেন, দুই জন প্রৌঢ়া, দুটী ষোড়শী। প্রৌঢ়াদ্বয়ের মধ্যে বয়ঃ কনিষ্ঠা বলিলেন, "যমুনা, এই বেলা কাপড় কাচিয়া আয়, একে ত শীতকালের বেলা

দেখিতে দেখিতে যায়, দিদি আবার খাবেন, বেদানা, নেবু ছাড়াইয়া রাখিতে হইবে।" যমুনা উঠিল, সঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "ইন্দু এসনা দুই জনেই যাই।" উভয়ে প্রস্থান করিল। প্রৌঢ়া বয়ঃজ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অভয়া! তোর কি বিবেচনা, ষোল বছর উৎরে সতর বছরে মেয়ে পা দিয়েছে, এখনও বিবাহের নাম নাই; ব্রহ্ম জ্ঞানী ত অনেকে হয় কিন্তু তোর ভাতারের কিছু বাড়াবাড়ি, অন্য অন্য ব্রাহ্মেরা ত চোদ্দ বছরে মেয়ের বিয়ে দেয়।" অভয়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ও কর্ত্তার ইচ্ছা মহিনলালের সঙ্গে বিবাহ দিই, কিন্তু মেয়ে তাতে রাজী নয়, মেয়ের ইচ্ছা নৃপেন্দ্র কুমার পালিতকে বিবাহ করে। কাজেই আমরাও স্বীকার হইয়াছি পরে রাজা কৃষ্ণ প্রসাদ বাহাদুরকে বলায় তিনি বলিলেন 'ছেলে পাস্ করুক তার পর বিবাহ হইবে'। তার পর প্রায় দেড় বৎসর হইল ছেলে উকিলের পাস্ পেয়েছে, এত দিন বিবাহ হইত, কিন্তু নৃপেন্দ্র পীড়িত হইয়া শ্রীরামপুরে হাওয়া খাইতে গিয়াছিল, শুনিলাম এই মাসের প্রথমে বাটী আসিয়াছে।" বয়ঃজ্যেষ্ঠা বলিলেন "মেয়ের কি রূপে নৃপেন্দ্রের প্রতি ভালবাসা হইল।" অভয়া বলিলেন, "ইন্দু বরাবর বাবার নিকট থাকিত, কৃষ্ণপ্রসাদ বাহাদুর বাবার কাছে প্রায়ই আসিতেন, সেই সঙ্গে নৃপেন্দ্রও আসিত। পিতারও ইচ্ছা ছিল যে ছেলেটী বিদ্বান ও বড় সুন্দর, বিবাহ হইলে বেস্ দেখাইবে। ইন্দু নৃপেন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিত। বাবার ৺প্রাপ্তি হইলে ইন্দু আমার কাছে আসিল, নৃপেন্দ্রও মধ্যে মধ্যে এখানে আইসে; কিন্তু কর্ত্তার একান্ত ইচ্ছা মহিনের সহিত বিয়ে দ্যান, তাহা হইলে মেয়েটী চিরকাল নিকটে থাকে। দ্বিতীয়তঃ নৃপেন্দ্র তেমন জানা ঘরের ছেলে নয়, এবং বাহাদুরের নিকট কর্ত্তা সাহস পূর্ব্বক খুঁতিয়ে পরিচয় নিতেও পারেন না, কি করিব দিদি? মেয়েটা বলে কি, 'যদি মহিনের সহিত বিবাহ দেও তা হলে বিষ খেয়ে মরিব'।" বয়ঃজ্যেষ্ঠা বলিলেন, "আহা বাবা! কি ইন্দুপ্রভাকে কম্ ভাল বাসতেন। মৃত্যুকালীন আমাদের তিন ভগ্নীকে কুড়ি হাজার করে টাকা দিলেন, ইন্দুকে এক লক্ষ টাকা দিলেন। তা তিন বোনের মধ্যে একটা মেয়ে ভোগ করুক। ঈশ্বর ইচ্ছায়, আমাদের দুই বোনের, সাতটী

ছেলে, ঘোষ বুঝি একটীও হইত।” অভয়া বলিলেন “কি করিব দিদি এগুলো আমাদের হাত নয়; দেখ, লক্ষ্মণ ঘোষ মৃত্যুকালে কর্ত্তার হাতে ধরে বলে গিয়াছিলেন যে মহিনের জগতে কেহ নাই তিনিই ওর সব, যদিও লক্ষ্মণ ঘোষ নির্ধন হইয়াছিলেন তথাপি বনেদি ঘর; সেই অবধি ছেলেটীকে মানুষ সুহৃদ করিতেছি, কর্ত্তা মহিনের নামে দশ হাজার টাকার কাগচ করে দিয়াছেন, একখান বাড়ী দিয়াছেন; আর এই দুই মাস একটা কর্ম্ম করিতেছে, আশি টাকা মাহিনে হইয়াছে।” জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিলেন “যেমন তোরা তার মতন হয়েছে, যদি অল্প বয়সে বিবাহ দিতিস্ তা হলে ত এমনটী হত না, তোদের মতের সকলই বিস্ত্রী, কনে আপনি, বর পছন্দ ক’বে আবার বে, শুন্‌লে ঘৃণা করে।” অভয়া বলিলেন “দিদি, এ কিছু মন্দ নয় তবে আমাদের কপাল হতে মেয়ের ইচ্ছা অন্য রকম; আমি বলিতেছি তা নয়, তুমি একবার বরং ইন্দু আসিলে মহিনকে বিবাহ করিবার কথাটা বলিও, কি বলে শুনিও এখন।” অল্প সময় পরে ইন্দুপ্রভা সেই স্থানে আসিলেন, শরদিন্দু বদন সহাস্য ভাবে ক্রীড়া করিতেছে, পূর্ণ যৌবনে লাবণ্য কৌমুদি উজ্জ্বল কিরণে বিভাসিত বোধ হইতেছে। ভগিনীদ্বয় কিয়ৎক্ষণ স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন পরে জ্যেষ্ঠা বলিলেন “ইন্দু এস মা আমার নিকটে বস একটী কথা বলিব” ইন্দুপ্রভা মৃদু হাসিয়া সেই স্থানে উপবিষ্টা হইলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিলেন “ইন্দু তুই কেন মহিনকে বিবাহ করনা ছেলেটী শিষ্ট শান্ত, দেখিতেও সুন্দর, কেন তোর এতে অমত কেন?” ইন্দুপ্রভা একবার অভিমান সহকারে মাতৃ পানে চাহিয়া নতমুখী হওত কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন “মাসি মা তুমি জানিবে যে ব্যক্তির বিদ্যা নাই অথচ বিদ্বান্ দেখাইবার নিমিত্তে চসমা পরে, এবং লম্বা দাড়ি রাখে ও সাধুদের ন্যায় মস্তকে অধিক চুল রাখে সে ব্যক্তি কখনও সরল নয়, ইহাও জানিও যে এখনকার অধিকাংশ ব্যক্তি দাড়ি রাখিয়া ইংরেজদের নকল করে, ইহাদের মধ্যে অল্প লোকে সত্য পরায়ণ, বাকি অসচ্চরিত্রঃ, সুহৃদতা দেখায় কিন্তু মনে মনে অন্য ভাব গোপন রাখে, এরূপ সহবাসে কখনও সুখী হওয়া যায় না।” প্রৌঢ়া উচ্চরবে হাসিয়া বলিলেন, “ইন্দু মিথ্যা বলে নাই, এখনকার

এইরূপ গতিক বটে; কিন্তু নৃপেন্দ্র প্যালিত যে উত্তম হইবে, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?" ইন্দুপ্রভার স্বচ্ছ বদন আরক্তিম হইল, সলজ্জ ভাবে বলিলেন, "মনের গতি বলিতে পারি না কিন্তু তিনি জ্ঞানী, তবে, যে জ্ঞানী হইলে অসৎ হয় না একথা বলিতে পারি না, অনেকে বিদ্বান্ হইয়াও ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, চাতুরী ইত্যাদি পাপে কলুষিত হয়। আপাততঃ তিনি যে সচ্চরিত্রঃ তাহা বিলক্ষণ বোধ হয়।" প্রৌঢ়া বলিলেন "এক্ষণে বিবাহটা হলে বাঁচি মা, তোর মা, ঝি জামাই নিয়ে সুখে ঘর কন্না করুক।" এই সময়ে এক জন যুবক আকর্ণ দাড়ি নীরস বদন সেই স্থানে আসিল, এবং অভয়াকে সম্বোধিয়া বলিল, "মা, আমার সালের জোড়াটা দেও।" অভয়া বলিলেন "কোথায় যাবে মহিন?" মহিন বলিল "নৃপেন্দ্র বাবুকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে বাবা বলিলেন।" বয়োধিকা বলিলেন, "আমি আজ তবে যাব না কেমন ছেলেটী দেখিয়া কাল যাইব।" ইন্দুপ্রভার বদন আরক্তিম হইল; হর্ষ বিকশিত ভাব গোপনার্থ বলিলেন "মাসি মা যদি এসেছেন তা দুদিন থাকিতে নাই।" অভয়া সাল আনিয়া দিলেন, মহিন অসন্তোষ অন্তরে প্রস্থান করিল। সন্ধ্যার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিলে, অভয়া জিজ্ঞাসিলেন "মহিন! কাল নৃপেন্দ্র কখন আসিবেন?" মহিন বলিল "বৈকালে আসিবেন বলিয়াছেন।"

সেদিন গত হইল, পর দিবস অপরাহ্নে নৃপেন্দ্র একখানি কুকের বাড়ীর গাড়ি করিয়া আসিলেন প্রথমে বহির্বাটীতে মহিনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে নৃপেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন; "শিবচন্দ্র বাবু কোথায়?" মহিন স্বীয় স্বাভাবিক রূক্ষস্বরে উত্তর দিল "দোতলার বৈঠক খানায়।" মহিনের সমভিব্যাহারে নৃপেন্দ্র নম্রভাবে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। শিবচন্দ্র বাবু গদিতে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। একজন উপস্থিত ভদ্র লোক জিজ্ঞাসিলেন, "মিত্রজা, এইটী বুঝি তোমার জামাতা হবেন?" শিবচন্দ্র বলিলেন "হাঁ" পরে নৃপেন্দ্রকে বলিলেন "এখন বাবু কেমন আছ কোনও অসুখ নাই ত," নৃপেন্দ্র বলিলেন "না মহাশয় এখন শারিরীক উত্তম আছি," পরে শিবচন্দ্র মহিনকে বলিলেন "বাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়া যাও।" মহিন অপ্রসন্ন

মনে অগ্রসর হইল, নৃপেন্দ্র পশ্চাৎগামী হইলেন; উভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মহিন ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মা, নৃপেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন।" অভয়া ও তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন, নৃপেন্দ্র ঈষৎ নত হইয়া প্রণাম করিলেন, উভয় প্রৌঢ়া কামিনী আশীর্বচন প্রয়োগ করিলেন পরে অভয়ার সহোদরা বলিলেন "আহা দিব্য ছেলে, আমাদের যেমন ইন্দু তেমনই জামাই হবে, বেঁচে থাকুক।" অভয়া জিজ্ঞাসিলেন "এখন আর কোনও অসুখ নাই" নৃপেন্দ্র বলিলেন "না, এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি।" অভয়া বলিলেন, "ও যমুনা, ওরে, নৃপেন বাবু এসেছেন ;" যমুনা ব্যস্ত ভাবে আসিল এবং সহাস্যে বলিল "এস বাবু এই ঘরটা পবিত্র করসে;" নৃপেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া তাহার পশ্চাৎগামী হইয়া উভয়ে একটী সুসজ্জিত কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন, ইন্দুপ্রভা কৌচে উপবিষ্টা ছিলেন, নৃপেন্দ্রকে দর্শন করিয়া উৎসাহিত মনে লজ্জা-ভরে প্রণয়ীর পানে চাহিয়া আরক্তিম আনন নত করিলেন। যমুনা নৃপেন্দ্রকে একখানি চেয়ার দিলে তিনি উপবিষ্ট হইলেন। যমুনা ইন্দুপ্রভার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "কি গো মানময়ী রাধে! মান হইয়াছে না কি?" ইন্দুপ্রভা লজ্জাবশতঃ কোনও উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না, সুমোহন বিম্বাধরে মৃদু মৃদু হাস্য বিভাসিত হইল, এই প্রণয় দর্শনে নৃপেন্দ্র কিছুমাত্র সুখী হইলেন না, সেই অকৃত্রিম সরল প্রেমময় বদন অন্তঃকরণে উদিত হইয়া, জ্ঞান পাপীকে শাস্তি দিতে লাগিল, কিন্তু যে প্রণয় রাখিবার জন্য সেই নৃশংস কার্য্য করিয়াছিলেন, এক্ষনে সেই প্রণয় উপস্থিত, তাহা অগ্রাহ্য করা বালকের ন্যায় হইবে। যত্নপূর্ব্বক মন স্থির করিয়া কৃত্রিম হাস্য মুখে বলিলেন, "প্রিয়তমে ইন্দু, তুমি কি সত্যই এ অধীনের প্রতি রাগত হইয়াছ।" এই সম্বোধন অতি কোমলভাবে উচ্চারিত হইল, কিন্তু প্রণয় সম্বোধন করিতে তাপিত অন্তঃকরণ ছিন্ন হইয়া গেল। প্রণয়ীর প্রণয়াদরে ইন্দুপ্রভা পরিতৃপ্তা হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, "প্রবাসী পতি, বাসে আসিলে ললনা হর্ষ বিহ্বলতায় সহসা কোনও বাক্যস্ফুটনে সক্ষম হয় না, নাথ! অদ্য আমারও সেই দশা হইয়াছে।" নৃপেন্দ্র যদিও সাতিশয় সন্তাপিত ছিলেন, তথাপি এ রূপ অলৌকিক রূপবতীর প্রণয়ে অমনোযোগী হইতে ক্ষমতা রহিল না, বিশেষতঃ অনেক লোকেই

ইন্দ্রিয় সংযমনে অক্ষম, নৃপেন্দ্রও সেই সমস্ত ধাতুবিশিষ্ট লোকের মধ্যে এক জন এবং যে কারণে জীবনের স্বাস্থ্য ভঙ্গকারী হইয়াছেন সেই প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত। নৃপেন্দ্র প্রেমযুক্ত হইয়া বলিলেন, "মৃগাক্ষি! সরল প্রেমময় ভাবে বিমর্ষ মানস উজ্জলিত করিলে, বোধ হয় আমাদের উভয়ের মধ্যে আর এরূপ নিদারুণ দীর্ঘ বিচ্ছেদ-অন্ধকার যবনিকা রূপে আবরণ হইবে না;" ইন্দুপ্রভার ইন্দুবদনে সন্তোষের হাস্য কৌমুদি কিরণ করিল, প্রেমভাবে চাহিতে চাহিতে বলিলেন "জীবিতনাথ! তোমার শরচ্চন্দ্র বিনিন্দিত প্রফুল্ল আননে এরূপ বিশুষ্ক ভাব কেন? উজ্জল নয়নদ্বয় দীপ্তিহীন ও কালিম রেখাযুক্ত এবং হাস্যবদনেও বিষাদ অঙ্কিত বোধ হইতেছে," নৃপেন্দ্র বারি ভারাক্রান্ত অক্ষিতে বলিলেন, "প্রিয়ে আমার একটী জীবনাধিক বন্ধু আমায় ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমি অতিশয় সন্তাপিত আছি।" ইন্দুপ্রভা দুঃখিত হইয়া বলিলেন "হায়! বন্ধু বিয়োগ যে কি যাতনা তাহা আমি বিশেষ জ্ঞাত আছি, আমার একটী সহপাঠী বয়স্যার মৃত্যুতে আমায় এত অভিভূতা করিয়াছিল যে আমি মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম।"

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে, বদনে বসন প্রদান করত যমুনা অতিশয় হাস্য করিতে ছিল। ইন্দুপ্রভা সবিস্ময়ে বলিলেন "কি লো অত হাস্‌চিস্ কেন, তারিণীকে মনে পড়েছে নাকি তাই এত হাসি," যমুনা সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "না, সে জন্য কেহ হাসে না।" নৃপেন্দ্র দোষী মনে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "যমুনা হাস্‌চো কেন, বল না।" যমুনা হাসিয়া বলিলেন "নৃপেন্দ্র বাবু, তোমাকে বন্ধু শোকাতুর দেখায় না যেন নূতন পত্নী-বিয়োগী পুরুষ যাহার রাত্রে নিদ্রা নাই, অনবরত রোদনে ও নিশি জাগরণে নয়ন নিম্নে কালিমা, বিশুষ্ক আনন ও বিষণ্ণ ভাব, তোমায় সেইরূপ দেখাইতেছে।" এইরূপ বলাতে নৃপেন্দ্র অতিশয় যাতনা পাইলেন, শোকে অন্তর উচ্ছলিত হইতে লাগিল। ইন্দুপ্রভা হাসিয়া বলিলেন "যমুনা দিদি যা বলিল তা মিথ্যা নয় আমারও এক্ষণে সেইরূপ বোধ হইতেছে, প্রিয়তম! তুমি কি তবে বিরহী?" প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "হাঁ রুচির বদনে!

আমি, বিরহী, মানসাকাশের পূর্ণেন্দু ইন্দু অভাবে কাল যাপন কিরূপ ক্লেশের বিষয় তাহা ইন্দু-প্রাণ ভিন্ন কে অবগত হইবে?" প্রিয়তমের প্রণয় বাণীতে ইন্দুপ্রভার প্রফুল্লবদনে লজ্জা হর্ষ উভয়ই স্ব স্ব পরাক্রম বিস্তার করিল। যমুনা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "উকিলগণ হয়কে নয় করে, যাহাদের কথায় জজেরাও গোলযোগে পড়েন তাহারা যে সরলা রমণীকুলকে কথায় পরাজয় করিবে ইহা অসাধ্য নয়।" নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "পুরুষেরা তোমাদের নিকট পদে পদে অপরাধী।" এই সময়ে একজন পরিচারিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "যমুনা দিদি, জামাই বাবুকে খাবার-ঘরে নিয়ে চল।" যমুনা বলিল, "মা, মামিমা, মামিমার দিদি কোথায়? তাঁদের খাবার-ঘরে যাইতে বল গে," পরিচারিকা বলিল "পিশিমা দাঁড়াইয়া সব খাবার দাবার গোছ করিয়া দিতেছেন, মাকে আর মাসিমাকে আগে বলিয়াছি তাঁহারা সবাই সেখানে আছেন, কর্ত্তা বাবু মহিন বাবুও সেখানে আছেন।" পরিচারিকা প্রস্থান করিল, যমুনা বলিল "এখন তবে চলুন।" নৃপেন্দ্র হাসিয়া গাত্রোত্থান করত যমুনার সহিত আহারের স্থানে গেলেন। শিবচন্দ্রের বৃদ্ধা ভগিনী নৃপেন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন "আহা বাবাকে আমরা কত দিন দেখি নাই পাড়াগাঁয় থাকিয়া অমন সোণার বর্ণ কাল হইয়া গিয়াছে।' নৃপেন্দ্র ঈষৎ নত হইয়া প্রণাম করিলেন, পরে শিবচন্দ্র বলিলেন "বস বাবু, বস।" তিন জন বাবু ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলেন, প্রৌঢ়া রমণীগণ যত্ন পূর্ব্বক খাদ্যাদি ক্রমান্বয়ে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহার সাঙ্গ হইলে সকলের জন্য পরিচারক আচমনের জল আনয়ন করিল, আচমন হইলে পর নৃপেন্দ্র বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন "এক্ষণে বিদায় হই," অভয়া বলিলেন "আবার যেন বাছা শীঘ্র দেখিতে পাই," পরে যমুনার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "যমুনা পান দেও গে।" নৃপেন্দ্র নম্রভাবে "আপনার যেরূপ অনুমতি" বলিয়া যমুনার সহবর্ত্তী হইয়া ইন্দুপ্রভার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যমুনা টিপায়ের উপর হইতে তাম্বুল লইয়া নৃপেন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন, নৃপেন্দ্র তাম্বুল ভক্ষণ করিতে করিতে ইন্দুপ্রভার পানে চাহিয়া বলিলেন "প্রিয়ে বিদায় হই।" ইন্দুপ্রভার হাস্যানন বিষণ্ণ হইল, বলিলেন "আবার যেন শীঘ্র দেখা

পাই।” নৃপেন্দ্র বলিলেন, “প্রফুল্ল পঙ্কজ ত্যাগ করিয়া মুগ্ধ অলিকুল আলস্যে কাল কাটায় না, পুনরায় যত শীঘ্র পারি ইন্দুমুখীর ইন্দু বদন দেখিয়া নয়ন চকোরের তৃপ্তি সাধন করিব।” যমুনা হাসিয়া বলিলেন “আহা ইন্দুর মুখখানি বিরস হইয়াছে, তোমাদের মন ভাই কি কঠিন, বোধ হয় আরও একবৎসর গত হইলে ইন্দুর বিবাহ হইবে।” নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “না আর বিলম্ব নাই, সে দিন কাকা মহাশই বলিতে ছিলেন সত্বর পরিণয় নিষ্পন্ন হইবে।” যমুনা ইন্দুপ্রভার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন “কি আনন্দের সংবাদ”; ইন্দুপ্রভা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন “যাও আর ন্যাক্‌রা করিতে হইবে না, তারিণী আসেনি ব’লে আমার উপর যত রকম ঝাড়া হইতেছে।” নৃপেন্দ্র বলিলেন “তারিণী আমার সহিত আসিত কিন্তু সন্ধ্যা-কালে কতিপয় ভদ্র লোকের আসিবার কথা আছে সেই জন্য আসিতে পারে নাই, আমি বাটী গেলে সে আসিবে।” ইন্দুপ্রভা হাসিয়া বলিলেন “এখন ত খুসী হলে?” যমুনা লজ্জিতা হইয়া মুখ হেঁট করিলেন। ইন্দুপ্রভা পুনরায় বলিলেন, “যমুনা দিদির যখন একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম তখন বিবাহ হইয়াছে, তারিণী তখন চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক, সেই অবধি আমি কখনও পাঁচ দিন দিদিকে নিকট হইতে তফাত্ থাকিতে দেখি নাই।” নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন “বাল্য কালে বিবাহ হইলে পরস্পরের প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া থাকে।” যমুনা বলিলেন “পরিণয়ের পূর্ব্বেই তোমাদিগের যেরূপ গতিক দেখিতেছি তা আর কি বলিব, আপনাদের গায়ে হাত দিয়া কথা কহিতে হয়, বিদায় চাহিবা মাত্র ভগিনীর আমার ইন্দুবদন একেবারে মেঘাবৃত হইল।” ইন্দু হাসিয়া দয়িতের প্রতি কোমল কটাক্ষে চাহিলেন; নৃপেন্দ্র বলিলেন, “যমুনে, বিবাহ পৌর্ণমাসী উপস্থিত হইলে তোমার ভগিনীকে আর মেঘাবৃত দেখিবে না, রাত্রি অধিক হইতেছে আমি বিদায় হই, তোমার কর্ত্তাটীকে এক্ষণে প্রেরণ করিগে,” এই বলিয়া হাস্যবদনে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

অন্তর্দাহীর ছদ্ম সুখ।

পাপীকে ত্যজিয়া প্রিয়ে, গিয়েছ কোথায়!
তোমা বিনে কে তুষিবে বল অভাগায়॥
শশী লাভে, শিশু মত
ভ্রমে মন অবিরত,
নিশার স্বপন সম হারায়ে তোমায়,
পৃথিবীর সুখে আর মন নাহি ধায়॥

চারুকমলের মৃত্যু মাসজাত হইল। নৃপেন্দ্র যে ইংরেজী ধরণের লোক তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ আছে। চারুকমলের পুণ্যার্থে দুই সহস্র মুদ্রা রাজকীয় অনাথশালায় প্রেরণ করিলেন, এবং বহুতর অন্ধ, খঞ্জ, আতুর ও অনাথ দরিদ্রদিগকে ক্রমান্বয়ে মাসাবধি অন্ন ও পানীয় বিতরণ করিয়া অবশেষে অর্থ ও বস্ত্র দিয়া বিদায় করিলেন, সেই দিবস অতি সমারোহ পূর্ব্বক দানাদি হইল। যে সময়ে দরিদ্রগণ স্বর্গীয় ব্যক্তির শান্তি ও কুশল প্রার্থনা করিতে করিতে প্রস্থান করিতেছিল সেই সময়ে কলেজষ্ট্রীটে নৃপেন্দ্রের বাটীর সম্মুখে মহিন লাল ঘোষের ভাড়াটীয়া গাড়ি থামিল, বহুসংখ্যক দরিদ্র নৃপেন্দ্রের বাটী হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া মহিন আশ্চর্য্য হইয়া নৃপেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের পর জিজ্ঞাসিলেন "কি নিমিত্তে এতলোক বিদায় হইতেছে?" এই প্রশ্নে নৃপেন্দ্রের শোক-প্রপীড়িত মনে আঘাত লাগিল, সজল নয়নে বলিলেন "আমার মৃত বন্ধুর পুণ্যার্থে।" নৃপেন্দ্রের উত্তরে অধিক

আশ্চর্য্য হওত মহিন ভাবিল যে একজন মজুর নিমিত্তে এত দান; পরে শারীরিক কুশল জানিয়া বিদায় হইল। গৃহে আসিয়া ইন্দুপ্রভা ও অভয়াকে ঐরূপ দানের বিষয় জ্ঞাত করাতে তাঁহারা ভাবিলেন যে সরলতা ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বশতঃ এরূপ হইয়াছে। মহিন প্রস্থান করিলে পর নৃপেন্দ্র মনে করিলেন, যে একটা বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন; এই শোকাবহ দানে চারুকমলের মৃত্যু তাঁহার স্মৃতি পথে, ভয়ঙ্কর যাতনা দিতে লাগিল, অনবরত বাষ্পরাশি অক্ষিদ্বয় আবৃত করিতে লাগিল, ভাবিলেন যদ্যপি ঐ সন্দিগ্ধমতি নীচপ্রবৃত্ত মহিন অধিকক্ষণ থাকিয়া তাঁহার এইরূপ মন জানিত নিশ্চয় কোনও গোলযোগ বাধাইতে চেষ্টা করিত।

উপস্থিত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে সর্ব্বরী সমাগত হইল, নৃপেন্দ্র শয়নকক্ষে প্রবেশ করত শয্যায় শয়ন করিলেন, মন অতিশয় শোকাকুল, অনর্গল অশ্রুধারায় উপধান প্লাবিত হইতে লাগিল; আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হায় চারু! আমার নয়নানন্দ প্রদায়িনী চারু! সতীত্বমণ্ডিত সরোজিনি! তুমি কোথায়, তুমি যদি লঘু পাপে গুরুদণ্ড না করিতে, যদি একবার ভৎর্সনা কবিতে, তাহা হইলে আমি তোমার সরল তেজস্বিনী দৃষ্টির সম্মুখে আর কোনও দোষী বাক্য উচ্চারণ করিতাম না, তুমি জীবিত থাকিলে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু কত সুখ-প্রদ হইত, এই দুঃখ দলিত অন্তঃকরণ অতুল আনন্দে ভাসমান থাকিত, এই নিরানন্দ শয়নাগার তোমার নিরবচ্ছিন্ন সুমিষ্ট হাস্যে আলোকিত হইত, তোমার কিন্নরী লাঞ্ছিত মোহন স্বরে প্রত্যেক কক্ষ আনন্দে প্রতিধ্বনিত হইত। কি কাল বেল বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলাম! যে বেল বাগানের নির্ম্মলেন্দু অকালে একেবারে অস্তমিত হইল, এ পাপীরও চিরসুখ নষ্ট হইল। পাপের কি বিষময় ফল! যে ঘৃণিত রিপুবশে এই ভয়ঙ্কর পাপে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে তাহাতে কিছুমাত্র উৎসাহ নাই; জীবন, মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে; হায়! ইন্দুকে প্রণয় সম্বোধন করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, সেই নিরুপম সরল ভালবাসা অন্তরে অশনিপাত করে, পবিত্রা প্রসূন! আজ আমি কি শোচনীয় দান করিলাম, যদি আমার সে দুর্ব্বুদ্ধি না হইত তবে জীবন কত সুখের হইত, আমি

কত আনন্দের ভোজ, কত মানসহারী নৃত্যগীত এই সময়ে দিতাম, আমার অকপটবৃত্ত নির্ম্মলা চারু কত আনন্দিত হইতেন, আমি দুর্ভগ! আপন ও বেলুবাগানবাসীদের ইহ সুখ নষ্ট করিলাম। প্রিয়তমে! এ জীবনে পরিণয় কেবল বিড়ম্বনা। আপনি পাপ করিয়াছি, জীবনাবধি তাহার ভোগ করিব।" নৃপেন্দ্র অশ্রুপাত করিয়া সমস্ত বিভাবরী যাপন করিলেন সে রাত্রে একবারও নয়ন মুদ্রিত হইল না।

এইরূপে ক্রমশঃ শোক দুঃখে অন্তর্দলিত হইয়া নৃপেন্দ্রের দিন বাহ্যতঃ সমভাবে যাইতে লাগিল। সময় এক মুহূর্ত্তও স্থির নয়; তুমি দুঃখে থাক, বা সুখে দিন অতিবাহিত কর, সময় নিয়মে চলিতেছে কাহারও বাধ্য নয়। দিন যত গত হইতে লাগিল নৃপেন্দ্রের প্রিয়া-বিরহজনিত শোকানলে ধৈর্য্য-ভস্ম আচ্ছাদিত হইতে লাগিল; যদিও অন্তরাগার দাহযুক্ত, কিন্তু বাহ্যতঃ প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিলেন। যেমন প্রবল ঝঞ্ঝানিলের পর প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের মনোরঞ্জন করেন, তেমনই অসহ্য শোকও কাল ক্রমে মৃদু-ভাব ধারণ করে। নৃপেন্দ্রেরও সেইরূপ হইল, কোনও বিষয়ে উৎসাহ নাই, যে বদন সর্ব্বদা সহাস্য ছিল এক্ষণে তাহা বিষাদাঙ্কিত; প্রত্যহ আহারাদির পর আদালতে যাইতেন, অপরাহ্নে প্রত্যাগত হইতেন।

এইরূপে শীতঋতু গত হইল, বসন্ত কাল আগত। নূতন বৎসরে, রবিবারের প্রাতঃকালে, নৃপেন্দ্র নিজ বাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে, পুষ্করিণীর তটস্থিত লৌহ বেঞ্চে মুখে পাইপ দিয়া উপবিষ্ট হইয়া তাহা হইতে উত্থিত ধূম পুঞ্জের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গত বৎসরের সুখাবহ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত বোধ করিতেছেন ও পবিত্র বালিকা চারুকমল তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন; গত যাহা কিছু ঘটিয়াছে অলীক স্বপন মাত্র, এই কাল্পনিক উল্লাসে নৃপেন্দ্রের বিষণ্ণ আনন উজ্জ্বলিত হইল, পরক্ষণে ভ্রান্তিভঙ্গ হইলে সেই হৃদয় বিদারিণী ঘটনা মানসে উত্তেজিত হওয়াতে অক্ষিদ্বয় বাষ্প পরিপূরিত হইল। এই সময়ে পরিচারক ভুবন আসিয়া বলিল, "সিমলার মহিন বাবু আসিয়াছেন।" নৃপেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "এই স্থানে লইয়া আইস," ভুবন প্রস্থান করিল, নৃপেন্দ্র রুমালে নয়নদ্বয় পরিষ্কার করিয়া এক মনে পাইপের

ধূম পান করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে ভুবনের সহিত মহিন আগত হইল, নৃপেন্দ্র সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন "কি জন্য আসা হইয়াছে?" মহিন নিজ স্বাভাবিক রুক্ষভাবে বলিলেন "তোমাকে ও রাজা বাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিতে কর্ত্তা বলিলেন, প্রথমে বাহাদুরের নিকট গিয়া-ছিলাম পরে তোমার নিকট আসিলাম, শুনিয়াছি অদ্য তোমাদের বৈবাহিক পত্র হইবে।" শেষ কথা গুলিন উচ্চারণে বদন হাস্য বিহীন ও স্বর সমধিক কর্কশ হইল। নৃপেন্দ্র হরিষে বিষাদিত অন্তরে স্বীকৃত হইলেন। মহিন প্রস্থান করিল, নৃপেন্দ্র প্রাত্যহিক উপাসনাদি সাঙ্গ করিয়া সুসজ্জিত হওত তারিণী সরকারকে কহিলেন "এস হে আমার সঙ্গে সিমলায় যাইতে হইবে, এ সংবাদ তোমার প্রীতিজনক, দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পাইবে।" তারিণী, সরকার হইলেও নৃপেন্দ্রের পরিহাস যোগ্য ব্যক্তি, উত্তম লেখা পড়া অভাবে সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, তিনি বঙ্গ দেশীয় মুখ্য কুলীন। মনিব উপহাস্য সম্বোধনে আহ্বান করিলে, সহাস্য, লজ্জিত ও নম্র বদনে তারিণী প্রতি-পালকের নিকটস্থ হইলেন পরে উভয়ে এক খানি উত্তম ফিটনের জুড়িতে উঠিলেন। বাহির সিমুলিয়ার শিবচন্দ্র মিত্রের বাটী যাইতে কোচমানকে হুকুম হইল, দেখিতে দেখিতে বেগগামী বাহনদ্বয় কলেজষ্ট্রীট্ ছাড়াইয়া চলিল। তারিণী বলিল "কুকের বাড়ির গাড়ি প্রত্যহ যাহা লয়েন তাহাতে মাসে অনেক খরচ পড়ে এর অপেক্ষা যদি আপনি দুইখানি গাড়ি ও তিনটা ঘোড়া খরিদ করেন তাহা হইলে উত্তম হয়;" নৃপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "আমারও তাই ইচ্ছা কিন্তু ওকালতিতে উত্তম পসার না হইলে অনেক গুলা গাড়ি ঘোড়া করিতে খুল্লতাত মহাশয় নিষেধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উত্তম পসার হইয়াছে এবং এক্ষণে ইচ্ছামত গাড়ি ঘোড়া কিনিতে তিনিও সে দিন বলিলেন, কেননা যেরূপ আয় হইতেছে স্বচ্ছন্দে সমারোহ পূর্ব্বক ব্যয় করা যাইতে পারে। আমি মনে করিতেছি, আমাদের বিবাহের পর মনোনীত পূর্ব্বক ভাল রকম গাড়ি ঘোড়া খরিদ করিব।" এইরূপ কথোপকথনের সময় গাড়ি শিবচন্দ্র বাবুর বাটীর সম্মুখে থামিল। উভয় যুবক আরোহী অবরোহণ করিলেন। বাটীর দ্বারে অপ্রেম বদন

মহিন দণ্ডায়মান ছিলেন, নৃপেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বৈঠক খানায় প্রবেশ করিলেন, সে স্থানে কৃষ্ণপ্রসাদ রাজা বাহাদুর ও শিবচন্দ্র ও আর দুই জন ভদ্রলোক উপবিষ্ট ছিলেন। বাহাদুরের নিকটে নৃপেন্দ্র নম্রভাবে উপবিষ্ট হইলেন, বাহাদুর বলিলেন "বৎস নৃপেন, যদিও তুমি ও বৈবাহিক উভয়েই ব্রাহ্ম মতাবলম্বী তথাপি আমার ইচ্ছা আমাদের হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ সম্পন্ন হয়;" নৃপেন্দ্র নম্রভাবে বলিলেন "মহাশয় আপনি বিজ্ঞ, আপনার উপর আমি কি কথা কহিব? বেদমতে ব্রাহ্মমত, হিন্দুমত ও বেদ হইতেই সংগৃহীত, ইহাতে আপনার যে অনুমতি হইতেছে, উত্তম।" শিবচন্দ্র বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয় প্রাচীন ও বিদ্বান ওঁর যেরূপ অনুমতি হয় তাহাই হইবে, এক্ষণে এই বক্তব্য, অদ্য উত্তম দিন শুভ পত্রিকা লেখা হউক, এই মাসের পঞ্চ বিংশতি দিবসে শুভ পরিণয় নির্ব্বাহ হইবে।" বাহাদুর সহাস্য বদনে সম্মতি দিলেন। শিবচন্দ্র হাস্যাস্যে মহিনকে বলিলেন "দ্বারবানকে বল যে ন্যায়রত্ন মহাশয় ও কমলাকান্ত ঘটককে সংবাদ দেওয়া হয়; আহারাদির পরে পত্রিকা লেখা হইবে।" মহিনের বদন বিকট ভাব ধারণ করিল, প্রলয় কালের মেঘ যেন তাহার অপ্রীতিকর মুখের যাহা কিছু প্রসন্নতা ছিল তাহাও আবরণ করিল, অস্পষ্ট বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। তাহার বহু-দিনের উচ্চ আশা নির্ম্মূল হইল—ইন্দুপ্রভার অলৌকিক রূপে মোহিত হইয়া মনে করিত যে ইন্দুপ্রভার পিতার সমুদয় সম্পত্তি ও ইন্দুর নিজের লক্ষ টাকা তাহার হস্তে ন্যস্ত হইবে এক্ষণে তাহার আশাপালিত লতা উন্মূলিত হওয়াতে মনোমধ্যে অতিশয় যাতনা পাইল। নৃপেন্দ্রের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিতে লাগিল যে তাহার সুখের পথে ঐ কণ্টক; ইচ্ছা, যে বিবাহতে বাধা প্রদান করে কিন্তু সাহস হইল না; আন্তরিক বিরক্তি সহকারে প্রস্থান করিল ও নৃপেন্দ্রের দিকে কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া মনে মনে গালি দিতে দিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল হইল বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া শিবচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, আহারের কক্ষটী উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল, অভয়া ও তাহার বৃদ্ধা ননন্দা মনো'ভিনিবেশ পূর্ব্বক

আহার্য্য দ্রব্যাদি বিন্যাস করিতেছিলেন, যমুনাও তাঁহাদের আজ্ঞামত দ্রব্য সমূহ আহরণ করিতে ছিলেন। বাবুরা কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে অভয়া প্রভৃতি সরল মান্য সহকারে বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিলেন, বাহাদুর সন্তোষ হইয়া অভয়াকে বলিলেন "তোমার দর্শনে নয়ন সফল হইল ও তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধের তরুণ অবস্থা প্রাপ্তি হইতে ইচ্ছা হইতেছে; আমার এই অস্পষ্ট বাক্যে তোমার কোমল কর্ণ ব্যথিত হইবে, এবং কিরূপে ঐ কোকিল স্বরে বাধা দিয়া এই বর্ষা-বান্ধব তুল্য স্বরে তোমার তৃপ্তি সাধন করিব।" অভয়া হাঁসিয়া বলিলেন "আপনার ঐ রূপ অসংখ্য প্রশংসার আমি যোগ্য নই; বিশেষতঃ আপনার সুন্দরী বাণী, আমার ব্যান, শুনিলে কুপিত হইবেন।" বাহাদুর, প্রাচীন মনুষ্য, হাসিয়া বলিলেন "কেন যদি তাঁর ভাগ লও।" এ কথায় অভয়া মনেমনে লজ্জিতা হইয়া ভাবিলেন যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা এরূপ দূষিত ও মন্দভাবযুক্ত পরিহাসকে বড় পচন্দ করে কিন্তু প্রকাশ্যে ঈষৎ হাস্য সহকারে বাহাদুরকে বলিলেন "সে জন্য বলিতেছি না, সুন্দরীদের নিজ পতি মুখে অন্য ললনার প্রশংসা মিষ্ট লাগে না।" বাহাদুর হাসিয়া শিবচন্দ্রকে বলিলেন "ব্যাই, তোমার চক্ষে অন্য কোনও রমণী কি এরূপ উত্তম বোধ হয়?" শিবচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "বিদ্যুৎ বিকাশ দেখিয়া যে দিকে চাও সেই দিক্ অন্ধকার বোধ হয় অতএব আমার আর বিবেচনার কথা কি বলিব।" বাহাদুর উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ব্যাই, মনের কথা সত্য বলিয়াছ।" পরে অভয়া নিকটস্থ পরিচারিকাকে বলিলেন, "যাও, বাহির হইতে মহিন বাবু, নৃপেন্দ্র বাবু, তারিণী বাবুকে ডাকিয়া আন।" পরিচারিকা প্রস্থান করিল। বাহাদুর যমুনাকে বলিলেন "যাও ত মা একবার আমার বধূ মাতাকে লইয়া আইস;" যমুনা কক্ষ হইতে বহির্গমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দুপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগত হইলে, বাহাদুর সস্নেহে বলিলেন "আহা মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী," পরে ইন্দুপ্রভার হস্তে চারিটী মোহর প্রদান করিলেন, এই সময় নৃপেন্দ্র, তারিণী ও মহিন সমভিব্যাহারে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। যমুনা ইন্দুপ্রভার সহিত লজ্জিতভাবে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। আহার্য্য দ্রব্য সমূহ অতি উৎ

কুক্ষভর হইয়াছিল। ভোজ-শেষ হইলে পরিচারক আচমনার্থ স্থবাসিত জল আনিল, সকলের আচমন হইলে বৈঠকখানায় প্রত্যাগত হওত তাম্বুল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; তাম্রকূটের ধূমে বাহাতুর বৈঠকখানার ভিতর একটী ক্ষুদ্র মেঘ সৃজন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ন্যায়রত্ন ও ঘটক উভয়েই উপস্থিত হইল এবং হিন্দু রীত্যনুসারে লগ্ন পত্রিকা লেখা হইল। পত্রিকা লেখার জন্য পুরোহিত ন্যায়রত্ন ও ঘটককে যাহা দেয় তাহা বাহাতুর দিলেন, তাঁহারা সন্তোষচিত্তে প্রস্থান করিলে বাহাতুর শিবচন্দ্রের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ পূরঃসর বিদায় হইলেন। শিবচন্দ্র মহিনকে বলিলেন "তুমি কিয়ৎ কর্ম্মের ভার লও, বাটী সাজাইবার ও আহারীয় উত্তম উত্তম দ্রব্যের বায়না দিয়ে এস, ও নিমন্ত্রণ পত্রিকা ছাপাইতে দেও, আমি যাই, বিবাহের দিবস ইংরেজী থিয়েটর হইবে তাহাদের সহিত একটা স্থির করিতে হইবে, সে ভার ইন্দুপ্রভার মামাকে দিয়া আসি এবং আমার অন্যান্য কর্ম্ম আছে।" মহিন ও শিবচন্দ্র উভয়ে উঠিলে, নৃপেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন "আমি এক্ষণে বিদায় হই," শিবচন্দ্র সস্নেহে বলিলেন "এক্ষণে বিশ্রাম কর অপরাহ্নে যাইও।" এই রূপ বলিয়া শিবচন্দ্র মহিনের সহিত বাটী ত্যাগ করিলেন। নৃপেন্দ্রের হৃদয় চঞ্চল, ভাবিতেছেন "বোধ হয় বিবাহ হইলে চারুকমলের বিরহজনিত দারুণ যাতনা হইতে শান্তি পাইব" কিন্তু তখনই সেই অনিন্দিত পবিত্র আনন অন্তরে উদিত হওয়াতে বোধ করিলেন পার্থিব সুখ তাঁহার পক্ষে শেষ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার দোষী জীবনের পক্ষে বিবাহ আবরণ মাত্র। এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "নৃপেন্দ্র বাবুকে মাঠাকুরাণী একবার আহ্বান করিতেছেন।" নৃপেন্দ্র উচ্ছলিত অন্তরে তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন, ভাবিতেছিলেন, "ইন্দু প্রণয় সম্বোধন করিলে কিরূপে উত্তর প্রদান করিব, প্রণয় ভাষা রসনা ভুলিয়া গিয়াছে করুণ সন্তাপ অভ্যস্ত হইয়াছে।" পরিচারিকা একটা বৃহৎ সুসজ্জিভূত প্রকোষ্টে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল "আপনি এই কৌচে বসুন আমি মা ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিই।" পবিচারিকা প্রস্থান কবিলে পর মুহূর্ত্তে অভয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, নৃপেন্দ্র বিনীত ভাবে বলিলেন "আমায় কি আজ্ঞা

করেন ?" অভয়া সস্নেহে বলিলেন "বাছা তোমরা আমাদের জীবনের আলোক, যেন বিবাহের পর নিরবচ্ছিন্ন নিজ বাটীতে বাস করিও না তাহা হইলে আমার জীবনাগার অন্ধকারময় হইয়া থাকিবে" নৃপেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আপনি যত দিন ইচ্ছা করেন তত দিন নিজ বাটীতে রাখিবেন, সময়ে সময়ে আজ্ঞা অনুসারে লইয়া যাইব, স্বীয় তনয়কে লোকে যেমন আদেশ করে, সেইরূপ করিবেন।" অভয়া বিনয় উক্তি শুনিয়া আহ্লাদিত অন্তরে কহিলেন "বাছার রূপোপযুক্ত গুণ দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে থাক।" কক্ষ হইতে প্রত্যাগত হইবার সময় ঈষৎ উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "ও যমুনা তোরা এই ঘরে আসিয়া গল্প সল্প কর।" কিয়ৎক্ষণ পরে যমুনা ও তার পশ্চাতে ইন্দুপ্রভা আসিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নৃপেন্দ্র উত্তেজিত অন্তরে দেখিতেছিলেন যে অষ্টাদশ বর্ষীয়া পূর্ণ যৌবনা কামিনী এক্ষণে তাঁহারই; তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য সকলের অন্তর আলোকিত করে। যমুনা হাসিয়া বলিল "ইন্দু কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে ?" নৃপেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া নিজের বাম পার্শ্বে বসাইলেন। ইন্দুপ্রভা সলজ্জ অথচ মোহনীয় মৃদু আস্যে পুনঃ পুনঃ নৃপেন্দ্রের দিকে চাহিতে লাগিলেন। নৃপেন্দ্র প্রণয় ব্যগ্রতার সহিত দেখিতে ছিলেন ও এই অল্প সময়ের জন্য একবার মনে করিলেন যে তিনি সুখী হইবেন কিন্তু তখনই নির্ম্মল চারু কমলের পবিত্র প্রণয়-পূরিত দৃষ্টি মনে পড়িল, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল. অশ্রু পরিপূরিত নয়ন গোপনার্থে তাম্বুলের বিষম ছলনা করিয়া রুমালে মুখ চক্ষু মার্জ্জন করিয়া ভাবিলেন যে অন্তর্দাহীর ছদ্ম সুখ ভয়ানক। এই সময় অন্য কক্ষ হইতে অভয়া বলিলেন "যমুনা নৃপেন্দ্রের জন্য পান নিয়া যাও।" যমুনা চলিয়া গেল। ইন্দুপ্রভা প্রণয়যুক্ত স্বরে বলিলেন "প্রিয়তম নাথ, আমার এমন দিন আসিবে মনে ছিল না।" নৃপেন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, বাম হস্তে ইন্দুপ্রভার কক্ষ দেশ বেষ্টন করিলেন, ইন্দুপ্রভার উল্লসিত অন্তর ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল, ক্ষীণভাবে তাঁহার মোহনীয় মস্তক নৃপেন্দ্রের হৃদয়ে রক্ষিত হইল। ঈদৃশ নিস্তব্ধ উত্তর নৃপেন্দ্রের মনে অতি প্রীতিজনক হইল ; কিন্তু তাপিতের সুখ বিরল। যমুনার আগমন শব্দ

উভয়ের কর্ণ গোচর হওয়াতে পূর্ব্ব অবস্থায় বসিলেন। যমুনা আসিয়া তাম্বুল প্রদান স্থানান্তর উপবেশন করিলে বিবিধ পরিহাস জনক কথোপকথন চলিতে লাগিল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইল, নৃপেন্দ্র বিদায় চাহিলেন। ইন্দুপ্রভার সহাস্য বদন বিমর্ষ হইল, যমুনা বলিলেন, "কবে আবার দর্শন পাইব" নৃপেন্দ্র ইন্দুপ্রভার কর ধারণ করিয়া বলিলেন "যবে এই স্থকোমল পাণিদান পাইব।" এই রূপ শিষ্টাচারে বিদায় হইলেন।

পরিণয় দিবস উপস্থিত হইল, ইন্দুপ্রভার মানস-পদ্ম আগত সুখাশা-সূর্য্য কিরণে বিকশিত হইল; প্রফুল্ল বদনকমল হাস্য হিল্লোলে ভাসিতে ছিল। গোধুলি লগ্নে বিবাহ হইল। হিন্দুমতে, স্ত্রী-আচার সম্প্রদান প্রভৃতি শেষ হইলে, বর কন্যা বাসরে প্রবেশ করিল। সজ্জাগৃহে যথারীতি যৌতক দান আদি ক্রিয়ার পর বর বধূর ভোজন সাঙ্গ হইলে, বর বহির্বাটীতে গমন করিলেন। রাত্রি অষ্টম ঘটিকার মধ্যে সমুদয় নিমন্ত্রিত দিগের আহারাদি শেষ হইল, সাড়ে আট ঘটিকার সময় কন্‌সার্ট বাজনা আরম্ভ হইল পরে ইংরেজী থিয়েটর আরব্ধ হইয়া ১১ ঘটিকার সময় শেষ হইলে, সাহেব বিবির নাচ্ উপক্রম হইল, এবং দ্বিপ্রহর ১ ঘটিকার পর সমুদয় নিষ্পন্ন হইল। নৃপেন্দ্র বহির্বাটীর বরাসন হইতে উঠিলেন, পরিচারক সংহতি করিয়া বাসগৃহে আনিল, যমুনা হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ইন্দুপ্রভার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন, সেস্থলে অনেকগুলি পরিহাসশীলা রমণী উপস্থিত ছিলেন, এক জন বলিলেন "কি সুন্দর মিলন,—যেন অনঙ্গ-মোহিনী ও অনঙ্গ উভয়ে ধরাতলে জন্মিয়াছেন।" ইন্দুপ্রভার মাতুল কন্যা জিজ্ঞাসিলেন "যমুন্, পিসে মসাই বাইনাচ্ দিলেন না কেন?" যমুনা বলিলেন "তিনি বলেন 'বেশ্যা নাচাইয়া কি হবে" অন্য একজন বলিলেন "এই যে থিয়েটর হইল এরা কি বেশ্যা নয়," যমুনা বলিলেন "না এরা প্রায় পতি, পত্নী; ভাই, ভগিনী, বেশ্যাদের নামে অন্তঃকরণে ঘৃণা বোধ হয়, তাহাদের নাচ্ দেখা ভদ্রকুল কন্যাগণের উচিত নয়।" অপর এক জন বলিলেন "ও সব কথা এখন থাক্, দুই ছড়া মালা দেও বর কনে দুই জনে দুই জনকে পরাইয়া দিন, আমরা দেখি।" উভয়ে

সলজ্জভাবে তাঁহাদিগের কথা রাখিলেন। সঙ্গিনীরা বলিলেন "আমরা এক্ষণে যাই, অধিক রাত্রি হইয়াছে তোমরা শয়ন কর" নৃপেন্দ্র সহাস্যে বলিলেন "বাসরে অধিক লোক থাকিতে হয়।" সঙ্গিনীরা বলিল "হ্যাঁ, যদি বর ও বধূ বালক বালিকা হইত।" এইরূপ বহুবিধ পরিহাসের পর বাসর হইতে রমণীগণ প্রস্থান করিলেন। ইন্দুপ্রভা পতিপানে চাহিয়া দেখিলেন মনোহর বরবেশে নৃপেন্দ্র শারদ চন্দ্রমাকে লজ্জা দিতেছেন, ইহাতে মন আনন্দে ভাসমান হইল। নৃপেন্দ্র রমণীর কর গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন এরূপ অলৌকিক রূপবতী ধরায় দুর্লভ, কিন্তু তাঁহার হরিষে বিষাদ, তিনি ছদ্ম সুখী, চারুকমলের নির্ম্মল আনন তাঁহার মনে যাতনা দিতে ছিল অবিরত নয়ন অশ্রুপূরিত হইতেছিল তাহা নিবারণ করা কষ্টকর হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

লুব্ধকের পরীক্ষা।

শিশুকাল হ'তে তায়, পালন করিয়া হায়,
আঁখি নীর সার হ'ল পুরস্কার মোর রে।
ধন, জন, সুখ আর, নাহিক অভাব যার।
এক জন বিনা কিন্তু বিজন সংসার রে॥

বেল বাগানের নিরানন্দ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যেন নলিনী বান্ধব সত্বর কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া নীল গগন শোভিত করিলেন, ও তাহাদের সতর্ক করিবার জন্য যেন কাককুল অনবরত কর্কশ রবে উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল। জাহ্নবী তীরবর্ত্তী পল্লিগ্রামের শীত স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক বোধ হয়, সুতরাং লোকে শয্যা ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করে এজন্য চারুকমলের বাটী ত্যাগ কেহই অনুধাবন করিতে পারেন নাই। যামিনী রন্ধন করিতে করিতে বলিলেন "মতি দ্যাখ্‌তো চারু এখনও ওঠেনি কেন, বেলা যে নটা বেজে গেছে।" মতি বলিল "তাই ত তিনি কখনও এত বেলা অবধি ঘুমোন্‌না কোনও অসুখ করে নাই ত!" যামিনী রন্ধন শালা হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন "আমার মনটা হঠাৎ এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল কেন! চল ত দেখিগে সে কি করিতেছে।" উভয়ে চারুকমলের কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কে উত্তর দান করিবে? যামিনী কপাটে আঘাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, কিন্তু কক্ষে কেহ নাই। যামিনী ব্যগ্রভাবে বাতায়নগুলি

উদ্ঘাটন করিয়া মসারি উত্তোলন করিলেন, কিন্তু শয্যায় কেহ নাই—জনা। যামিনীর হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল, বলিলেন "যা দেখি, যদি পাইখানায় কিম্বা স্নান করিতে গিয়া থাকে।" মতি দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, যামিনী নিশ্চল দণ্ডায়মান, কত ভাবনা উদয় হইতে লাগিল—সে কি স্নান করিতে গিয়া জলে নিমগ্ন হইল? কিন্তু পরক্ষণে চারুকমলের পরিত্যক্ত বস্ত্র ও টিপায়ের উপর অঞ্চলের চাবি ও লিখিত উন্মুক্ত পত্রিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং নিমেষ মধ্যে পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠ সমাপ্ত হইলে বোধ করিলেন পৃথিবী ঘূর্ণায়মান হইতেছে; ক্ষণ কালের পর জ্ঞান হইল, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন; তাঁহার ক্রন্দনের শব্দে সপুত্র হরিশ ঘোষ, ও মতি, ভীতান্তঃকরণে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই স্থানে আসিল, এবং ব্যস্ত ভাবে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যামিনী ক্রন্দন করিতে করিতে লিপি ফেলিয়া দিলেন, হরিশ প্রকাশ্যরূপে পাঠ করিলেন। যখন মতি জানিল যে চারুকমল অজানিত স্থানে গিয়াছে তখন সেও অন্তর্ভেদী রোদন করত চারুকমলের অপহরণ কারীকে উদ্দেশ্য করিয়া গালাগালি দিতে লাগিল। সে চারুকমলকে অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসিত; তাঁহার মৃতা জননীর বক্ষ হইতে তুলিয়া নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আপন একমাত্র শিশু সন্তান বিয়োগ জনিত ক্লেশ ভুলিয়া ছিল, এবং ক্রমাগত তিন চারি বৎসর স্তন পান করাইয়া জননী নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিল; দুইদিন চারুকে না দেখিলে বাৎসল্য পরবশ মতি অতি ক্লেশে দিন যাপন করিত। অশিক্ষিতা সামান্যা নীচ ব্যবসায়ী স্ত্রী, কিন্তু নিঃস্বার্থ স্নেহ যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিত, এক্ষণে তাহার স্নেহ যুক্ত হৃদয় তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল। যাতনায় ক্রন্দন ও অপহরণ কারীকে গালাগালি ও অভিসম্পাত করিতে লাগিল। ধীর, জ্ঞানী হরিশ নীরবে অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন "সকলে স্থির হও, এরূপ ক্রন্দন করিলে অত্যন্ত গোল হইবে ও দুর্নামের শেষ থাকিবে না; লিপির ভাবে বুঝিতে পারিতেছ না? কোনও কুটাভিসন্ধি ব্যক্তি প্রতারণা পূর্ব্বক ছল ও কপট বিহীনা অসন্দিগ্ধ চিত্তা বালিকাকে বিবাহ ব্যপদেশে চাতুরী দ্বারা পাপবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছে। সাবধান, যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে

চারু কোথায়, বলিও যে মাতুলালয়ে গিয়াছে।" সুধীর হরিশ অধীর চিত্তে ব্যাকুল ভাবে সাশ্রু নয়নে বলিতে লাগিলেন "আহা দুর্ভাগা বালিকা! তোমার সাধের বেল বাগান অন্ধকার করিয়া কাহার ভবন আলো করিতেছ! হায়! এই ভয়ঙ্কর চাতুরী প্রকাশ পাইলে, নির্ম্মলে! কতই ক্লেশ যাতনা পাইবে। তুমি পার্থিব বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ ও শৈশব-প্রায় সরল-মনা বলিয়া এত যাতনা পাইলে, নয়নানন্দ দায়িনি! তুমি আপন ধ্বংস আপনি করিলে, আমি কি প্রবোধ দিয়া তোমার পিতাকে স্থির করিব, হায় অচতুরা বালিকা! তুমি প্রতারকের ছলনায় কোনও উদ্দেশের চিহ্ন রাখিয়া যাওনাই, কোন্ স্থানে থাকিবে, কাহার সহিত যাইতেছ কিছুই বল নাই, তুমি প্রতারককে সাধু ভাবিয়াছ. কালকূট বিষকে সুধা মনে করিয়াছ, আমার স্নেহ স্থলভো অরবিন্দ বদনে! আর কি আদর পূর্ব্বক সন্তরণ দেখিতে চাহিবেনা! হরিশের করুণ বিলাপে তাঁহার অশ্রুপূর্ণচক্ষু পুত্রদ্বয় সরোদনে বলিল পিতঃ! শোক বিলাপে কোনও কার্য্য হইবেনা, রেলওয়ের তারে খবর দি'ন, বোধ হয় তারা রেলেতে যাইতেছে, চারুর চেহারা বর্ণনা করিয়া দি'ন তা হইলে ধরিতে পারিবেন, এই বাক্যে হরিশ সম্মত হইয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে বাটী রাখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সমভিব্যাহারে বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন ও সেইমত কার্য হইল কিন্তু তাহা কোথায়? কোন ও ফল হইল না। সেদিন সকলে নিরাহারে দিন কাটাইলেন কিন্তু যামিনীর পরীক্ষা হইতেছে, সকলের অপেক্ষা তাহারই মনে অধিক যাতনা; হরিশকে বলিলেন "দেখ, আমরা জানি আর নাই জানি, আমার বোধ হইতেছে পালিতের এই কার্জ; তুমি একবার নিমাইবাবুর কাছে যাও, কেননা চারুকে আর কে নিয়া যাবে!" হরিশ চিন্তাযুক্ত মনে বলিল "তিনি যদি নিয়ে যাবেন তা হলে দু মাস পরে নিয়ে যাবেন কেন? তা যা'ই হউক, একবার যাই।" হরিশ গেলেন এবং তিন চারি ঘণ্টার পর প্রত্যাগত হইলেন মুখ সমধিক বিষণ্ণ ও আরক্তিম। যামিনী ব্যাকুলিত চিত্তে বলিলেন "কি হইল গো" হরিশ দুঃখদলিত ক্রোধপীড়িত স্বরে বলিলেন "হবে আর কি! দুঃসময়ে কেহই আপনার নয়, পালিতের কি নাম, কোথায় বাটী মিন্‌সে কিছুই বলিল না; হায়! হায়! কেন যে

অজানিত লোক বাটীতে রাখিয়া ছিলাম! কি হারামজাদকি! নাম বলিত না, 'পালিত বাবু, পলিত বাবু,' এই এক ইংরেজী ধরণ, নিমাই বলে সে তেমন ছেলে নয়, আপনারা যাতনা পেলে বলে কি আবার তাকে জ্বালাতে যাবে," যামিনী সাশ্রুনয়নে বলিলেন "তবে, বড় বাবুকে পত্র লেখ, তিনি কি বলেন।" হরিশ শিহরিয়া বলিলেন "তাঁকে লিখিলে একে আর হবে, শোক দুঃখে হয় ত আত্মহত্যা করিবেন, আমি আজ কলিকাতায় যাই, সেখানে যদি কোনও খোঁজ করাইতে পারি, পুলিষে রিপোর্ট দেওয়াইবে যে এইরূপ বয়ক্রম ঐরূপ আকার ইহাতে যদি পুলিষ কোনওরূপে ধৃত করিতে পারে।" হরিশ সেই দিবস বাটী ত্যাগ করিলেন এবং এক সপ্তাহের পর পুনরাগত হইলেন কিন্তু কোন খবর নাই, যামিনী নিরাশ্বাস হইয়া নিজ ললাটে আঘাৎ পূর্ব্বক নিজ কক্ষের সম্মুখ বারেণ্ডায় উপবিষ্টা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—"ও মা চারু! তোর মনে এই ছিল; তোরে যে ছেলেদের অধিক ভাল বাসিতাম, ও আমার নির্ম্মলা বালা! তুমি ক্লেশযুক্ত চাতুরী জানিয়া কত যাতনা পাইতেছ কত কাঁদিতেছ ফিরে আসিবার কোন ও উপায় পাইতেছনা, তুমি নিজ সরলমনে বোধ করিয়াছ যে কোনও বিপদ আশঙ্কায় গোপনে বিবাহ করিতে নিয়া যাইতেছে, ওরে আমার সরলতা! তা হ'লে কেন আমাদের গোপন করিবে,তোর এক বার এ কথা মনে হ'ল না; হে বিধাতঃ! সরল ও নিষ্কপট প্রকৃতির এই কি পুরস্কার হইল; হায়। কার দোষ দিব আমি যদি জেদ পূর্ব্বক বাটীতে না ভাড়াটীয়া রাখিতাম তা হলে ত এ বিপদ ঘটিত না।" যামিনীর অন্তর্বিদারিনী বিলপনে সর্ব্বার চিত্তে নীরবে মতি অশ্রু মোচন করিতেছে এই সময় হরিশ এক খানি উন্মুক্ত পত্র,হস্তে লইয়া আসিলেন ও বারাণ্ডায় যামিনীর নিকট দাঁড়াইলেন,যামিনী অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "কার চিটি, বড়বাবুর?" হরিশের নত অক্ষি হইতে অনবরত ধারা বহিতে লাগিল, গাঢ়স্বরে বলিলেন "দাদা আমাকে বড় হৃদয় বিদারী পত্রিকা লিখিয়াছেন"; যামিনী শুনিতে প্রার্থনা করিবায় হরিশ বলিলেন "কক্ষের অভ্যন্তরে এস"; যামিনী উঠিয়া পতির সহিত প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্টা হইলেন। মতি কক্ষদ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া

বলিল "কাকিমা আমি একবার আমার দেওরের নিকট হইতে আসি, যামিনী মাথা নাড়িয়া সায় দেওয়াতে পরিচারিকা প্রস্থান করিল, হরিশ সাত্রনয়ন লিপি পাঠ করিতে লাগিলেন ;—

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ, জীবনাধিক ভ্রাতঃ! তুমি সত্বর এই পত্রের উত্তর লিখিবে এবং আমার স্নেহপুত্তলিকে লিখিতে বলিবে, মনের ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাহাকে দ্বিতীয় পত্র লিখিতে সক্ষম হইলাম না, আমি অতিশয় ভীতমনা হইয়াছি কারণ মাঘমাসের তৃতীয় দিবসে মধ্য রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন চারু আমার পাশে দাঁড়াইয়া স্নেহযুক্ত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে, মার প্রফুল্ল বদন শতগুণ উজ্জ্বল বোধ হইল, অঙ্গ প্রভায় কক্ষ আলোকিত হইয়াছে, সুন্দর শ্বেত পরিচ্ছদে আপাদ মণ্ডিত, মস্তকে রাজ মুকুট, দেহ সৌরভে নাসিকা মোদিত হইল, অলৌকিক কোমলতা ভাব আননে বিভাসিত রহিয়াছে ; ভীত হইবার কারণ, দেখিলাম তাহার স্বর্গীয় মাতা ঐ রূপ আকৃতিতে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আনন্দের কিরণে বদন বিকীর্ণ। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, রাত্রে আর অক্ষি নিমীলিত করি নাই এ পাশ ও পাশ করিয়া কাটাইলাম, প্রাতেই তোমায় এইপত্র লিখিতেছি উত্তর পাইলে জীবন পাই, মাতা পুত্রীকে একস্থানে দেখিয়া এক অজানিত ভয় আমার অন্তঃকরণ বিদলিত করিতেছে।

আমার জীবনের আশা এক প্রকার সফল হইয়াছে কর্ম্মকার্য্য দিন দিন উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে। একটী ছোটরকম জমিদারী খরিদ করিয়াছি, তাহার মধ্যাংশে অত্যুত্তম বৃহৎ বাটী, পুষ্পোদ্যান, পুষ্করিণী, পাকশালা, অশ্বশালা, গোশালা, চিড়িয়াখানা, ভৃত্য বর্গের বাসস্থান; ইহার চতুষ্পার্শ্বে এক বৃহৎ ঝিল, তাহার অপর পারে প্রজাবর্গের বাস, আমি মনে করিতেছি আমার চারু চিরদুঃখিনী মাতৃহীনা, এই বাটীর রাণি হইবে, কিন্তু আপনার ভাগ্য স্মরণে ভীত, দ্বিতীয়তঃ ঐ স্বপ্নে আমায় অতিশয় ভয়াকুল করিয়াছে, তাহার শারীরিক কুশল জানিলে সুস্থমনে আহারাদি করিতে সক্ষম হই। ইচ্ছা করি আগত বৎসরে

তোমাদের সকলকে এই নূতন বাটীতে আনিব একণে ঈশ্বর যাহা করেন।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ ৪ মাঘ ১২৭১।

পত্র শুনিতে শুনিতে যামিনীর নয়ন হইতে প্রবলরূপে বারি বরিষণ হইতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে কাতর ভাবে বলিলেন "কি উত্তর লিখিবে?" হরিশ নয়ন মার্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন, "মিথ্যা বলিতে হইবে, হস্তের বেদনার জন্য যেমন চারু মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত না সেই ওজর করিব এবং সে শারীরিক উত্তম আছে লিখিব এবং যাহাতে সত্বর আসিতে যত্নবান হয়েন তাহাও লিখিব; কেন না চারু অন্তিমশয্যায় খেদপূর্ব্বক বলিতেছে, এইরূপ লিখিলে তিনি আসিতে বিলম্ব করিবেন না তিনি এলে যাহা হয় হইবে, দুর্ভাগ্য কে অতিক্রম করিতে পারে?" এই বলিয়া হরিশ অন্যমনস্ক ভাবে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, যামিনী অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "চারুকমল! তোমার মনে কি আমার উপর এত রাগ ছিল আমি যে এত যত্নে লালন পালন করিয়াছিলাম তার কি শেষে কান্না পুরস্কার হইল? ওমা! বড়বাবুকে আমি কি বলিয়া এ মুখ দেখাইব, তিনি যে আমায় হাতে হাতে সঁপে দিয়া গিয়াছেন, আমি কেন পোড়া ইতর প্রবৃত্তিতে প্রণোদিতা হইয়াছিলাম, তাহার উত্তম পরীক্ষা হইল, বড়বাবুর কি দশা হইবে! তাঁর বড় সাধ নূতন ভবনে চারু রাণি হইবে, ওরে বিশ্বাসঘাতক পালিত! আমাদের সাধুতার এই ফল দিলি, একা চারু বিহীনে, বড়বাবুর ধন জন সকলই অরণ্য বোধ হইবে, মা! সত্য কি আর আসবে না?" এইরূপ বিলাপে দিন যাইতে লাগিল—একমাস, ক্রমশঃ দ্বিমাস অতীত হইল তথাপি চারুকমলের কোন উদ্দেশ নাই, যামিনী মধ্যে মধ্যে অশ্রুপাত পূর্ব্বক বলিতেন "মা! তুমি ত কখন ও মিথ্যা কহিতে না, কৈ এলে? একমাস ঘুরে থাক প্রায় দুইমাস হইল, কথা ত রাখিলে না।"

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নৈরাশিত পিতা।

হারাইয়া প্রিয় সুতা চারি দিকে চাই।
বায়সী পেচিকা ছাড়া আর কিছু নাই।
কোথায় বাসনা মম প্রিয় দরশন।
অমঙ্গল বিনা কিছু না দেখে নয়ন।

কাশ্মীরে নিজ বৃহৎ বাটীর এক সুসজ্জীভূত বৈঠকখানায় নরেশ চন্দ্র ঘোষ বসিয়া আছেন, মুখ অতিশয় বিষণ্ণ, চিন্তাপর্যাকুল। বলবানদেহ এক জন কাশ্মীরী ভৃত্য কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নরেশের নিকট এক খানি পত্রিকা দিল, নরেশ কম্পিত করে পত্র খানি উন্মোচন করিলেন কিন্তু পত্র মধ্যে দ্বিতীয় পত্র না পাইয়া অশ্রুভরে নয়ন আবৃত হইল, অতি কষ্টে মন স্থির করিয়া লিপি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন পরে কিয়ৎ সুস্থতার নিশ্বাস বহিতে লাগিল; আপনা আপনি বলিলেন "নির্ব্বোধ হরিশ! কেন চারুকে জেদ করিয়া দু লাইন লেখায় নাই, তারও দোষ নাই, প্রাণাধিকার হস্তে বেদনা লাগিবে বলিয়া অধিক আকিঞ্চন করে নাই; মা আমাকে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন যোগীন আসিলে একটা বিবেচনা স্থির করিব। এই সময় নরেশের তুল্য বয়স্ক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহার প্রশান্ত আকৃতি, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চক্ষু দেখিলেই বোধ হয় অসামান্য বুদ্ধিশালী, তিনি ঈষৎ ভ্রূ উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন "কেন

" নরেশ তোমায় এত চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি?" নরেশ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক লিপি খানি তাহার হস্তে দিলেন, তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ পূর্ব্বক হাসিয়া বলিলেন " কেন এতে আর চিন্তার বিষয় কি আছে।" নরেশ দুঃখিতস্বরে বলিলেন " যোগীন তুমি আমার অবস্থা জানিয়াও বলিলে তাই আশ্চর্য্য, এক্ষণে গেলে টাকা কোথায় পাইব এই বিষয়টী কিনিতে আমার সব গিয়াছে, এক্ষণে হস্তে এক সহস্রও নাই, দেশে গেলে চল্লিশ সহস্রের ন্যূনে হইবে না।" যোগীন হাসিয়া বলিলেন "সে জন্য চিন্তা নাই আমরা যেরূপ উত্তম উত্তম কাশ্মীরী সাল রুমাল রপ্তানি করিয়াছি ইহাতে ঈশ্বর করেন ত তোমার অংশেই পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা লভ্য হইবে। এখানে রেশমের কার্য্যও উত্তম চলিতেছে কিন্তু আমার ইচ্ছা তুমি নববর্ষের প্রথমে যাও, তা হইলে উত্তম হয় অনেক বিষয়ে সুবিধা হয় গোলের কার্য্য গুলাও শেষ হইয়া যায়, নতুবা একা আমি কোন্ দিকে নজর রাখিব এবং আমাদের সালের টাকাও সমুদয় চৈত্র মাসে আমদানি হইবে, কি বল?" নরেশ সকৃতজ্ঞ চিত্তে যোগীনের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "তোমার বুদ্ধি ও যত্নে পরিচালিত হইয়া আমার সৌভাগ্য হইয়াছে নচেৎ আমায় নীচ জীবন চালাইতে হইত, আমার মন সর্ব্বদা চঞ্চল ছিল, কিন্তু এক্ষণে তোমার কিরণ ময় দৃষ্টির প্রভাবে, পীযুষ সন্নিভ বাক্যে, ও অনুমিতি শালী বুদ্ধিতে, আমার মন মহৎ স্বভাবের অনুকরণ করিতেছে, তোমার ইচ্ছানুমত আগত বৎসরে যাইব।" যোগীন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "নরেশ এত অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে কত দিন অভ্যাস করিয়াছ?" নরেশ প্রফুল্লিতভাবে বলিলেন, " কেন আমি উচু নিচু বলি নাই ত, সহোদরের ন্যায় তোমাতে আমাতে শৈশবকাল হইতে অদ্যাবধি কখন ও অপ্রণয় হয় নাই।" যোগীন স্নেহযুক্ত অন্তরে নরেশের দরিদ্রের-প্রতি দানশীল কর নিষ্পীড়ন করিলেন; উভয় বন্ধুতে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া পরে নরেশ বলিলেন "দেখ যোগীন চারুকে দেখিবার জন্য মন এত উৎসাহিত হইয়াছে যে কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছিনা।" যোগীন্দ্র বলিলেন "এইবারে এখানে আনিও, একমাত্র অপত্যকে দূরে রাখা অসহ্য যাতনা, দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে রাখিবার বাটীর জন্য ভাবিতে

হইবে না, এ স্থানের জল বায়ু উত্তম, এবং আমরাও দীর্ঘ কারবারে ব্যস্ত—সর্ব্বদা বাটী যাইতে অক্ষম, এজন্য আত্মীয় পরিবারকে নিকটে রাখা কর্ত্তব্য; এক্ষণে চল, সন্ধ্যা হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ উদ্যানে বায়ু সেবন করিগে।" উভয় বন্ধু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নরেশের স্নেহান্বিত মনে উদয় হইল যেন এই বৎসরের দিন অতি অলস রূপে যাইতেছে কিন্তু ক্রমে নব বর্ষ আগত হইল; নরেশ উল্লসিত অন্তরে প্রাণাধিকা আত্মজার জন্য উত্তম ২ কাশ্মীরী রুমাল, জরীর জামা, জরীর শাটী, ওড়না, একটী বৃহৎ তোরঙ্গে এবং অন্য একটীতে নিজের ও বাটীর সমুদয় পরিবারের জন্য, বস্ত্রাদি ভরিত করিলেন, অন্যান্য নানাবিধ মনোহর দ্রব্য ও খরিদ করিলেন, পরে কাশ্মীরী যান ভাড়া করিয়া বস্তু সমূহ বোঝাই হইলে যোগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট বিদায় লইয়া উক্ত যানে আরোহণ করিয়া হর্ষ পূর্ণ অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যে যাইতেছি ইহার কোনও সংবাদ বাটীর পরিবারেরা জ্ঞাত নয়, সহসা আমায় দেখিলে কত আনন্দিত হইবে! বিশেষতঃ আমার পবিত্রা প্রসূন জীবনাগারের আলোক কত সুখী হইবে! তাহার সহাস্য বদনের উজ্জ্বল কিরণে আমার কএক বৎসরের অদর্শন-জনিত ক্লেশ একেবারে দূরীভূত হইবে।" এই রূপ চিন্তা সহকারে দিল্লী উপস্থিত হইয়া ধনেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের পর যমুনায় ষ্টীমারে উঠিলেন এবং অল্পদিন পরে ষ্টীমার বেল বাগানের সন্নিকটে থামিল। তখন অত্যন্ত প্রত্যুষ, নরেশ উৎসাহিত চিত্তে ভাবিলেন "এখনই বাটী যাই, অদ্য গ্রীষ্মাতিরিক্ত,হয়ত আমার নয়ন পুত্তলি বেঞ্চে বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছেন, দেখিয়া জীবন সফল করিব। আমার স্নেহের প্রতিমা উদ্যান আলো করিয়া বসিয়া থাকেন, অদ্য চারিবৎসরের অধিক মাকে অঙ্গে ধারণ করিয়া শিরোঘ্রাণ লই নাই; জননী আমাকে দেখিয়া কত সুখের অশ্রুতে আমার বক্ষঃস্থল সিক্ত করিবেন। আমার চারুকে ভাল পরিচ্ছদ ও উত্তম ২ অলঙ্কার পরিধান করাইয়া জীবন সফল করিব, আমার কণকপুত্তলিকে কেমন সুন্দর দেখাইবে, মা আমার কত সুখী হইবেন,"ইত্যাদি উৎসুক অন্তরে নরেশ চন্দ্র বোটে উঠিয়া বেল বাগানের ঘাটে নামিলেন, পরে ব্যগ্র ভাবে বেঞ্চের দিকে চাহিলেন কেহই নাই, কেবল দুই তিনটা কাক নিস্তব্ধ রূপে নিকটে বসিয়া আছে,

দীনামুক্ত হইয়া উদ্যানের অন্য প্রান্তে বৃক্ষাবলীর নিম্নে লৌহ চিয়ার, চিনের মোড়ার দিকে চাহিলেন, কেহই নাই; তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে মনোহর আরাম শ্রীহীন ঘাসে পূর্ণ ও জঙ্গলভাব ধারণ করিয়াছে। কাতর অন্তরে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন মতি বাসন হস্তে বহির্গত হইতেছিল, নরেশ চন্দ্রকে দেখিয়া শোকাকুল মনে মুখ নত্র করিল; মতির ভাব দেখিয়া নরেশের অন্তঃকরণ দমিয়া গেল। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন হরিশ পুস্তক হস্তে করিয়া রোয়াকে উপবিষ্ট, যামিনী সম্মার্জ্জনী দ্বারা গৃহ দ্বার পরিষ্কৃত করিতেছেন। নরেশকে দেখিয়া উভয়েই সিহরিয়া সজল নয়নে নম্র মুখ হইলেন, নরেশ বিদীর্ণ মনে দ্রুত পদে সোপানে উঠিলেন; নয়ন ভীত, ব্যগ্র, প্রিয় দর্শন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। হরিশ সভয় অন্তরে ভ্রাতার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। নরেশ দ্বিতলে উঠিয়া নিজের ও চারুকমলের কক্ষ তালকবদ্ধ দেখিয়া অধৈর্য্য হইলেন, অশ্রুধারা প্রশান্ত বদন প্লাবিত করিতে লাগিল, উন্মাদের ন্যায় স্খলিত পদে নিম্নে অবরোহণ করিলেন, ও ভগ্ন স্বরে বলিতে লাগিলেন "হরিশ ও হরিশ! চারু, আমার চারু, কোথায়? তাকে না দেখিয়া জীবন ধারণ অসহ্য হইতেছে।" হরিশ সমধিক বিষণ্ণ বদনে বলিলেন "বসুন, আমি বলিতেছি, আপনি যাদৃশ আশঙ্কা করিতেছেন তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই।" নরেশ বাষ্প নিরুদ্ধ স্বরে বলিলেন "হরিশ আর আমায় অন্ধকারে রাখিওনা, তোমার কথার ভাবে আরও কম্পিত হইতেছি।" হরিশ অশ্রুপূর্ণ লোচনে ধীরে২ আনুপূর্ব্বী কথা বলিতে লাগিলেন—যে রূপে প্রথম প্রথম, নিমাইয়ের আত্মীয়তা, নুতন ভাড়াটীয়া রাখা, চারুর অপত্য, যামিনী ও নিমাইয়ের জেদ, ভাড়াটীয়ার বাস, তাহার সুন্দর আকৃতি, বিদ্যা ও মনোহর স্বভাব, নিমাইয়ের নিমন্ত্রণ, 'আনন্দালয়ে' গমন ও পথিমধ্যে চারুর মূর্চ্ছা, ভাড়াটীয়ার নিজ বাটী গমন ও লকেট্ প্রেরণ এবং শেষ, চারুকমলের নিরুদ্দেশ, তাহার অনুসন্ধান জন্য নিমাইয়ের নিকট গমন ও ভাড়াটীয়ার নাম অনুসন্ধান, নিমাইয়ের অস্বীকার এবং সকল বিষয়ে নিষ্ফল। কথা সাঙ্গ করিয়া চারুকমলের শেষ লিপি নরেশের হস্তে প্রদান করিলেন, নরেশ পাঠ করিয়া অভিভূত ভাবে বসিয়া পড়িলেন, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল

শোকাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, "চারু, আমার সর্ব্বস্ব ধন, আমা জীবনের একই আশা, তুমি নিরাশ করিয়া কোথায় রহিয়াছ! আমার পীযূষ ভাষিণি! আমার গমন কালে যে নিদারুণ কথা বলিয়া ছিলে তাহাই ঘটাইলে! তুমি যে লিখিয়া গিয়াছ সেই পাপাত্মার বাটী হইতে আমায় পত্র লিখিবে, কেন লেখ নাই? তুমি স্বর্গীয় পরি, সতীত্ব সরোজ, তুমি যে পাপী সহবাসে জীবিত থাকিবে তাহা আমার অনুমাত্র বিশ্বাস হয় না, হায় আম র নয়নানন্দ দায়িনি! আর আমি কি তোমায় ইহলোকে দেখিতে পাইবনা, আ. কি তোমার কোমল স্বরে পিতৃ-সম্বোধন শুনিয়া মানব জীবন সফল জ্ঞান করিব না, আর তুমি কি সেই রূপ নিকটে বসিয়া, সর্ব্ব-শক্তিমানের প্রতি অচলভক্তি পূরিত অমৃত বাক্যে আমার শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্তি করিবে না!!" হরিশ সকাতরে বলিলেন "দাদা, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বগত উপায় করুন, যাহাতে সেই কন্যাপহারী পাপিষ্ঠ ধৃত হয়।" হরিশের বাক্যে নগেন্দ্রের শোক-বিদলিত মন প্রতিহিংসার দংশনে ঈষৎ উৎসাহিত হইল; শোক, ক্রোধ মিশ্রিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এক্ষণে জানিতে চাহি যে, হারামজাদা যখন এ বাটীতে ছিল তখন সে চারুর সহিত এবং তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিত?" হরিশ বলিলেন "দাদা, সে এক জন ধী মহৎ স্বভাবের ভদ্রলোক, তাহাতে এ দোষ অসম্ভব, তথাচ সে বিনা আর কেহই নয়। সে মনোহর যুবক এবং যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী, তাহার রমণীয় আকৃতিতে ও সুমধুর নম্র বচনে বোধ হয়, সরলা চারুর মনো-ভিনিবেশ হইয়াছিল।" যামিনী ও যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহাও বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন। নরেশ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "তোমরা ধন লোলুপ হইয়া আমার জীবনের সকল সুখ ধ্বংশ করিলে, তোমাদের এত কি টাকার দরকার হইয়াছিল যে বাটীতে ভাড়া না বসাইলেই নয়, যেন অনাহারে সকলে জীবন ত্যাগ করিতে বসিয়াছিলে! আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কে আমার চারুর উদ্দেশ দিবে, আমি যে বড় আশা করিয়া আসিতেছি যাকে দেখিব, তাহা কি আর এ জীবনে ঘটিবে!" নরেশ স্বীয় বাহুমধ্যে বদন গোপন করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্ছ্বাসিত অন্তরে ক্রন্দন

করিতে লাগিলেন, হরিশ ভ্রাতার হস্তধারণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে বলিলেন "দাদা, ক্রন্দন সম্বরণ করুন, ব্রিটীস রাজ্যে চিরকাল গোপনে রাখিতে পারিবে না; পরামর্শ করুন যাহাতে ত্বরায় সন্ধান পাওয়া যায়।" নরেশ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "আমি আর কি পরামর্শ দিব, তোমরা এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ, যাহা জান তোমরা কর, তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলাম, তোমরা উত্তম রূপে রক্ষা করিয়াছ! আর ভৎসনা করিলেই বা কি হইবে, আমার চিরপালিত দুরদৃষ্ট তাহার কুটাভিসন্ধি পূর্ণ করিয়াছে, আমি আর এক্ষণে কাশ্মীরে যাইবনা, এই ভয়ঙ্কর চাতুরী যাহাতে শেষ করিতে পারি তাহার উত্তম রূপে অনুসন্ধান করিব। তার যদি উদ্দেশ পাই তবেই আমার সব, নচেৎ আশা ভরসা সকলই ধ্বংশ; তাই বল, আমি আর কি দেখিয়া জীবন ধারণ করিব? যদি চারু না হ'ত, তা হ'লে এক রকম সুখে দিন কাটাইতাম, আমায় কেবল যাতনা দিবার জন্য তাহারা (নরেশের হৃদয়ে এক্ষণে স্বীয় পত্নীরও পবিত্র কোমলতা স্মরণ হইতে ছিল) আমায় সুখী করিয়াছিল, তা যাই হউক, বালক দুইটীকে লইয়া তোমরা কাশ্মীরে যাও, ওরা যদি ধার্ম্মিক হয় তবুও আমার শ্রম সফল—পিতার নাম রক্ষা হইবে। সে স্থানে জমিদারী আছে, তন্মধ্যস্থিত বাটীতে বাস করিবে। বিস্তর কর্ম্ম কার্য্য বিস্তারিত হইয়াছে, যোগীনের মতানুসারে সেই সকল কার্য্য সমাধা করিবে, আমার বড় আশা ছিল, আমার চারু সেই বাটীতে রাণী হইয়া থাকিবে কিন্তু কি ভয়ঙ্কর নৈরাশ!" অপত্য-বৎসল পিতা ভূমি শায়ী হইয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা নরেশের হৃদয় কন্দরে প্রতিহিংসা কালফণী অজানিতরূপে আশ্রয় করিল।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।